ষষ্ঠ বর্ষ

দ্বিতীয় সংখ্যা

তর্জুমানুল-হাদীছ

সম্পাদক

মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল কোরায়শী

প্রতি সংখ্যার মূল্য ||৩

বার্ষিক মূল্য সডাক ৬||০

Contents

তর্জুমানুল-হাদীছ

ষষ্ঠ বর্ষ—দ্বিতীয় সংখ্যা

১৩৭৫ হিঃ। ভাদ্র, বাং ১৩৬২ সাল।

বিষয়সূচী

	বিষয় ঃ—	লেখক ঃ—	পৃষ্ঠা ঃ—
১।	রছুলুল্লাহর (দঃ) নবুওতের সার্বভৌমত্ব	মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আলকোরায়শী	৫৩
২।	দোষখের শাস্তি	ডক্টর মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ	৬৩
৩।	হে মোর পতাকা	কাজী গোলাম আহ্‌মদ	৬৭
৪।	পথের ইঙ্গিত	—আতাউল হক	৬৮
৫।	হাদীছের গুরুত্ব ও প্রামাণিকতা	মোহাম্মদ আবদুর রহমান	৬৯
৬।	পাক বাংলার মেয়ে	মোহাম্মদ আবদুল জাব্বার	৭৬
৭।	ছউদী আরবের প্রতি এক নযর	ইব্‌নে সিকন্দর	৮২
৮।	শয়খ আবুল হাছান খারকানী সকাশে গাজী ছুলতান মাহ্‌মুদ	মোহাম্মদ আবদুর রহমান	৮৮
৯।	দশই মোহর্‌রম	আবু আহ্‌মদ মাহ্‌বুবর রহমান	৯০
১০।	বিশ্ব পরিক্রমা	সহকারী সম্পাদক	৯১
১১।	সাময়িক প্রসংগ		৯৪

Contents

তর্জুমানুল-হাদীছ

(মাসিক)

আহ্‌লেহাদীছ আন্দোলনের মুখপত্র।

ষষ্ঠ বর্ষ—দ্বিতীয় সংখ্যা

রছুলুল্লাহর (দঃ) নবুওতের সার্বভৌমত্ব

(পূর্বানুবৃত্তি)

মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আলকোরায়শী

ষষ্ঠ আয়ত

ان الذين يكفرون بـالله ورسلـه و يــريدون ان يـفرقـوا بـين الله ورسلـه و يقولون نـؤمن بـبعض ونكفر ببعض و يريدون ان يتخذوا بين ذلـك سبيلا‘ اولائـك هـم الـكافرون حـــقا‘ واعتدنا للـكافرين عذابا مهينا ـ

আল্লাহ আদেশ করিয়াছেন, যে সকল ব্যক্তি আল্লাহকে এবং তদীয় রছুলগণকে অস্বীকার করিয়াছে এবং আল্লাহ ও তদীয় রছুলগণের মধ্যে পার্থক্য ঘটাইবার সংকল্প করিয়াছে এবং যাহারা বলিয়া থাকে আমরা কতক অংশ স্বীকার করি আর কতক অংশ—অমান্য করি এবং যাহারা এতদুভয়ের মধ্যবর্তী পথ অবলম্বন করিয়া চলিতে চায়, তাহারা নিশ্চিতরূপে কাফির এবং আমরা কাফিরদের জন্য অপমানসূচক দণ্ড নির্ধারিত করিয়াছি—আন্‌নিছা, ১৫২ আয়ত।

আল্লাহ ও তদীয় রছুলগণের মধ্যে পার্থক্য ঘটাইবার তাৎপর্য সম্বন্ধে ইমাম আবু জা'ফর ইবনে-জরীর তবরী লিখিয়াছেন, অর্থাৎ তাহারা আল্লাহর রছুলগণকে মিথ্যাবাদী মনে করে, যাঁহাদিগকে আল্লাহ তদীয় ওয়াহী সহকারে মানবজাতির নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাহারা ধারণা করিয়া থাকে যে, রছুলগণ আল্লাহর নামে মিথ্যা রচনা করিয়াছেন। আল্লাহ এবং রছুলগণের প্রতি মিথ্যাবাদিতার—অভিযোগ এবং অসত্য ভাষণের দাবী করিয়া তাহারা আল্লাহ এবং তদীয় রছুলগণের মধ্যে পার্থক্য ঘটাইবার চেষ্টা করিয়াছে। কতক কথাকে মান্য করা আর কতককে অমান্য করার তাৎপর্য এই যে, তাহারা কতক রছুলকে স্বীকার করিয়াছে এবং কতক রছুলের সত্যতাকে অস্বীকার করিয়াছে, যেরূপ ইয়াহুদীগণ হযরত ঈছা ও মোহাম্মদ মুছ্‌তফা আলায়হিমাছ্‌-ছালাতো ওয়াছ্‌ছালামকে অস্বীকার করিয়াছে। অথচ হযরত মুছা এবং তাঁহার পূর্ববর্তী সমুদয় নবীকে তাহারা মান্য করিয়াছে। মধ্যবর্তী পথের তাৎপর্য হইতেছে, তাহাদের নবাবিষ্কৃত গোমরাহীর পথ, যে পথে তাহারা অজ্ঞ জনগণকে আহ্বান করিয়া থাকে।

আল্লাহ তদীয় বান্দাদিগকে এই সকল ব্যক্তির কুফ্‌র ও গোমরাহী সম্পর্কে সাবধান করিয়া দিয়া বলিতেছেন যে, তাহারা নিশ্চিত কাফির—জামেউল বয়ান (৬) ৫ পৃঃ।

আল্লাহ এবং তদীয় রছুলগণের মধ্যে তাহারা পার্থক্য ঘটাইতে চেষ্টা করে—এই আয়ত প্রসংগে ইমাম যমখ্‌শরী লিখিয়াছেন, অর্থাৎ যাহারা আল্লাহর প্রতি ঈমান স্থাপন করিয়াছে এবং রছুলগণকে অমান্য করিয়াছে—তফছীর আল্‌মনার (৬) ৭ পৃঃ।

ইমাম ফখ্‌রুদ্দীন রাযী বলেন, অর্থাৎ যাহারা আল্লাহর প্রতি ঈমান এবং রছুলগণের প্রতি—ঈমান এতদুভয়কে পৃথক পৃথক বিবেচনা করিয়া থাকে কবীর (৩) পৃঃ।

আল্লামা নেশাপুরী উক্ত আয়তের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন, আল্লাহ এবং তদীয় রছুলগণের মধ্যে পার্থক্য ঘটাইবার চেষ্টা বিবিধ প্রকার হইতে পারে:—

(ক) কতক নবীকে মান্য করা এবং কতককে মান্য না করা।

(খ) আল্লাহর তওহীদ এবং রছুলগণের নবুওত কোনটাকেই মান্য না করা। ইহার সম্বন্ধেই আয়তের সূচনায় কথিত হইয়াছে যে, "তাহারা আল্লাহ এবং তদীয় রছুলকে অস্বীকার করিয়াছে।"

(গ) আল্লাহর একত্বকে মান্য করা কিন্তু—রছুলগণের নবুওতকে স্বীকার না করা। ইহারই সম্বন্ধে উল্লিখিত হইয়াছে যে, ঈমান স্থাপনের ব্যাপারে তাহারা আল্লাহ এবং তদীয় রছুলগণের মধ্যে পার্থক্য ঘটাইতে চাহিয়াছে।

(ঘ) ইয়াহুদীগন হযরত মূছা এবং তওরাৎ গ্রন্থের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে কিন্তু হযরত ঈছা ও ইঞ্জিল গ্রন্থ এবং হযরত মোহাম্মদ মুছ্‌তফা (দঃ) এবং ফুর্কান গ্রন্থের প্রতি ঈমান স্থাপন করে নাই। অর্থাৎ কতক নবীকে স্বীকার আর কতক নবীকে অস্বীকার করিয়াছে এবং পূর্ণ ঈমান আর পূর্ণ কুফ্‌রের মাঝামাঝি পথ অবলম্বন করিয়াছে। উল্লিখিত দলগুলির সকলেই কাফির— গরায়েবুল কোরআন (৬) ১০ পৃঃ।

আল্লামা ছৈয়েদ মোহাম্মদ রশীদ রিযা তাঁহার তফছীরে কথিত আয়ত সম্পর্কে লিখিয়াছেন, যে দুইটি বুন্‌য়াদী ও প্রাথমিক ঈমান অন্যান্য সমুদয় মতবাদ ও বিশ্বাসের ভিত্তি স্বরূপ এবং যে দুইটির একটি অপরটি ব্যতিরেকে গ্রাহ্য হওয়ার উপায় নাই, উল্লিখিত আয়তসমূহে আল্লাহ তাহার বর্ণনা দান করিয়াছেন। যাহারা এরূপ ধারণা পোষণ করে যে, রছুলগণকে বিশ্বাস না করা সত্ত্বেও আল্লাহর প্রতি ঈমানের দাবী গ্রাহ্য হইবে তাহাদের এই অভিমান হইবে অগ্রাহ্য এবং ইহার জন্য তাহাদিগকে কাফিরগণের শাস্তি ভোগ করিতে হইবে। "কতক বিষয়কে মান্য করা আর কতক বিষয়কে অমান্য করা"—এই উক্তির ব্যাখ্যা হইতেছে আল্লাহ এবং তদীয় রছুলগণের মধ্যে পার্থক্য সংঘটিত করা। অর্থাৎ তাহারা আল্লাহর প্রতি ঈমান স্থাপন করিয়াছে কিন্তু তদীয় রছুলগণকে স্বীকার করিয়া লয় নাই। ইহারা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত: প্রথম শ্রেণীর অন্তর্ভুক্তরা ওয়াহীর সম্ভাব্যতা স্বীকার করিতে প্রস্তুত না হওয়ায় কোন রছুলকেই তাহারা বিশ্বাস করেনা। তাহারা ধারণা করিয়া থাকে যে, নবীগণ হিদায়ত ও শরীঅতের যে সকল বিধিনিষেধ লইয়া আসিয়াছেন, সেগুলির সমস্তই তাঁহাদের মনগড়া। আমাদের যুগের অধিকাংশ নাস্তিক এই শ্রেণীরই অন্তর্ভুক্ত। দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত দল কতক রছুলের সত্যতা স্বীকার করিলেও আবার অন্য কতক রছুলকে তাহারা স্বীকার করেনা, মুখের কথায় তাহারা কতক রছুলকে—উড়াইয়া দিতে সচেষ্ট হয়। যেরূপ ইয়াহুদীদের উক্তি এই যে, আমরা মূছার প্রতি ঈমান আনিয়াছি কিন্তু ঈছা ও মোহাম্মদ (দঃ) কে আমরা স্বীকার করি না। এমন কি উহারা তাঁহাদিগকে রছুল রূপে অভিহিত করিতেও প্রস্তুত হয়না।

কোরআনের যে কয়েকটি আয়তে নবুওতে-মোহাম্মদীর প্রতি স্বতন্ত্র ও স্বাধীন ভাবে ঈমান স্থাপন করার আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে, উপরে কেবল সেই আয়ত কয়টি প্রয়োজনীয় তফছীর সহ উল্লেখ করা হইল আর আল্লাহর সংগে অভিন্ন আকারে

রছুলুল্লাহর (দঃ) প্রতি ঈমানের আদেশ যে সকল আয়তে বিদ্যমান রহিয়াছে, নিম্নে পৃথক ভাবে সেগুলির কতকাংশ উদ্ধৃত হইতেছে।

* * * * *

ছুরত-আতওবার ৮৪ আয়তে আদেশ দেওয়া হইয়াছে যে, তাহাদের মধ্যে যাহারা মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে, আপনি — তাহাদের কাহারো জন্য কখনও প্রার্থনা করিবেন না এবং তাহাদের কাহারো সমাধি পার্শ্বে কদাচ দণ্ডায়মান হইবেননা, তাহারা আল্লাহ এবং তদীয় রছুলকে অবিশ্বাস— করিয়াছে এবং এই অবস্থাতেই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে।

ولا تصل على احد منهم مات ابدا' ولا تقم على قبره' انهم كفروا بالله و رسوله وماتوا و هم فاسقون -

ছুরত-আলহদীদের সপ্তম আয়তে কথিত হইয়াছে যে, হে মানব সমাজ, তোমরা আল্লাহর প্রতি এবং তদীয় রছুলের প্রতি ঈমান স্থাপন কর এবং তোমাদিগকে আল্লাহ যে সম্পদের উত্তরাধিকারী করিয়াছেন তাহার মধ্য হইতে আল্লাহর পথে ব্যয় কর।

آمنوا بالله ورسوله وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه -

ছুরত আল্ ফত্হের ১৩ আয়তে কথিত হইয়াছে যে, যাহারা আল্লাহ এবং তদীয় রছুলের প্রতি ঈমান স্থাপন করিবেনা, আমরা সেই সকল কাফিরের জন্য নরকাগ্নি প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি।

و من لم يؤمن بالله و رسوله فانا اعتدنا للكافرين سعيرا -

ছুরত-আন্নিছার ১৩৬ আয়তে আল্লাহ আদেশ করিয়াছেন, হে মুছলিম সমাজ, আল্লাহ এবং তদীয় রছুলের প্রতি এবং যে গ্রন্থ তদীয় রছুলের প্রতি অবতীর্ণ হইয়াছে এবং যে গ্রন্থ তৎপূর্বে আল্লাহ অবতীর্ণ করিয়াছেন,— তৎসমুদয়ের প্রতি ঈমান স্থাপন কর। যাহারা আল্লাহকে, তদীয় ফেরেশতাগণকে এবং তদীয় গ্রন্থ সমূহকে এবং তদীয় রছুলগণকে এবং শেষ দিবসকে বিশ্বাস করিবেনা, সে বস্তুতঃ বিভ্রান্তির বহু দূর পথে ভ্রষ্ট হইয়াছে।

يا ايها الذين آمنوا آمنوا بالله و رسوله' والكتاب الذى نزل على رسوله والكتاب الذى انزل من قبل' و من يكفر بالله و ملائكته وكتبه و رسله واليوم الاخر' فقد ضل ضلالا بعيدا -

ছুরত-আত-তাগাবুনের অষ্টম আয়তে আদেশ দেওয়া হইয়াছে যে, তোমরা আল্লাহ এবং তদীয় রছুলের প্রতি এবং যে জ্যোতি আমরা অবতীর্ণ করিয়াছি, তৎপ্রতি ঈমান স্থাপন কর। নিশ্চয় তোমরা যাহা— করিয়া থাক, তাহা আল্লাহর সুবিদিত রহিয়াছে।

فآمنوا بالله و رسوله والنور الذى انزلنا' والله بما تعملون خبير -

ছুরত আন্নূরের ৬২ আয়তে বলা হইয়াছে, মুমিন শুধু তাহারাই, যাহারা আল্লাহ এবং তদীয় রছুলের প্রতি ঈমান স্থাপন করিয়াছে।

انما المؤمنون الذين آمنوا بالله و رسوله -

ছুরত আল-আ'রাফের ১৫৮ আয়তে আল্লাহ তদীয় রছুল হযরত মোহাম্মদ মুছতফা (দঃ) কে আদেশ দিয়াছেন,— আপনি বলুন, হে মানব সমাজ, আমি তোমাদের সকলের জন্য আল্লাহর রছুল। যাঁহার সার্বভৌম প্রভুত্ব আকাশ সমূহে এবং ধরিত্রীতে বিদ্যমান, তিনি ব্যতীত আর কেহ ইলাহ নাই, তিনিই জীবন এবং মৃত্যুদান করিয়া থাকেন। অতএব তোমরা আল্লাহ এবং তদীয় রছুলের প্রতি ঈমান স্থাপন কর, যিনি অক্ষর-জ্ঞান-বিমুক্ত নবী, যিনি আল্লাহকে এবং তাঁহার উক্তি সমূহকে বিশ্বাস করিয়া থাকেন। তোমরা তাঁহারই অনুসরণ কর, ইহার ফলে— তোমরা হিদায়তের অধিকারী হইতে পারিবে।

قل يا ايها الناس انى رسول الله اليكم جميعا ن الذى له ملك السموات والارض لااله الا هو' يحى و يميت' فآمنوا بالله ورسوله النبى الامى الذى يؤمن بالله وكلمته واتبعوه لعلكم تهتدون -

ছুরত আল-ফত্হের অষ্টম আয়তে আল্লাহ হযরত মোহাম্মদ মুছতফা (দঃ) কে সম্বোধন করিয়া— বলিয়াছেন, আমরা

انا ارسلناك شاهدا ومبشرا

আপনাকে সাক্ষ্যদাতা ও সুসংবাদবাহী এবং সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করিয়াছি। অতঃপর মুছলিম সমাজকে উদ্দেশ্য করিয়া আদেশ দেওয়া হইয়াছে, যাহাতে তোমরা আল্লাহ এবং তদীয় রছুলের উপর ঈমান স্থাপন কর এবং তাঁহার গৌরব বর্ধিত কর এবং তাঁহাকে সম্মান করিয়া চল।

وندیرا' لتؤمنوا باللہ و رسولہ وتعزروہ وتوقروہ -

ছুরত আল-মায়েদার ৮১ আয়তে উক্ত হইয়াছে যে, গ্রন্থধারীগণ যদি আল্লাহ এবং সেই প্রতিশ্রুত নবীর উপর বিশ্বাস স্থাপন করিত এবং তাঁহার প্রতি যাহা অবতীর্ণ করা হইয়াছে তাহা মানিয়া লইত তাহা হইলে তাহারা কদাচ আল্লাহর শত্রুদিগকে বন্ধু রূপে গ্রহণ করিতনা। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তাহাদের অধিকাংশই ব্যভিচারী।

ولو کانوا یؤمنون باللہ والنبی وما انزل الیہ' ماتخذوھم اولیاء ولکن کثیرا منھم فاسقون -

ছুরত আল-হুজরাতের পঞ্চদশ আয়তে কথিত হইয়াছে যে, শুধু তাহারাই মুমিন রূপে গণ্য, যাহারা আল্লাহ এবং তদীয় রছুলের প্রতি ঈমান স্থাপন করিয়াছে, অনন্তর পশ্চাদবর্তী হয় নাই এবং তাহাদের ধন ও প্রাণ দ্বারা তাহারা আল্লাহর পথে সংগ্রাম করিয়াছে। বস্তুতঃ তাহারাই সত্যবাদী।

انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ و رسولہ' ثم لم یرتابوا وجاھدوا باموالھم وانفسھم فی سبیل اللہ اولائک ھم الصادقون -

* * * * *

নবুওতে মোহাম্মদীর প্রতি ঈমানের অপরিহার্যতা সম্পর্কে যেসকল আয়ত উপরে উল্লেখ করা হইয়াছে, সেগুলির ব্যাখ্যা স্বরূপ রছুলুল্লাহর (দঃ) পবিত্র—রসনা হইতে উচ্চারিত কতিপয় বিশুদ্ধ হাদীছ নিম্নে সংকলিত হইল।

(১) ইমাম আহমদ আবু হোরায়রার প্রমুখাৎ বর্ণনা দিয়াছেন যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, মানুষেরা যত-ক্ষণ পর্যন্ত **লা ইলাহা ইল্লাল্লাহো মোহাম্মাদুর রছুলুল্লাহ** না বলিবে, ততক্ষণ পর্যন্ত—তাহাদের সহিত সংগ্রাম করিতে থাকার জন্য আমি আদিষ্ট হইয়াছি।

امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا : لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ !

(২) ইমাম মুছলিম আবুহোরায়রার প্রমুখাৎ রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, যতক্ষণ পর্যন্ত জনগণ "লা-ইলাহা—ইল্লাল্লাহ"র সাক্ষ্য প্রদান না করিবে এবং আমার প্রতি আর আমি যাহা লইয়া আগমন করিয়াছি তাহার প্রতি ঈমান স্থাপন না করিবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমি তাহাদের সহিত সংগ্রাম চালাইয়া—যাইবার জন্য আদিষ্ট হইয়াছি। কিন্তু এগুলি মানিয়া লইলে তাহারা আইন সংগত কারণ ছাড়া তাহাদের রক্ত ও সম্পদ আমার নিকট সুরক্ষিত করিল এবং তাহাদের আচরণের হিছাব আল্লাহর উপর ন্যস্ত রহিবে। ‡

امرت ان اقاتل الناس حتی یشھدوا ان لا الہ الا اللہ و یؤمنوا بی وبما جئت بہ' فاذا فعلوا ذلک عصموا منی دماءھم واموالھم الا بحقھا وحسابھم علی اللہ !

(৩) নছয়ী হযরত আবুবকর ছিদ্দীকের—বাচনিক বর্ণনা দিয়াছেন যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, "আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য প্রভু নাই এবং আমি আল্লাহর রছুল"—ইহার সাক্ষ্য না দেওয়া পর্যন্ত আমি জনমণ্ডলীর সহিত সংগ্রাম করিতে থাকার জন্য আদিষ্ট হইয়াছি। ¶

امرت ان اقاتل الناس حتی یشھدوا ان لاالہ الا اللہ و ان رسول اللہ -

(৪) ইমাম আহমদ, মুছলিম, আবুদাউদ, তিরমিযী, নছয়ী ও ইবনেমাজা হযরত উমর ফারুকের প্রমুখাৎ বর্ণনা দিয়াছেন যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, ইছলামের অর্থ এইযে, তুমি—একথার সাক্ষ্য দিবে—"আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য প্রভু নাই এবং—মোহাম্মদ (দঃ) তাঁহার উৎসৃষ্ট-প্রাণদাস এবং

الاسلام ان تشھد ان لاالہ الا اللہ و ان محمدا عبدہ و رسولہ -

† ফতহুর রব্বানী (সুসম্পাদিত মুছনদে আহমদ) (১) ৯৭ পৃঃ।
‡ ছহীহ মুছলিম (১) ৩৭ পৃঃ।
¶ ছুননে নছয়ী (২) ১৬০ পৃঃ।

রছুল।" *

আল্লামা ছাআতী লিখিয়াছেন যে, উল্লিখিত হাদীছটি আবুবকর বিনে আবি শয়বা তদীয় গ্রন্থে, ইবনে হিব্বান তদীয় ছহীহ্ গ্রন্থে আর বয়হকী তদীয় দালায়েল গ্রন্থে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। †

(ক) ইমাম আহমদ আবু আমের আল্‌আশ-আরীর বাচনিক উল্লিখিত হাদীছটি রেওয়ায়ত—করিয়াছেন এবং হাফিয ইবনে হজর উক্ত হাদীছ-টিকে ছহীহ বলিয়া সাক্ষ্য দিয়াছেন। †

(৫) বুখারী আবু হোরায়রার প্রমুখাৎ উদ্ধৃত করিয়াছেন যে,— রছুলুল্লাহ (দঃ) আদেশ করিয়াছেন, ঈমানের তাৎপর্য এই যে, তুমি আল্লাহর প্রতি, তদীয়—ফেরেশতাগণের প্রতি, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎকারের প্রতি, তাঁহার রছুলগণের প্রতি এবং পুনরুত্থানের প্রতি ঈমান স্থাপন করিবে। ¶

الايمان ان تؤمن بالله و ملائكته و بلقائه ورسله و تؤمن بالبعث -

(৬) ইমাম আহমদ ও বযযার আবদুল্লাহ বিনে আব্বাছের বাচনিক রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) বলি-য়াছেন, ইছলামের—তাৎপর্য হইতেছে তুমি আল্লাহর কাছে আত্ম-সমর্পণ করিবে এবং একথার সাক্ষ্য দান—করিবে যে, "আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য প্রভু নাই, তিনি এক, তাঁহার কেহ অংশী নাই এবং মোহাম্মদ (দঃ) তাঁহার উৎসৃষ্ট-প্রাণ-দাস এবং তদীয় রছুল।" হযরত — জিবরীল (আঃ) বলিলেন, এইরূপ করিলেই কি আমি মুছলিম হইব? রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, তুমি যখন ইহা করিলে তখন তুমি মুছলিম হইলে। জিবরীল (আঃ) পুনশ্চ বলিলেন, হে আল্লাহর রছুল (দঃ) ঈমান কি বস্তু, তাহাও আপনি ব্যাখ্যা—করুন। রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, ঈমানের তাৎপর্য এই যে, তুমি আল্লাহর প্রতি, শেষ দিবসের প্রতি, ফেরেশতাগণের প্রতি, কোরআনের প্রতি এবং নবী-গণের প্রতি ঈমান স্থাপন করিবে। †

الاسلام ان تسلم وجهك لله و تشهد ان لااله الا الله وحده لاشريك له وان محمدا عبده ورسوله - قال : اذا فعلت ذلك فانا مسلم ؟ قال : اذا فعلت ذلك فقد اسلمت ! قال جبريل عليه السلام يا رسول الله فحدثني ما الايمان ؟ قال : الايمان ان تؤمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين -

বুখারী ও মুছলিম আবদুল্লাহ বিনে উমরের বাচ-নিক রেওয়ায়ত করিয়াছেন, জনগণ যতক্ষণ সাক্ষ্যদান না করিবে যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য প্রভু নাই এবং মোহাম্মদ (দঃ) আল্লাহর রছুল, ততক্ষণ পর্যন্ত আমি তাহাদের সহিত সংগ্রাম করার জন্য আদিষ্ট—হইয়াছি। §

امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لااله الاالله و ان محمدا رسول الله -

(৮) ইমাম আহমদ, আবুদাউদ, তিরমিযী ও নছয়ী আনছ বিনে মালিকের প্রমুখাৎ রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে,— রছুলুল্লাহ (দঃ) বলি-য়াছেন, জনগণ যত-ক্ষণ পর্যন্ত একথার—সাক্ষ্য প্রদান না করিবে যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য প্রভু—নাই এবং মোহাম্মদ (দঃ) আল্লাহর রছুল ততক্ষণ পর্যন্ত আমি তাহাদের সহিত সং-গ্রাম করিবার জন্য আদিষ্ট হইয়াছি। নছয়ী ইহার উপর বর্ধিত করি-য়াছেন যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন—যখন জনগণ সাক্ষ্যদান করিল, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য প্রভু

امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لااله الا الله و ان محمدا رسول الله ! و زاد النسائي : فاذا شهدوا ان لااله الا الله و ان محمدا رسول الله و صلوا صلاتنا و استقبلوا قبلتنا و اكلوا ذبائحنا فقد حرمت علينا دماؤهم واموالهم الا بحقها -

* ফতহুর রব্বানী (১) ৬৩, মুছলিম (১) ২৬ পৃঃ আবুদাউদ (৩) ৩৬০, তিরমিযী (৩) ৩৫৩, নছয়ী (২) ২৬৩ পৃঃ।

† ফতহুর রব্বানী বলুগোল আমানী সহ (১) ৬৪ পৃঃ।

¶ ছহীহ্ বুখারী (১) ১০৮ পৃঃ।

† রব্বানী (১) ৬৪ পৃঃ।

§ বুখারী, ঈমান (১) ৭১ পৃঃ, মুছলিম (১) ৩৭ পৃঃ।

নাই আর মোহাম্মদ (দঃ) আল্লাহর রছুল আর আমাদের পরিগৃহীত পদ্ধতি অনুসারে তাহারা নমায আদা' করিল এবং আমাদের কিবলার দিকে তাহাদের মুখ স্থাপন করিল এবং আমাদের যবহ্ করা প্রাণী ভক্ষণ করিল তখনই তাহাদের রক্ত ও সম্পদ আইনসংগত কারণ ছাড়া হারাম হইয়া গেল। *

(৯) বুখারীও আনছ বিনে মালিকের বাচনিক এই হাদীছটি নিম্নভাষায় রেওয়ায়ত করিয়াছেন। রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, যে ব্যক্তি সাক্ষ্য দিল লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহো— ওয়া আন্না— মোহাম্মদার— রছুলুল্লাহ এবং আমাদের কিবলা অভিমুখী হইল এবং আমাদের 'যবিহা' ভক্ষণ করিল ও আমাদের পদ্ধতির নমায পাঠ করিল—সে তাহার রক্ত ও সম্পদ আমাদের জন্য হারাম করিয়া লইল, মুছলমানগণের যে অধিকার তাহারও সেই অধিকার, মুছলমানগণের যাহা করণীয় তাহার পক্ষেও তাহা করণীয়! †

من شهد ان لااله الا الله و ان محمدا رسول الله واستقبل قبلتنا واكل ذبيحتنا و صلى صلاتنا حرم علينا دمه وماله و له ما للمسلمين و عليه ما عليهم -

(১০) ইমাম আহমদ, বুখারী, মুছলিম, তিরমিযী, নছয়ী ও তবরানী আবদুল্লাহ বিনে উমরের বাচনিক রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, ইছলামকে পাঁচটি বস্তুর উপর প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে, (তন্মধ্যে) "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহো ওয়া আন্না মোহাম্মদার রছুলুল্লাহ" অন্যতম। ‡

بنى الاسلام على خمس : شهادة ان لااله الا الله و ان محمدا رسول الله !

(১১) বুখারী, মুছলিম, আবুদাউদ, তিরমিযী ও নছয়ী আবদুল্লাহ বিনে আব্বাছের বাচনিক বর্ণনা করিয়াছেন যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, আমি তোমাদিগকে চারিটি বিষয়ের আদেশ দিতেছি এবং চারিটি বিষয় নিষেধ করিতেছি। একক আল্লাহর প্রতি ঈমান স্থাপনের জন্য আমি তোমাদিগকে আদেশ দিতেছি। তোমরা কি জান আল্লাহর প্রতি ঈমানের তাৎপর্য কি? উহা হইতেছে এই কথার সাক্ষ্য যে,— আল্লাহ ব্যতীত কেহই উপাস্য প্রভু নাই আর মোহাম্মদ (দঃ) আল্লাহর রছুল এবং নমাযের প্রতিষ্ঠা ও যাকাত প্রদান এবং ধর্ম যুদ্ধে লব্ধ লুণ্ঠনের পঞ্চমাংশ দান। *

آمركم باربع وانهاكم عن اربع : آمركم بالايمان بالله وحده اتدرون ما الايمان بالله ؟ شهدة ان لااله الا الله و ان محمدا رسول الله واقام الصلوة وايتاء الزكوة وان تودوا خمس ما غنمتم !

(১২) বুখারী ও মুছলিম মুআয বিনে জবলের প্রমুখাৎ বর্ণনা দিয়াছেন যে, ইয়ামান প্রদেশে প্রেরণ করার প্রাক্কালে তাঁহাকে রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, তুমি গ্রন্থধারী একটি দলের নিকট গমন করিতেছ অতএব তুমি তাহাদিগকে এই কথার সাক্ষ্যদান করিবার জন্য আহ্বান করিবে যে, আল্লাহ ব্যতীত কেহ উপাস্য প্রভু নাই আর আমি আল্লাহর রছুল। †

انك ستاتى قوما من اهل الكتاب فادعهم الى شهادة ان لا اله الا الله و انى رسول الله -

(১৩) ইমাম আহমদ, বুখারী, মুছলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী, নছয়ী ও ইবনে মাজা আবদুল্লাহ বিনে আব্বাছের প্রমুখাৎ বর্ণনা দিয়াছেন যে, মুআয বিনে জবলকে ইয়ামানে প্রেরণ করার প্রাক্কালে— রছুলুল্লাহ (দঃ) তাঁহাকে বলিলেন, তুমি একটি গ্রন্থধারী সমাজের— নিকট গমন করিতেছ। তুমি যখন তাহাদের কাছে উপস্থিত হইবে তখন তাহাদিগকে— একথার সাক্ষ্য দান করিবার জন্য আহ্বান করিবে

انك ستاتى قوما من اهل كتاب فاذا جئتهم فادعهم الى ان يشهدوا ان لااله الا الله و ان محمدا رسول الله !

* রব্বানী (১) ৬৮ পৃঃ, আবুদাউদ (২) ৩৪৮ পৃঃ, তিরমিযী (৩) ৩৫২ পৃঃ, নছয়ী (২) ১৬০ পৃঃ।

† তলখীছুল হবীর, ৩৪০ পৃঃ।

‡ রব্বানী (১) ৭৮, বুখারী, (১) ৪৭, মুছলিম (১) ৩২, তিরমিযী (৩) ৩৫৩, কনযুল উম্মাল (১) ৭ পৃঃ।

* বুখারী (১) ১২৫, মুছলিম (১) ৩৩ ও ৩৫, আবুদাউদ (৪) ৩৫৩; তিরমিযী (৩) ৩৫৫, নছয়ী (২) ২৭১ পৃঃ।

† বুখারী (৩) ২০৭ পৃঃ; মুছলিম (১) ৩৬ পৃঃ।

যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য প্রভু নাই আর মোহাম্মদ (দঃ) আল্লাহর রছুল। †

(ক) ইমাম বুখারী অধ্যায় রচনা করিয়াছেন, 'ইছলাম ও নবুওতের স্বীকৃতির জন্য রছুলুল্লাহর (দঃ) আহ্বান।'

دعاء النبى صلى الله عليه وسلم الى الاسلام والنبوة -

(১৪) ইমাম আহমদ, মুছলিম ও তিরমিযী আবদুল মুত্তালিবের পুত্র হযরত আব্বাছের বাচনিক রেওয়ায়ত করিয়াছেন, তিনি রছুলুল্লাহকে (দঃ) বলিতে শুনিয়াছেন, যেব্যক্তি আল্লাহকে রব্ব গ্রহণ করিয়া আর ইছলাম ধর্ম বরণ— করিয়া আর মোহাম্মদ (দঃ) কে নবী রূপে প্রাপ্ত হইয়া পরিতুষ্ট হইল সে ব্যক্তি ঈমানের আস্বাদ— লাভ করিতে সমর্থ হইল। ‡

ذاق طعم الايمان من رضى بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا -

(১৫) ইমাম আহমদ, তিরমিযী, ইবনেমাজা ও হাকিম হযরত আলীর প্রমুখাৎ বর্ণনা দিয়াছেন যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, চারিটি বিষয়ের প্রতি ঈমান স্থাপন না করা পর্যন্ত কোন ব্যক্তি মুমিন হইবেনা, যতক্ষণ না সে একথার সাক্ষ্য দিবে যে, আল্লাহ ব্যতীত কেহ উপাস্য প্রভু নাই আর আমি আল্লাহর রছুল, আমাকে আল্লাহ সত্য সহকারে প্রেরণ করিয়াছেন এবং মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের প্রতি বিশ্বাস না করিবে এবং তকদীরের প্রতি ঈমান স্থাপন না করিবে।

لا يؤمن العبد حتى يؤمن باربع حتى يشهد ان لااله الا الله و انى رسول الله بعثنى بالحق ويؤمن بالبعث بعد الموت و يؤمن بالقدر -

ইমাম হাকিম এই হাদীছটিকে বুখারী ও— মুছলিমের শর্ত অনুসারে বিশুদ্ধ বলিয়াছেন আর হাফিয যহবী তাঁহার এই দাবী মানিয়া লইয়াছেন। *

(১৬) ইবনে আছাকির হযরত আলী বিনে আবি তালিবের প্রমুখাৎ রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, চারিটি বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করা পর্যন্ত কোন মানুষ ঈমানের আস্বাদ লাভ করিতে পারেনা সেগুলি হইতেছে,— লা-ইলাহা— ইল্লাল্লাহর প্রতি বিশ্বাস এবং আমি আল্লাহর রছুল, আল্লাহ আমাকে সত্য সহকারে প্রেরণ করিয়াছেন ইহা মান্য করা এবং তাহার মৃত্যু হইবে কিন্তু মৃত্যুর পর সে পুনরুত্থিত হইবে এবং তকদীরের উপর পূর্ণভাবে আস্থা স্থাপন করা। †

اربع لم يجد رجل طعم الايمان حتى يؤمن بان : ان لااله الا الله و انى رسول الله بعثنى بالحق وانه ميت ثم مبعوث من بعد الموت و يؤمن بالقدر كله !

(১৭) ইবনে আছাকির আবু ছঈদ খুদরীর প্রমুখাৎ বর্ণনা দিয়াছেন যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) আদেশ করিয়াছেন, চারিটি বিষয় যাহার মধ্যে রহিয়াছে, সে ব্যক্তি মুমিন কিন্তু যে ব্যক্তি তন্মধ্যে তিনটি প্রকাশ্য ভাবে গ্রহণ করিয়াছে আর একটিকে গোপন করিয়াছে সে ব্যক্তি কাফির। যথা:— লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ এবং আমি আল্লাহর রছুল একথার সাক্ষ্যদান করা এবং মৃত্যুর পর সে পুনরুত্থিত হইবে একথা মানিয়া— লওয়া এবং শুভ ও অশুভ তকদীরের প্রতি ঈমান স্থাপন করা। †

اربع من كن فيه فهو مؤمن و من جاء بثلاث و كتم واحدة فهو كافر : شهادة ان لااله الا الله و انى رسول الله و انه مبعوث من بعد الموت و الايمان بالقدر خيره و شره -

(১৮) বুখারী উবাদা বিনুছ্ছামিতের প্রমুখাৎ রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি সাক্ষ্যদান

من شهد ان لااله الا الله

রব্বানী (৩) ৮১, বুখারী (৩) ২৮২, মুছলিম (১) ৩৭; আবু-দাউদ (২) ১৬; বলুগোল আমানী (১) ৮ পৃঃ, বুখারী (৬) ৭৮ পৃঃ।

রব্বানী (১) ৮৩ পৃঃ, মুছলিম (১) ৪৭; তিরমিযী (৩) ৩৬১ পৃঃ

রব্বানী (১) ৮০, পৃঃ, মুছ্তদরক তলবীছ সহ (১) ৩২; বলুগোল আমানী (১) ৮০ পৃঃ।

কন্য (১) ৭ পৃঃ।

করিল যে, আল্লাহ— ব্যতীত কেহ উপাস্য প্রভু নাই এবং তিনি এক এবং কেহ তাঁহার শরীক নাই এবং— মোহাম্মদ (দঃ) তাঁহার উৎসৃষ্ট-প্রাণ দাস এবং তাঁহার রছুল আর

وحده لا شريك له و ان محمدا عبده و رسوله و ان عيسى عبدالله و رسوله و كلمة القاها الى مريم و روح منه والجنة حق والنار حق ادخله الله الجنة على ما كان من العمل -

ঈছা আল্লাহর দাস এবং রছুল এবং আল্লাহর আদেশ যাহা হযরত মরয়মের উপর নিক্ষেপ করা হইয়াছিল এবং আল্লাহর প্রদত্ত শক্তিস্বরূপ এবং বেহেশত সত্য আর দুযখও সত্য—তাহার যেরূপ আচরণই হউক, আল্লাহ তাহাকে বেহেশ্‌তে প্রবেশ করাইবেন। *

(১৯) মুছলিম উল্লিখিত উবাদার বাচনিক রছুলুল্লাহর (দঃ) এই উক্তি উধৃত করিয়াছেন, যে-ব্যক্তি বলিল—আমি সাক্ষ্য প্রদান করিতেছি যে, একক আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নাই— আর মোহাম্মদ (দঃ) তাঁহার দাস এবং রছুল আর ঈছা— আল্লাহর দাস এবং তাঁহার দাসীর পুত্র, তিনি আল্লাহর আদেশ যাহা মরয়মকে অর্পিত হইয়াছিল এবং তিনি আল্লাহ প্রদত্ত শক্তিস্বরূপ এবং বেহেশ্‌ত সত্য আর দুযখও সত্য—তাহাকে বেহেশতের আটটি দ্বারের মধ্যে যেকোন দ্বার দিয়া সে ইচ্ছা করিবে, আল্লাহ তাহাকে উহাতে প্রবেশ করাইবেন। §

من قال اشهد ان لا اله الا الله وحده و ان محمدا عبده و رسوله و ان عيسى عبدالله و ابن امته و كلمته القاها الى مريم و روح منه و ان الجنة حق و ان النار حق ادخله الله من اى ابواب الجنة الثمانية شاء -

(২০) মুছলিম আবু হোরায়রার বাচনিক ইহাও রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, "আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য প্রভু নাই আর আমি আল্লাহর রছুল।" এই দুইটি বাক্যের প্রতি যে বান্দা কখনও সন্দিহান হয় নাই, আল্লাহ তাহাকে বেহেশত ব্যতীত অন্য কোন স্থানে নিক্ষেপ করিবেননা। †

اشهد ان لا اله الا الله و انى رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما الا دخل الجنة -

(২১) মুছলিম আবু হোরায়রার বাচনিক— রছুলুল্লাহর (দঃ) এই উক্তিও উধৃত করিয়াছেন যে, "আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য প্রভু নাই— এবং আমি আল্লাহর রছুল"— এই দুইটি বাক্যের সন্দেহমুক্ত সাক্ষ্য দ্বারা কোন বান্দা বেহেশতের অন্তরালে কদাচ নিক্ষিপ্ত হইবেনা। ‡

اشهد ان لا اله الا الله و انى رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيحجب عن الجنة -

(২২) ইমাম আহমদ স্বীয় মুছনদে আর তবরাণী তদীয় মজমে কবীর ও আওছতে আবু উমরা আনছারীর বাচনিক বর্ণনা দিয়াছেন যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন—যে বান্দা বলিবে, "আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কেহ উপাস্য প্রভু নাই আরো আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, মোহাম্মদ (দঃ) আল্লাহর রছুল" এই কথার উপর আস্থাশীল বান্দাকে আল্লাহ কিয়ামতের দিবসে নরকের অন্তরালে স্থাপন না করা পর্যন্ত পরিহার করিবেননা। §

اشهد ان لا اله الا الله و اشهد انى رسول الله لا يلقى الله عبد مومن بهما الا حجبته عن النار يوم القيامة -

(২৩) মুছলিম উবাদা বিন্‌ছ্‌ছামিতের বাচনিক রেওয়ায়ত করিয়াছেন, তিনি বলিলেন, আমি রছুলুল্লাহ (দঃ) কে বলিতে— শুনিয়াছি, যে ব্যক্তি একথার সাক্ষ্য দান করিবে যে, "আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য প্রভু নাই আর মোহাম্মদ (দঃ) আল্লাহর রছুল", আল্লাহ তাহার জন্য নরকাগ্নিকে হারাম করিয়া দিবেন। ¶

من شهد ان لا اله الا الله و ان محمدا رسول الله حرم الله عليه النار -

* বুখারী (৬) ৩৪২ পৃঃ।
§ মুছলিম (১) ৪৩ পৃঃ।
† মুছলিম (১) ৪২ পৃঃ।
‡ ঐ ৪৩ পৃঃ।
§ মওয়ায়েদ (১) ২০ পৃঃ।
¶ মুছলিম (১) ৪৩ পৃঃ।

(২৪) ইমাম আহমদ স্বীয় মুছনদে ও তবরাণী কবীর ও আওছতে আছছুদুছী (অর্থাৎ ইবনুল খছাছিয়ার) প্রমুখাৎ বর্ণনা দিয়াছেন যে, তিনি বলিলেন, আমি রছুলুল্লাহর (দঃ) নিকট দীক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্যে আগমন করিলাম। তিনি আমার জন্য এই সাক্ষ্যদান শর্ত করিলেন যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য প্রভু নাই আর মোহাম্মদ (দঃ) আল্লাহর দাস এবং তদীয় রছুল।

اتيت رسول الله صلى الله عليه و سلم لا بايعه : فاشترط على شهادة ان لا اله الا الله و ان محمدا عبده و رسوله –

হায়ছমী বলিয়াছেন, ইমাম আহমদের ছনদের পুরুষগণ সকলেই বিশ্বস্ত। *

(২৫) তবরাণী আবুদ্দরদার বাচনিক রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, পথের আলোক স্তম্ভের ন্যায় ইছলামেরও স্তম্ভ রহিয়াছে, উহার মস্তক এবং মূল হইতেছে এই কথার সাক্ষ্যদান করা যে, আল্লাহ ব্যতীত কেহ উপাস্য প্রভু নাই আর মোহাম্মদ (দঃ) তাঁহার উৎসৃষ্ট-প্রাণ দাস এবং তদীয় রছুল।" †

ان الاسلام منار كمنار الطريق و راسه و جماعه شهادة ان لا اله الا الله و ان محمدا عبده و رسوله .

(২৬) ইমাম আহমদ, আবুদাউদ, নছয়ী, বযযার ও তবরাণী তদীয় আওছতে শরীদ বিনে ছুওয়ায়দ ছকফীর প্রমুখাৎ বর্ণনা দিয়াছেন যে, তাঁহার মাতা তাঁহাকে একজন মুছলিম ক্রীতদাসীকে মুক্ত করার জন্য ওছীয়ৎ করিয়াছিলেন। তিনি রছুলুল্লাহর (দঃ) নিকট গমন করিয়া নিবেদন করিলেন যে, আমার নিকট নিউবিয়ার একটি কৃষ্ণাংগী ক্রীতদাসী রহিয়াছে, আমি কি তাহাকে আমার জননীর ওছীয়ৎসূত্রে মুক্ত করিতে পারি? হযরত (দঃ) বলিলেন, উহাকে আমার নিকট উপস্থিত কর। শরীদ বলেন যে, আমি উক্ত ক্রীতদাসীকে আহ্বান করিলাম, সে যখন উপস্থিত হইল তখন রছুলুল্লাহ (দঃ) তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার রব্ব কে? দাসী বলিল, আল্লাহ! হযরত (দঃ) পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি কে? দাসীটি বলিল, আপনি আল্লাহর রছুল। হযরত (দঃ) বলিলেন, ইহাকে মুক্তিদান কর, কারণ এ মুমিনা। *

فقال : ائت بها ! فدعوتها فجاءت فقال لها : من ربك ؟ قالت : الله ! قال : من انا ؟ فقالت : رسول الله ! فقال : اعتقها فانها مؤمنة –

(২৭) ইমাম মালিক ও ইমাম আহমদ আবদুল্লাহর পুত্র উবায়দুল্লাহর প্রমুখাৎ জনৈক আনছারীর উক্তি বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি জনৈকা কৃষ্ণাংগী ক্রীতদাসী সমভিব্যহারে আগমন করিয়া বলিলেন, হে আল্লাহর রছুল (দঃ), আমাকে একটি মুমিনা ক্রীতদাসী মুক্ত করিতে হইবে, আপনি যদি এই দাসীটিকে মুমিনা বিবেচনা করেন, তাহাহইলে আমি ইহাকে মুক্তিদান করিব। রছুলুল্লাহ (দঃ) দাসীটিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি একথার সাক্ষ্য প্রদান কর যে, আমি আল্লাহর রছুল? দাসীটি বলিল, জী হাঁ! হযরত (দঃ) পুনশ্চ বলিলেন, তুমি কি মৃত্যুর পর পুনরুত্থানকে বিশ্বাস কর? দাসীটি বলিল, জী হাঁ। হযরত (দঃ) আদেশ দিলেন, ইহাকে মুক্তিদান কর।

اتشهدين انى رسول الله ؟ قالت نعم ! قال : اتؤمنين بالبعث بعد الموت ؟ قالت : نعم ! قال اعتقها !

হাফিয হয়ছমী বলিয়াছেন, ছনদের পুরুষগণ সকলেই বুখারীর পুরুষ। †

(২৮) ইমাম আহমদ ও বযযার এবং তবরাণী স্বীয় আওছতে আবু হোরায়রার বাচনিক বর্ণনা দিয়াছেন যে, জনৈক ব্যক্তি আরবদেশের বহির্ভূত একজন কৃষ্ণাংগী বালিকা সমভিব্যহারে রছুলুল্লাহর (দঃ), নিকট আগমন করিয়া বলিল, হে আল্লাহর রছুল (দঃ), আমাকে একজন মুমিনা দাসী

* রব্বানী (১) ৮০ পৃঃ।
† কনয (১) ৭ পৃঃ।

* রব্বানী [১] ৭৭ পৃঃ।
† ঐ [১] ৭৮ পৃঃ; যওয়ায়েদ [১] ২৩ পৃঃ।

মুক্ত করিতে হইবে। রছুলুল্লাহ (দঃ) দাসীটিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আল্লাহ কোথায়? সে তর্জনীর সাহায্যে তাহার মস্তকোপরি আকাশের দিকে ইংগিত করিল। হযরত (দঃ) পুনশ্চ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি কে? দাসীটি তাহার তর্জনীর সাহায্যে রছুলুল্লাহ (দঃ) এবং আকাশের দিকে ইংগিত করিল।

فقال لها رسول الله صلے الله عـليه و سلم ايـن الله ؟ فاشارت بـراسها الى السماء باصـبـعـها السبابة فقال لها رسول الله صلے الله عليه و سلم : من انـا ؟ فـاشارت باصبعها الى رسول الله صلے الله عليه و سلم والى السماء ! اى انت رسول الله ! فـقال : اعتقها !

যেন সে বলিল, আপনি আল্লাহর রছুল (দঃ)। হযরত (দঃ) আদেশ দিলেন, ইহাকে মুক্তিদান কর। তবরাণীর ভাষায় রছুলুল্লাহ (দঃ) দাসীটীকে বলিয়াছিলেন তোমার রব্ব কে? দাসীটি মস্তকের সাহায্যে আকাশের দিকে ইংগিত করিয়া বলিল, আল্লাহ!

من ربـك ؟ فـاشارت بـراسـها الى السـماء فقالت : الله !

হয়ছমী সাক্ষ্য দিয়াছেন যে, ছনদের পুরুষগণ সকলেই বিশ্বস্ত। *

(২৯) ইমাম আহমদ ও মুছলিম আবু হোরায়রার প্রমুখাৎ রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, মোহাম্মদের (দঃ) প্রাণ যাহার হস্তে রহিয়াছে তাঁহার শপথ! এই উম্মতের ইয়াহুদী ও খৃষ্টানগণের যে কেহ আমার কথা শ্রবণ করা সত্ত্বেও আমি যে নবুওত সহকারে প্রেরিত হইয়াছি তাহার উপর ঈমান স্থাপন করিবেনা, সে নিশ্চয় নারকীদের অন্তর্ভুক্ত হইবে। †

والذى نفس محمد بيده لايسمع بى احد من هـذه الامة يـهودى ولا نصرانى ومات (و عند مسلم : ثم يموت) و لم يؤمن بالذى ارسلت به الا كان من اصـحاب النار –

(৩০) ইমাম আহমদ এই হাদীছটী আবুমুছা আশ্‌আরীর বাচনিকও রেওয়ায়ত করিয়াছেন, কিন্তু উহাতে "সে নারকী হইবে" বাক্যের পরিবর্তে "সে বেহেশ্‌তে প্রবেশ করিবেনা" বাক্যটী সন্নিবেশিত হইয়াছে।

আল্লামা ছাআতী বলেন যে, এই হাদীছের ছনদের পুরুষগণ বুখারী ও মুছলিমের পুরুষ। ‡

(৩১) ইমাম আহমদ ও দারকুত্‌নী রবাহ বিনে আবদুররহমানের শ্রুতি হইতে রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, তাঁহার পিতামহী তদীয় পিতার প্রমুখাৎ শ্রবণ করিয়াছেন যে, আমি রছুলুল্লাহকে (দঃ) বলিতে শুনিয়াছি, তিনি আদেশ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি আমার প্রতি ঈমান স্থাপন করে নাই, সে আল্লাহর প্রতিও ঈমান আনে নাই।

لا يؤمن بالله من لا يؤمن بى –

ইমাম আবুবক্‌র বিনে আবি শয়বা বলেন যে, আমরা প্রমাণ পাইয়াছি রছুলুল্লাহ (দঃ) একথা বলিয়াছেন। §

ফলকথা, আমরা কোরআন ও ছুন্নাহর বলিষ্ঠ প্রমাণ-প্রয়োগের সাহায্যে সংশয়াতীতভাবে প্রমাণিত করিয়াছি যে, আল্লাহর রছুল ছৈয়েদুল-মুর্‌ছালীন মোহাম্মদ মুছ্‌তফা আলায়হিছ্‌ছালাতো ওয়াত্‌তছলীমকে বিশ্বাস না করা পর্যন্ত কোন ব্যক্তি মুছ্‌লিম পর্যায়ভুক্ত হইতে পারেনা এবং যাহারা তাঁহার নবুওত ও রিছালতের প্রতি ঈমান স্থাপন করেনাই, তাহারা কাফির ও বিধর্মী।

রছুলুল্লাহ (দঃ) কে বিশ্বাস করার যে তাৎপর্য, তাহার বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে ইহাও প্রতিপন্ন করা হইয়াছে যে,—নূহ, ইব্‌রাহীম, মূছা ও ঈছা আলায়হিমুছ্‌ছালামের মত রছুলুল্লাহ (দঃ) কে শুধু একজন রছুল বলিয়া সাধারণ ভাবে স্বীকার করিয়া লইলেই তাঁহার নবুওত মান্যকরা হইলনা, তাঁহাকে রিছালতের যে

* যওয়ায়েদ [১] ২৩ ও ২৪ পৃঃ।

† রব্বানী [১] ১০১ পৃঃ; মুছলিম [১] ৮৬ পৃঃ।

‡ রব্বানী ১০১ পৃঃ।

§ রব্বানী [১] ১০২ পৃঃ; তলখীছুলহবীর [১] ২৭ পৃঃ।

দোযখের শাস্তি

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

ডক্টর মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ

ولا اخاف ما تشركون به الا ان يشاء ربى شيئا – وسع ربى كل شئ علما – افلا تتذكرون –

(১) অর্থাৎ—তোমরা যাহা তাঁহার সহিত শরীক কর, আমি (ইব্রাহীম) তাহা ভয় করি না, কিন্তু যদি আমার প্রতিপালক প্রভু চাহেন। আমার প্রতিপালক প্রভু সকল পদার্থকে জ্ঞানযোগে বেষ্টন করিয়া আছেন ! তোমরা কি উপদেশ লইবে না ? (সূরা ঃ আন্'আম, ৮১ আয়ত। ইহার বক্তা হয্রত ইব্রাহীম 'আলয় হিস্সালাম)।

(২) হয্রত শু'আয়ব 'আলায় হিস্ সালামের উক্তিতে বলা হইয়াছে—

وما يكون لنا ان نعود فيها الا ان يشاء الله ربنا – وسع ربنا كل شئ علما –

অর্থাৎ এবং আমাদের পক্ষে উপযুক্ত নয় যে আমরা তাহাতে (পৌত্তলিকতায়) ফিরিয়া যাই, কিন্তু যদি আমাদের প্রতিপালক প্রভু চাহেন। আমাদের প্রতিপালক প্রভু সকল পদার্থকে জ্ঞানযোগে বেষ্টন করিয়া আছেন। সূরা ঃ আ'রাফ, ৮৯ আয়ত।

سنقرئك فلا تنسى – الا ما شاء الله –

(৩) অর্থাৎ আমি (আল্লাহ) তোমাকে পড়াইব ; অনন্তর তুমি (মুহম্মদ) তাহা ভুলিবে না, কিন্তু যাহা আল্লাহ চাহেন (সূরা ঃ আ'লা, আয়ত ৬,৭)।

সূরা আন'আমে যে দোযখবাসের অনন্ত স্থায়িত্বের ব্যতিক্রম করা হয় নাই, তাহার অকাট্য প্রমাণ এই যে সূরা ঃ হূদে (আয়ত ১০৭, ১০৮) দোযখবাস ও বেহেশ্ত-বাস উভয় সম্বন্ধেই الا ما شاء ربك বলা হইয়াছে। আমি ইহা আমার প্রথম প্রবন্ধে আলোচনা করিয়াছি। সূরা ঃ আন্'আমের উক্ত আয়তের টীকায় মৌলানা শাহ আবদুল কাদির সাহেব বলেন—

یه جو فرمایا" مگر جب چاهے الله"
اس واسطے که دوزخ کا عذاب دائم هے تو اسی
کے چاهنے سے هے – وه جب چاهے موقوف کرنے
پر قادر هے – لیکن ایک چیز چاه چکا اور
اسکی خبر پیغمبروں کی زبانی دی جا چکی
وه اب ٹل نهیں سکتی –

(৬২ পৃষ্ঠার পর)

বিশিষ্টরূপ প্রদত্ত হইয়াছে, তদনুসারে তাঁহার প্রতি ঈমান স্থাপন করাই হইতেছে 'মোহাম্মদুর্রছুলুল্লাহ' মন্ত্রের স্বীকারোক্তির প্রকৃত তাৎপর্য। রছুলুল্লাহর (দঃ) নবুওতের অন্যতম বৈশিষ্ট সম্পর্কে আমরা প্রমাণিত করিয়াছি যে, তাঁহার রিছালৎ কোন ভৌগলিক, রাষ্ট্রীক বা বর্ণ, ভাষা ও গোত্রগত সাম্প্রদায়িকতার গণ্ডিতে আবদ্ধ নয়, তাঁহার নবুওত সার্বভৌম এবং সর্বমানবীয়। তাঁহার রিছালতের প্রতি বিশ্বস্ত থাকার শপথ গ্রহণ না করা পর্যন্ত ভূমণ্ডলের কোন অধিবাসী, কোন রাষ্ট্রের নাগরিক এবং গোত্র ও সমাজ 'মিল্লাতে মুছ্লিমা' অর্থাৎ মুছ্লিম জাতীয়তার অন্তর্ভুক্ত বিবেচিত হইবেনা – সে যত বড় বিশ্ব-প্রেমিক, বিশ্ব-কবি, সাহিত্যরথী, মহাদার্শনিক, অপ্রতিদ্বন্দ্বী কুটনীতিবিশারদ এবং শক্তিমান রাষ্ট্রাধিপ হউক না কেন! মোহাম্মদ রছুলুল্লাহ (দঃ)কে যেব্যক্তি স্বীয় রছুলরূপে বরণ করিয়া লয় নাই, সে কাফির ও বিধর্মী, ইছলামের সহিত কোন দিক দিয়াই তাহার কিছুমাত্র সম্পর্ক নাই !

محمد عربی کابروئے هر دو سراست
کسیکه خاک درش نیست خاک بر سر او ! *

[নবুওতে-মোহাম্মদী হইতে সংকলিত।]

* মোহাম্মদ আরাবী [দঃ] ইহলোক এবং পরলোকের জন্য মানব জাতির আবরু। যে তাঁহার দুয়ারে মাটি হয় নাই তাহার মুখে ছাই।

অর্থাৎ এই যে তিনি বলিলেন, "কিন্তু যখন আল্লাহ চাহেন", তাহা এইজন্য যে দোযখের শাস্তি যে চিরস্থায়ী, তাহা তাঁহার ইচ্ছার কারণে। তিনি যখন চাহেন শেষ করিতে সক্ষম। কিন্তু তিনি একটি ইচ্ছা করিয়াছেন এবং তাঁহার খবর পয়গম্বরগণের জবানী দেওয়া হইয়াছে, এখন তাহা নড়চড় হইতে পারে না।

তাঁহার 'দুখের অবিনশ্বরত্ব' প্রবন্ধ হইতে বুঝিতেছি যে তিনি মনে করেন যে দোযখ একসময়ে "বিনাশপ্রাপ্ত হইবে এবং উহার শাস্তি প্রশমিত হইবে।" তিনি এসম্বন্ধে কুর্আন মজীদ হইতে কোন দলীল উপস্থিত করিতে পারেন নাই, কেবল কয়েকটি হদীস ও কওল (উক্তি) উদ্ধৃত করিয়াছেন। এক্ষণে আমি সেগুলির সমালোচনা করিব।

১। তাবারাণী আবু উমামার সনদে হদীস বর্ণনা করিয়াছেন যে, এমন একদিন আসিবে যেদিন দোযখ গাছের শুক্না পাতার ন্যায় হইয়া যাইবে এবং দরজা খুলিয়া পড়িবে। তাবারাণীর পুস্তক সম্বন্ধে মৌলানা শাহ 'আবদুল আযীয বলিয়াছেন—

محققین اہل حدیث گفته اند کہ درین
منکرات بسیار ہست۔

"হদীস শাস্ত্রবিশারদগণ বলিয়াছেন যে তাহাতে অনেক অবিশ্বাস্য কথা আছে।

২। ইব্নুল মুন্যির এবং 'আব্দ ইব্ন হুময়দ হসন বস্রীর মাধ্যমে হয্রত 'উমরের (রঃ) উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন যে, 'আলিজের মরুভূমির বালুকাকণার সংখ্যার ন্যায় বহুকাল ধরিয়া যদি দোযখীরা দোযখে বাস করে, তবু এমন একদিন আসিবে, যখন তাহারা তাহা হইতে বাহির হইবে।

হসন বসরী হয্রত 'উমরের সমকালীন নহেন। সুতরাং তাঁহার উক্তি অপ্রামাণিক।

৩। ইস্হাক রাহ্ওয়ে হয্রত আবু হুরয়রার (রঃ) উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন যে, দোযখে একদিন আসিবে, যেদিন তথায় কেহই অবশিষ্ট থাকিবেনা।

ইহা হদীস নহে; সাহাবার উক্তি। কুর্আন ও সহী হদীসের বিপরীত কোনও উক্তি গ্রাহ্য নহে। অধিকন্তু ইহার প্রামাণিকতার কোনও পরিচয় নাই।

৪। ইব্নুল মুন্যির হয্রত ইব্ন মস্'উদের (রঃ) উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন যে নিশ্চয়ই দোযখে এমন এক সময় আসিবে, যখন তাহার দরজাগুলি খড় খড় শব্দ করিবে।

ইহা হদীস নহে; সাহাবার উক্তি। পূর্বোক্ত মন্তব্য এখানে প্রযোজ্য।

৫। ইব্নুল্ কাইয়েম হয্রত 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন 'আমর ইব্নিল্ 'আসের (রঃ) উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন যে, এমন একদিন আসিবে যে দোযখের সমস্ত দরজা খুলিয়া ফেলা হইবে এবং তথায় একটি প্রাণীও বাস করিবেনা।

পূর্বোক্ত মন্তব্য এখানে প্রযোজ্য।

৬। শা'বী (রহঃ) বলেন যে, বেহেশ্তের তুলনায় দোযখ শীঘ্র নির্মিত এবং শীঘ্র ধ্বংস হইবে।

ইহা তাবা'ঈর উক্তি।

পূর্বোক্ত মন্তব্য এখানে প্রযোজ্য। এই ছয়টি উক্তির ইসনাদ মৌলানা সাহেব উদ্ধৃত করেন নাই। সুতরাং আমরা তাহা বিচার করিতে অক্ষম।

মৌলানা আন্ওআর শাহ মরহূম ফয়যুল্ বারীতে লিখিয়াছেন—

وما نقلوا فيه عن عمر و ابن مسعود و
ابى هريرة فلعل اصله فى حق العصاة وما يلوح
منه من كونه فى حق الكفار۔

অর্থাৎ যাহা হযরত 'উমর, ইব্ন মস'উদ আবু হুরয়রাঃ হইতে বর্ণিত হইয়াছে তাহা সম্ভবতঃ প্রকৃত প্রস্তাবে পাপিগণ সম্বন্ধে, তাহা কাফেরদের সম্বন্ধে প্রযোজ্য নয়।

দেখা গেল যে জনাব সম্পাদক সাহেব দোযখের নশ্বরত্ব সম্বন্ধে যে ছয়টি প্রমাণ উপস্থিত করিয়াছেন, তাহার কোনটি নির্ভরযোগ্য নহে। আমি পূর্বে কুর্আন মজীদ হইতে দেখাইয়াছি দোযখী কাফের মুশরিকগণ দোযখে অনন্তকালস্থায়ী হইবে। এখন তর্কস্থলে স্বীকার করা যাউক যে, দোযখ একদিন ধ্বংস হইবে। কিন্তু তখন ঐ সকল কাফের মুশরিকগণের তিনটি অবস্থার কোনটি হওয়া ভিন্ন চতুর্থ অবস্থা আমরা কল্পনা করিতে পারিনা। (১) তাহারা দোযখ হইতে মুক্ত হইয়া বেহেশ্তে প্রবেশ করিবে। (২) তাহারা মৃত হইবে বা তাহাদের 'আযাব মওকুফ হইবে। (৩) তাহারা পুনরায় পৃথিবীতে আসিবে (যেমন হিন্দুগণ বিশ্বাস করেন)। আমি এখন দেখাইতে

চেষ্টা করিব যে, কুরআন মজীদ ও সহীহ্ হদীস অনুযায়ী ইহার কোনটিই দোযখী কাফের মুশরিকগণের ভাগ্যে ঘটিবে না। সুতরাং তাহাদিগকে দোযখে থাকিতে হইবে। কাজেই দোযখ অনন্তকাল থাকিবে।

১। দোযখী কাফের মুশরিকগণ দোযখ হইতে মুক্ত হইয়া বেহেশ্‌তে প্রবেশ করিবে কিনা, এ সম্বন্ধে কুরআন মজীদের উক্তি (সূরাঃ আ'রাফ, আয়ত ৪০) পূর্বে উদ্ধৃত করিয়াছি। এখানে আর একটি আয়ত উদ্ধৃত করিতেছি।

انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار - وما للظالمين من انصار -

"যে কেহ আল্লাহর শরীক করে, নিশ্চয় আল্লাহ্ তাহার জন্য বেহেশ্‌ত হারাম করেন আর তাহার ঠিকানা হয় আগুন। আর অত্যাচারীদের জন্য কোনও সাহায্যকারী নাই। (সূরাঃ মাইদাঃ ৭২ আয়ত)

আমি আমার "দোযখের শাস্তি" প্রবন্ধে মুসলিম শরীফের আবু সঈদ খুদরী বর্ণিত একটি হদীস উদ্ধৃত করিয়া মন্তব্য করিয়াছিলাম যে মুমিনগণ যাহারা তওহীদ বাক্য উচ্চারণ ভিন্ন অন্য কোনও সৎকার্য করে নাই, আল্লাহ তা'আলা অবশেষে তাহাদিগকে আপন বিশেষ রহমতে বেহেশ্‌তে লইয়া যাইবেন। এই হদীস বুখারী শরীফেও আছে। জনাব সম্পাদক সাহেব কাফের মুশরিকগণকেও এই অবশিষ্ট মুক্তিপ্রাপ্তদের অন্তর্গত মনে করিয়াছেন। আমি আমার মতের সপক্ষে অন্যান্য হদীস উদ্ধৃত করিতেছি।

মুসলিম শরীফের পূর্বোক্ত হদীসের فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط (অনন্তর তাহা হইতে এমন এক দলকে বাহির করিবেন যাহারা কিছুমাত্র ভাল কাজ করে নাই), এই বাক্যের পর আছে

قد عادوا حمما فيلقيهم في نهر في افواه الجنة يقال له نهر الحيوان فيخرجون كما تخرج الحبة في حميل السيل -

অর্থাৎ তাহারা পুড়িয়া কয়লা হইয়া গিয়াছিল। অনন্তর তাহাদিগকে বেহেশ্‌তের দরজার নিকট একটি নদীতে ফেলা হইবে যাহাকে জীবন-নদী বলা হয়। অনন্তর তাহারা তাহা হইতে বাহির হইবে যেমন স্রোতের জঞ্জালস্তূপ হইতে বীজ অঙ্কুরিত হয়।

এই অবশিষ্ট মুক্তিপ্রাপ্তগণ যে তওহীদ বাক্য-উচ্চারণকারী পাপী মুমিনগণ তাহা নিম্ন উদ্ধৃত হদীসগুলি হইতে সুস্পষ্ট হইবে। (১) বুখারী ও মুসলিম শরীফে হয্‌রত আবু সঈদ খুদরী (রঃ) হইতে হদীস বর্ণিত হইয়াছে যাহার শেষ অংশে আছে—

من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من ايمان فاخرجوه فيخرجون قد امتحشوا وعادوا حمما فيلقون في نهر الحيوان فينبتون كما ينبت الحبة في حميل السيل -

অর্থাৎ যাহার হৃদয়ে সরিষার দানা পরিমাণ ঈমান আছে, তাহাকে বাহির কর। অনন্তর তাহাদিগকে বাহির করা হইবে। তাহারা পূর্বে জ্বলিয়া পুড়িয়া কয়লা হইয়া গিয়াছিল। অনন্তর তাহাদিগকে জীবন-নদীতে ফেলা হইবে। তাহার পর তাহারা নির্গত হইবে, যেমন স্রোতের জঞ্জাল হইতে দানা নির্গত হয়।

(২) বুখারী ও মুসলিম শরীফে হয্‌রত আনসের (রঃ) বর্ণিত শফা'অত সম্বন্ধে একটি হদীসের শেষাংশে আছে—

فاقول يارب ائذن لي فيمن قال لا اله الا الله قال ليس ذالك لك ولكن و عزتي وجلالي وكبريائي و عظمتي لا خرجن منها من قال لا اله الا الله -

অর্থাৎ অনন্তর আমি (রসূলুল্লাহ) বলিব, হে আমার প্রতিপালক প্রভু, যাহারা "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ" বাক্য বলিয়াছে, তাহাদের সম্বন্ধে আমাকে অনুমতি দিন। তিনি (আল্লাহ) বলিবেন, ইহা তোমার জন্য নয়। কিন্তু আমার সম্মান, গৌরব, মহত্ত্ব ও মহিমার শপথ, নিশ্চয় আমি তাহাদিগকে দোযখ হইতে বাহির করিব, যাহারা বলিয়াছিল, "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ।"

(৩) উক্ত পুস্তকদ্বয়ে হয্‌রত আনসের (রঃ) বর্ণিত আর একটি শফা'অত বিষয়ক হদীসের শেষাংশে আছে—

ما يبقى في النار الا من قد حبسه القرآن اى وجب عليه الخلود -

অর্থাৎ দোযখে কেহ অবশিষ্ট থাকিবে না সে ব্যতীত যাহাকে পূর্বেও কুরআন আবদ্ধ করিয়াছে অর্থাৎ যাহার সম্বন্ধে চিরস্থায়িত্ব অবশ্য কর্তব্য হইয়াছে।

(৩) মসনদ আবু হনীফাঃ (রহঃ) পুস্তকে হযরত হুযয়ফাঃ (রঃ) হইতে হদীস বর্ণিত হইয়াছে—

ان رسول الله صلعم قال يخرج الله تعالى من الموحدين من النار بعد ما امتحشو فصاروا فحما فيدخلهم الله تعالى الجنة فيستغيثون الى الله تعالى مما تسميهم اهل الجنة الجهنميين فيذهب الله تعالى عنهم ذالك -

অর্থাৎ রসুলুল্লাহ (দঃ) বলেন যে মুওহহিদ (একত্ববাদী) গণ দোযখে জ্বলিয়া পুড়িয়া কয়লা হইয়া গেলে পরে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে বেহেশ্‌তে প্রবেশ করাইবেন। অনন্তর বেহেশ্‌তবাসিগণ তাহাদিগকে জাহান্নামী নাম দেওয়ায় তাহারা আল্লাহ তা'আলার নিকট ইহা হইতে মুক্তি চাহিবে। অনন্তর আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের হইতে তাহা দূর করিবেন।

(৫) উক্ত পুস্তকে জাবির ইবন 'আব্‌দিল্লাহ (রঃ) হইতে হদীস বর্ণিত হইয়াছে—

انه قال يخرج الله من النار من اهل الايمان بشفاعة محمد صلعم قال يزيد فقلت ان الله تعالى يقول وما هم بخارجين منها قال جابر اقراء ما قبلها ان الذين كفروا انها هي في الكفار -

অর্থাৎ এই যে তিনি (রসুলুল্লাহ) বলিয়াছেন আল্লাহ তা'আলা ঈমানদারদিগকে মুহম্মদের (দঃ) শাফা'অতের দরুণ দোযখ হইতে বাহির করিবেন। য়যীদ (ইবন সুহয়ব) বলেন আমি বলিলাম, নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "তাহারা তাহা (দোযখ) হইতে বাহির হইতে পারিবেনা।" জাবর বলিলেন, ইহার পূর্বে যাহা আছে পড় "নিশ্চয় যাহারা কাফির— হইয়াছে।" নিশ্চয় ইহা কাফিরদিগের সম্বন্ধে।

দ্রষ্টব্য। এখানে কুরআন মজীদের সূরাঃ মাইদার ৩৬, ৩৭ আয়তের উল্লেখ হইয়াছে। তাহার অনুবাদ—"নিশ্চয় যাহারা কাফের হইয়াছে, যদি তাহাদের জন্য যাহা কিছু পৃথিবীতে আছে এবং তাহার সহিত তাহার সদৃশও হয় যেন তাহার বদলে কেয়ামতের দিনের শাস্তি হইতে রেহাই পায়, তবু তাহা তাহাদের হইতে কবুল করা হইবে না। আর তাহাদের জন্য আছে কষ্টদায়ক শাস্তি। তাহারা (দোযখের) আগুন হইতে বাহির হইতে চাহিবে। কিন্তু তাহারা তাহা হইতে বাহির হইতে পারিবে না আর তাহাদের জন্য থাকিবে স্থায়ী শাস্তি।"

আমরা উপরে কুরআন ও হদীস হইতে যে প্রমাণ উপস্থাপিত করিয়াছি, তাহা হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে যে, দোযখী কাফির মুশরিকগণ কখনও দোযখ হইতে মুক্ত হইয়া বেহেশ্‌তে প্রবেশ করিতে পারিবেনা।

(আগামী বারে সমাপ্য)

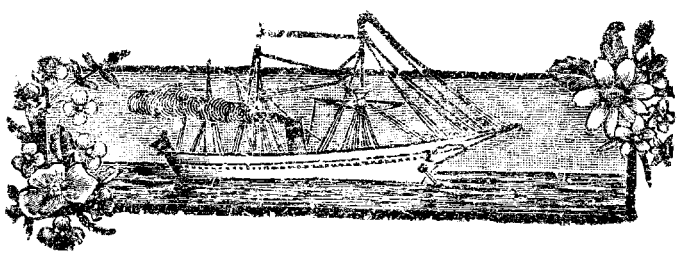

হে মোর পতাকা

কাজী গোলাম আহ্‌মদ

পাকিস্তানের হেলালী-ঝাণ্ডা তোমারে সামনে ধ'রি
অর্ধোনগ্ন ক্ষুধাতুর দেহে অতীতের স্মৃতি স্মরি····।

সেদিন আরব, ইরাক, তাতার, মিশর, ভারত জুড়ে
দেখেছিনু তব উড্ডীন শির মিনারের চূড়ে চূড়ে ।
জগজ্জয়ী সমর-বিজয়ী মুস্‌লিম তোমা নিয়ে
জিনেছে হেলায় মহা-শত্রুরে তক্‌বীর ধ্বনি দিয়ে।
'খায়বার' 'ওহোদ' 'ক্রুসেড' হইতে 'হল্‌দি' ও 'পাণিপথ'
তোমারে উড়ায়ে ফিরিয়াছে সদা মোদের বিজয়-রথ।

মনে পড়ে আজ····তব স্রষ্টা গমের পুঁটুলী ব'য়ে
শত্রু-শিবিরে মহানন্দে নিয়ে গেছে নির্ভয়ে।
খলিফা ওমর ফিরিয়াছে সদা তালিমারা জামা পরি'
নীরব নিশীথে ঘুরেছে কুটীরে মানেনি মিত্র-অরি।
মরুপথে হেরি' খলিফা আমার ভৃত্য উঠায়ে উটে
লাগাম ধরিয়া চলিয়াছে নিজে
পেশানিতে জ্যোতি ফুটে।
দেখিয়াছি আরো কাজীর ভয়েতে
বাদশাহ্ মরেছে কাঁপি'—
আমার আইনে পাপ করি' কেহ
পায়নিকো কভু ফাঁকি।
আমার এ আইন মানুষের নহে, আল্লার হাতে গড়া
পিতার হস্তে প্রিয়পুত্র প্রাণ দিলো খেয়ে কোড়া।

এই তো সেদিন বাদশা সেলিম হত্যার দাদ্ নিতে
আপন বক্ষ দিয়াছে পাতিয়া হর্ষান্বিত চিতে।
বেগমের হাত পুড়েছে তবু 'নাসির' রাখেনি বাঁদী—
'অধিকার' নাই রাজকোষে তাঁর—
বেগম ফিরেছে কাঁদি।
কোরাণ টুকিয়া, টুপি বানাইয়া বাদ্‌শা জোগাল ভাত
একদিন তরে প্রজার অর্থে দেয়নিকো তবু হাত।
বাদ্‌শা-ফকিরে গলাগলি করি ফিরিয়াছে চিরদিন
অনাহারে কেহ মরেনিকো কভু দেখেনিকো দুখ-চিন্।

* * *

পিতা-পিতামহের পথ ছাড়ি' যবে
বাদ্‌শা'রা এলো নামি'
বিলাসের স্রোতে ঢেলে দিলে গা'—
তব ধ্বনি গেল থামি'।
পরাজিত হোলো সবখানে সে—হারালো তা'র আসন
আপন বিলাসে বিনাশ করিল জাতির পরাণ-ধন।
দেখিয়াছি ঠাঁই কোনখানে নাই প্রবাসে অথবা ঘরে—
শাসিতের দ্বারে শাসক সেদিনের
অনাহারে প'ড়ে মরে।

* * *

দুশো বছরের অনুতাপানলে দগ্ধ হোয়েছে হিয়া
টলিয়াছে তবে খোদার আসন,
তাই বুঝি তোমা' নিয়া
ফেরেশ্‌তারা ফের ধরার ধূলায়
ফেলে' দিলো ধরি' ছুঁড়ে—
তাই বুঝি দেখি তব মোলাকাত মিনারের চূড়ে চূড়ে।

পত্ পত্ রবে হে মোর পতাকা
বাতাসে খেলাও দেখি—
চন্দ্র-তারকা-খচিত নিশানা নিশাণের গান লেখি।
ঠকিয়া শিখেছি এবার বন্ধু ছাড়িব না তোমা কভু—
শির দেব শত সত্যের পথে—আমামা দেবনা তবু।

পথের ইঙ্গিত

—আতাউল হক

আমাদের দেশের প্রায় অধিকাংশ নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি, শিক্ষক, শিক্ষার্থী, চাকুরীজীবী, পণ্যজীবী এবং মূর্খ জনসাধারণ স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে ইছলাম-নির্দেশিত পথ ছেড়ে অন্য পথে চল্‌ছেন এবং নাম মাত্র মুছলমান রূপে জীবন ধারণ করছেন। তাঁদের বেশ-ভূষায়, স্বভাব-চরিত্রে, চিন্তাধারায় এবং দৈনন্দিন কাজ-কর্মে ইছলামী আদর্শের সুস্পষ্ট ছাপ পরিদৃষ্ট হয় না। বিশ্বপতি আল্লাহতা'লা ও মানব কুল-শিরোমণি রছুলের (দঃ) শিক্ষার প্রতি এবং নূর-নবীর (দঃ) জীবনাদর্শের প্রতি তাঁরা বেদনাদায়ক ভাবে উদাসীন। আমাদের আধুনিক শিক্ষিত সমাজ—ইউরোপীয় সভ্যতাকেই জীবন গঠনের এক মাত্র উপাদান মনে ক'রে থাকেন! এ কথা সত্য যে, তাঁরা ইছলামী শিক্ষা ও সভ্যতার সঙ্গে সুপরিচিত নন; তাই তাঁরা নিঃসঙ্কোচে নিজেদের অতুল ধন-ভাণ্ডারের দ্বারে তালা লাগিয়ে পরের দুয়ারে লোলুপ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন! এই আত্মবিস্মৃতি এবং অনুকরণবৃত্তি আমাদের ভাল করেছে কি মন্দ করেছে, সে বিচার বাদ দিয়েও এতে যে আমাদের আত্মসম্মানের লাঘব হচ্ছে, তা' বলাই বাহুল্য।

এই মনোভাব কোন জাতির পক্ষেই মঙ্গলজনক নয়। নিজের ঘরে যে বাস করতে চায় না এবং পরের সৌধে বাস ক'রে যে পৃথিবীর নিকট আপনার শ্রেষ্ঠত্ব জাহির করতে ইচ্ছা করে, সে সূক্ষ্ম বিচারে সকলের নিকট অন্তসারশূন্য, ঘৃণ্য ও নিকৃষ্টতম জীব বলেই বিবেচিত হ'য়ে থাকে। এই জঘন্য মনোবৃত্তির জন্যে তার নিজস্ব সৌন্দর্য্যরাশী—তা' যত নয়নাভিরামই হো'ক না কেন সভ্য জগতে অপ্রিয় ও অশ্রদ্ধেয় হ'য়ে যায়। আজ আমাদের অবস্থাও হয়েছে তাই। ইউরোপীয় সভ্যতার অনুকরণ করতে গিয়ে আমরা ইছলামী সভ্যতাকে জগতের কাছে ম্লান ক'রে ফেলি নি কি? আমরা যদি আমাদের ইছলামী শিক্ষা, সাধনা, কৃষ্টি, ঐতিহ্য ও সভ্যতাকে অসীম আগ্রহে, অপূর্ব নৈপুণ্যে এবং একনিষ্ঠ সাধনায় মূর্ত্তিমান ক'রে জগতের সামনে তু'লে ধরতে পারতাম, তা'হলে নিশ্চয়ই আজ নিখিল বিশ্ব সেই মূর্ত্তির সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ ও অভিভূত না হয়ে পারত না! আমরা বিলেতী সভ্যতার মোহে আজ দিশেহারা হ'য়ে পড়েছি; অথচ এক দিন ইছলামী সভ্যতার হৃদয়গ্রাহী ও প্রাণবন্ত রূপ দেখে পাশ্চাত্যের নিষ্প্রভ-জড়িত চোখ বিস্ফারিত হ'য়ে উঠেছিল।

আমাদের এই হীনমন্যতা চারিত্রিক দুর্বলতার লক্ষণ চারিত্রিক বলিষ্ঠতা ব্যতিরেকে কোন জাতিই জীবনের কোন ক্ষেত্রে জয়ী হতে পারে না। আমরা আমাদের ব্যক্তিগত এবং সামাজিক জীবনকে ইছলামী জীবনাদর্শে গ'ড়ে তুল্‌বার জন্যে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত করেছি। কিন্তু আমাদের সে উদ্দেশ্য কি সফল হয়েছে? পাকিস্তানের বিগত ৮ বছরের ইতিহাস আমাদের ব্যর্থতারই সাক্ষ্য প্রদান করছে। এই সুদীর্ঘ আট বছরের ইতিহাস যে বিফলতা বহন করছে, তা পাকিস্তানবাসীর চারিত্রিক দুর্বলতার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম!

কিন্তু এই মারাত্মক ব্যাধি থেকে অব্যাহতি লাভের জন্যেও ত আমরা তেমন কিছু করছি না! যে ছাত্র সমাজ দেশের ভবিষ্যৎ আশা ভরসাস্থল, তাদের জন্যে আমরা কী করছি? তাদের অধিকাংশ ত আজও বিভ্রান্তের পথে পরিচালিত হচ্ছে! ইছলামী সৌন্দর্য্যের ভাণ্ডার আজও তাদের নিকট উন্মুক্ত নয়; ইছলামী সভ্যতার রম্য গুলিস্তান তাদের নিকট আজও যে কৃষ্ণ যবনিকার অন্তরালে অবস্থিত, সে-অন্ধ-যবনিকা এখনও তাদের সামনে উত্তোলিত হয়নি! সুতরাং তারা "যে তিমিরে সেই তিমিরেই" অবস্থিত। আজও দেখি, আমাদের ছাত্র-সমাজ ইছলামী শিক্ষা ও সভ্যতাকে পশ্চাতে ফেলে পাশ্চাত্য

হাদীছের গুরুত্ব ও প্রামাণিকতা

মোহাম্মদ আবদুর রহমান

[ইদানীং বিভিন্ন মহল থেকে খোলাখুলি অথবা সূক্ষ্মভাবে হাদীছের বিরুদ্ধে—উহার রাবীদের (বর্ণনাকারী) বিশ্বস্ততা সম্বন্ধে, হাদীছ সংগ্রহ-পদ্ধতির কাল্পনিক ত্রুটীবিচ্যুতি সম্পর্কে, প্রাথমিক যুগে উহা পুরাপুরি লিপিবদ্ধ অথবা সংগৃহীত না-হওয়ার নানাবিধ কারণ আবিষ্কারে এবং রছুলুল্লাহর (দঃ) জীবনের সমস্ত খুঁটিনাটি সর্ব যুগে ও সর্ব দেশে হুবহু অনুসরণের অযৌক্তিকতা সম্বন্ধে ইংরাজী এবং উর্দু পত্রিকা সমূহে হাদীছ বিদ্বেষীদের আলোচনা খুব জোরদার হয়ে উঠেছে। হাদীছ সমর্থক ও ছুন্নাহ-ভক্তের দল তার যথোপযুক্ত উত্তর দানের চেষ্টা করছেন। তবে এই প্রচেষ্টা প্রধানতঃ পশ্চিম পাকিস্তানেই সীমাবদ্ধ। বাঙলায় ছুন্নাহর বিরুদ্ধবাদী দলের হাদীছবিরোধী আলোচনা না হয়েছে এমন নয়, কিন্তু বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ছুন্নাহর গুরুত্ব ও হাদীছের প্রামাণিকতা সম্বন্ধে বাঙলায় বিশেষ কোন আলোচনা হয় নি। এই প্রয়োজনীয় মুহূর্তে অষ্ট্রীয়ার খ্যাতনামা নওমুছলিম মোহাম্মদ আছাদ (Leopold Weiss) এর বহুবিখ্যাত পুস্তক Islam At The Cross Road পুস্তক থেকে Hadith and Sunnah শীর্ষক মূল্যবান প্রবন্ধটির অনুবাদ নিম্নে প্রকাশিত হ'ল—অনুবাদক।]

ইছলামের রুগ্ন-দেহটির সুস্থতার জন্য অতীতে বহু সংস্কার প্রস্তাব উপস্থাপিত হয়েছে এবং বহু আধ্যাত্মিক চিকিৎসক তাদের নিজস্ব পেটেন্ট ঔষধ ব্যবস্থাদানের চেষ্টা করেছেন। কিন্তু এ পর্যন্ত সমস্তই পণ্ডশ্রম বলে প্রমাণিত হয়েছে। কারণ ঐ সব বুদ্ধিমান চিকিৎসকগণ—বিশেষ ক'রে যাদের কথা আজকের দুনয়া কিছুটা মনোযোগের সঙ্গে শুনছে তারা— সর্বক্ষেত্রেই তাদের ঔষধের সঙ্গে সেই সব পুষ্টিকর উপাদান এবং বলকারক স্বাভাবিক খাদ্যের ব্যবস্থা করতে ভুলে যান যার উপর আজিকার এই রুগ্ন দেহটির প্রাথমিক নিটোল স্বাস্থ্য ও কান্তিপূর্ণ গড়ন নির্ভর করেছিল। তার এই খাদ্যই একমাত্র পথ্য যা ইছলামের দেহ সুস্থ্য অথবা রুগ্ন অবস্থায় যথার্থ ভাবে গ্রহণ এবং সুনিশ্চিতরূপে হজম করতে সক্ষম। সেটা আর কিছুই নয়,—আমাদের প্রিয় নবী মোহাম্মদ মোস্তফার (দঃ) ছুন্নাহ। এই ছুন্নাহই একমাত্র উপায় যার সাহায্যে আমরা তের-শতাধিক বর্ষের মুছলিম উত্থান ও প্রগতির কারণ অনুধাবন করতে পারি। আজ কেন ঐ একই উপায়ের সাহায্যে আমরা এ যুগের মুছলিম অধঃপতনের কারণ নির্ণয় করতে সক্ষম হ'ব না?

ছুন্নাহর অনুসরণ আর ইছলামী সত্ত্বা ও মুছলিম প্রগতি সমার্থবোধক কথা। ছুন্নাহর প্রতি অবহেলার অর্থই ইছলামের পতন অথবা উহার বল-নিঃসরণ। ছুন্নাহই ইছলাম রূপ গৃহের লৌহ কাঠাম। কোন অট্টালিকার—লৌহ কাঠামগুলোকে তুমি সরিয়ে ফেলার পর যদি সে

(৬৮ পৃষ্ঠার পর)

শিক্ষা-সভ্যতাকে সাগ্রহে গ্রহণ ও অনুকরণ করছে! ইছলামী আদর্শ-বঞ্চিত এই তরুণ-তরুণীদের নিকট থেকে জাতির আদর্শগত সাফল্য সম্বন্ধে আমরা কী-ই বা আশা করতে পারি?

পাশ্চাত্য সভ্যতা যে পুরাপুরিই খারাপ ও বর্জনীয় এমন কথা আমি বলছি না। আমি বলতে চাই, আমাদের নিজস্ব শিক্ষা ও সভ্যতা চির সুন্দর এবং তা' জগতকে সুষ্ঠু ও সুন্দররূপে গ'ড়ে তুলবার সম্পূর্ণ উপযোগী; তবু আমরা সেই সোণার শিক্ষা ও সভ্যতাকে মনে-প্রাণে গ্রহণ করছি না কেন আর সেই শিক্ষা সভ্যতাকে অনুকরণীয় আদর্শরূপে জগতের সামনে তুলে ধরার জন্যে সচেষ্ট হচ্ছি না কেন?

কেহ কেহ বলেন জাতির সত্যকার জাগরণের জন্য প্রয়োজন উপস্থিত ক্ষেত্রে আমাদের মাঝে এক চরিত্রবান, নিষ্কলঙ্ক এবং প্রভাবশীল ও ক্ষমতাসম্পন্ন নেতার। দেশ ও জাতির বর্তমান পরিস্থিতিতে দেশের প্রয়োজন এমন একজন নেতার, যাঁর সোণার কাঠির স্পর্শে আমাদের মোহ-তন্দ্রার অবসান ঘটবে চিরতরে, অব্যর্থ ভাবে।

আমি বলি, শুধু যোগ্য নেতার বলিষ্ঠ নেতৃত্ব পতিত সমাজের ব্যক্তিগত চারিত্রিক দুর্বলতা অপসারণে অব্যর্থ ঔষধরূপে পরিগণিত হ'তে পারে না; চরিত্রগঠন ব্যক্তিগত সাধনার উপর নির্ভরশীল। মোয়াজ্জিনের আজান ধ্বনিতে ঘুম ভাঙে অনেকের, কিন্তু নামাযের জন্য মছজিদের দিকে এগিয়ে আসে তারাই যারা নামাজের প্রতি আগ্রহশীল। নামাজ প্রতিষ্ঠিত করতে হয়—যার নামাজ তাকেই।

প্রাসাদ তাসের ঘরের ন্যায় ধ্বসে পড়ে, তা হলে কি তুমি বিস্মিত হবে?

এই সহজ সত্যটি ইছলামী ইতিহাসের বিগত যুগসমূহে প্রায় সর্বসম্মতিক্রমেই সমস্ত জ্ঞানবান ব্যক্তি ও পণ্ডিত মণ্ডলী কর্তৃক স্বীকৃত হয়ে আসছে, কিন্তু আমরা বেশ ভাল ভাবেই জানি যে, এ ধ্রুব সত্যটি অধুনা খুবই অপ্রিয় হয়ে উঠেছে। এর কারণ যে পাশ্চাত্য সভ্যতার ক্রমবর্ধমান প্রভাবের সঙ্গেই সংযুক্ত তা কারও অবিদিত নয়। কিন্তু সত্য চিরকালই সত্য এবং প্রকৃত প্রস্তাবে এই শাশ্বত একমাত্র সত্যই আমাদের বর্তমান অধোঃগতির লজ্জা এবং অব্যবস্থার দুর্গতি থেকে রক্ষা করতে সক্ষম।

'ছুন্নাহ' শব্দটি এখানে তার ব্যাপক অর্থে (অর্থাৎ রছুলুল্লাহ (দঃ) তাঁর কার্যে এবং কথায় আমাদের জন্য যে আদর্শ স্থাপন এবং দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন) ব্যবহৃত হয়েছে। তাঁর বিস্ময়কর জীবন কোরআন মজীদের জ্বলন্ত প্রতীক এবং সুন্দরতম ব্যাখ্যা। যার মাধ্যমে আমরা কালামে-ওহী প্রাপ্ত হয়েছি তাঁর সনিষ্ঠ অনুসরণ ব্যতিরেকে আমরা অন্য কোন উপায়ে পবিত্র গ্রন্থের প্রতি যথার্থ সম্মান প্রদর্শন করতে পারিনা। অন্যান্য ধর্মীয় বিধানের সঙ্গে ইছলামের বড় পার্থক্য আর জগতের নিকট তার অন্যতম শ্রেষ্ঠ অবদান এইযে, ইছলাম মানবজীবনের নৈতিক এবং বস্তুতান্ত্রিক দিক সমূহের ভিতর পরিপূর্ণ সামঞ্জস্য স্থাপন করেছে। ইছলামের প্রাথমিক যুগে সর্বত্রই তার বিজয় সাফল্যের মূলীভূত কারণ এখানেই মিলবে। ইছলাম মানবজাতির নিকট এই অপূর্ব পয়গাম পৌছে দিয়েছে যে, পারলৌকিক জীবনে স্বর্গলাভের জন্য পার্থিব জীবনকে ঘৃণার চক্ষে দেখার প্রয়োজন নেই। ইছলামের এই সুমহান বৈশিষ্ট্য থেকেই বুঝতে পারা যাবে আমাদের রছুল (দঃ) কেন আল্লাহর মনোনীত মানবতার শিক্ষাগুরু ও দীক্ষাদাতার পবিত্র ভূমিকায় মানবজীবনের আধ্যাত্মিক ও পার্থিব উভয় দিকেই এত গভীরভাবে দৃষ্টি নিবদ্ধ ও মনোযোগ প্রদান করেছিলেন। সুতরাং নিঃসন্দেহে বলা চলে মহানবীর (দঃ) আধ্যাত্মিক ও আরাধনা-উপাসনা মূলক নির্দেশ আর আমাদের সমাজ ও দৈনন্দিন জীবনের সহিত সম্পৃক্ত আদেশ উপদেশগুলোর ভিতর যারা পার্থক্যের সীমারেখা টানতে চান তারা ইছলামকে গভীর ভাবে তলিয়ে দেখার এবং আন্তরিক ভাবে বুঝবার চেষ্টা করেন নাই। রছুলুল্লাহর (দঃ) প্রথমোক্ত নির্দেশগুলোই শুধু আমরা পালন করতে বাধ্য, শেষোক্তগুলোর প্রতিপালন আমাদের জন্য অপরিহার্য নয়—এরূপ ধারণা যেমন অন্তঃসারশূন্য ও মূলগতভাবে অনৈসলামিক, ঠিক এধারণাও অনুরূপভাবে ভিত্তিহীন ও ইছলাম বিরোধী যে, কোরআন মজীদের কতিপয় ব্যাপক নির্দেশের লক্ষ্য ছিল একমাত্র তদানীন্তন জাহেল আরব সমাজ! বিংশ শতাব্দীর সুরুচি-সম্পন্ন সুসভ্য ভদ্রসমাজ সে সবের আওতা বহির্ভূত! বলাবাহুল্য, মোহাম্মদ মোস্তফার (দঃ) নবীজীবনের বিশ্বজনীন ভূমিকা সম্পর্কে এক অদ্ভুত নিচু ধেয়ালই এর মূলীভূত কারণ।

একজন সত্যিকারের মুছলমানের জীবনকে যেমন ভাবে তার অধ্যাত্ম ও বস্তুগত সত্তার মধ্যে এক পরিপূর্ণ ও শর্তবিহীন সহযোগিতার ভিত্তিতে পরিচালিত করতে হবে তেমনিভাবে আমাদের মহানবীর নেতৃত্বকেও নৈতিক বিধান ও দৈনন্দিন কার্যকলাপ, ব্যষ্টি ও সমষ্টি জীবনের সর্বক্ষেত্রে এক অখণ্ড ও সার্বভৌম সত্তারূপে স্বীকার করে নিতে হবে। ইহাই ছুন্নাহর যথার্থ ও গভীরতম তাৎপর্য।

কোরআন মজীদে বজ্রনির্ঘোষে ধ্বনিত হয়েছে ঃ

وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا —

এবং রছুল (দঃ) যা তোমাদেরকে প্রদান (আদেশ) করেন, তা গ্রহণ (প্রতিপালন) কর এবং যা নিষেধ করেন, তার থেকে বিরত থাক।

আর রছুলুল্লাহ (দঃ) বলেছেন,

تفرقت اليهود على احد و سبعين فرقة و تفرقت النصارى على اثنين و سبعين فرقة و ستفترق امتى على ثلاث و سبعين فرقة —

ইয়াহুদীরা ৭১ ফিরকায় আর খৃষ্টানরা ৭২ ফিরকায় বিভক্ত হয়েছিল এবং আমার উম্মত ৭৩ ফিরকায় বিভক্ত হবে। —আবু দাউদ, তিরমিযি, দারিমি, মুছনদে ইবনে হাম্বল। এ প্রসংগে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, আরাবী সাহিত্যের ব্যবহারে ৭০ সংখ্যাটি অনেক সময় 'বহু'র অর্থ ব্যবহৃত হয়ে থাকে, সর্বদা অপরিহার্যরূপে নির্দিষ্ট গাণিতিক সংখ্যাকে বুঝায় না। সুতরাং রছুলুল্লাহ (দঃ) উপরোল্লিখিত উক্তি দ্বারা স্পষ্টতই বুঝাতে চেয়েছিলেন যে, মুছলমানগণ বহু দলে বিভক্ত হয়ে পড়বে—এত বেশী যে

তা ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের বিভক্ত দলের সংখ্যাকে অতিক্রম করবে। তারপর তিনি বললেন, كل هم فى النار الا واحدة তাদের সকলেই দোযখে প্রবেশ করবে একটি দল ব্যতীত। যখন ছাহাবাগণ কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হলেন, কোন দলটি সত্যপথের উপর দণ্ডায়মান থাকবে তখন তার উত্তরে নবী (দঃ) বললেন, ما انا واصحابى আমি আর আমার ছাহাবাগণের পথে যারা চলবে। বিষয়টি কোরআন মজীদের কয়েকটি আয়াতে সন্দেহাতীতরূপে স্পষ্টীভূত হয়ে উঠেছে।

فلا و ربك لايؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لايجدوا فى انفسهم حرجا مما قضيت و يسلموا تسليما -

কিন্তু না, তোমার প্রভুর শপথ, তারা কিছুতেই মোমেন হতে পারেনা যে পর্যন্ত যেবিষয়ে তারা পরস্পরের মধ্যে বিবাদরত সে বিষয়ে তোমাকে [হে মোহাম্মদ, (দঃ)] বিচারক মান্য না করে। অতঃপর তুমি যে সিদ্ধান্ত প্রকাশ করে দাও, তাতে অন্তরে আপত্তি অনুভব না করে এবং পুর্ণ প্রত্যয়ের সঙ্গে উহাকে কবুল করে।—ছুরাঃ, নেছাঃ ৬৫ আয়ত।

পুনঃ—

قل ان كنتم تحبون الله فاتبعونى يحببكم الله ويغفرلكم ذنوبكم والله غفور الرحيم - قل اطيعوا الله والرسول فان تولوا فان الله لا يحب الكافرين -

[হে রছুল (দঃ)] বল, যদি তোমরা আল্লাহকে (সত্যকার ভাবে) ভালবাস, তাহলে আমাকে অনুসরণ কর ঃ আল্লাহ তোমাদেরকে ভালবাসবেন এবং তিনি তোমাদের গোনাহগুলোকে মাফ করে দেবেন। বস্তুতঃ আল্লাহ সদা মার্জনাকারী, অত্যন্ত দানশীল। বল, আল্লাহকে এবং আর রসুলকে (তাদের আদেশ) মান্য কর। কিন্তু যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় (তাহলে জেনে রাখ), নিশ্চয় আল্লাহ অবিশ্বাসীদিগকে ভালবাসেন না। ছুরাঃ আলে-ইমরান, ৩১ ও ৩২ আয়ত।

সুতরাং বুঝা যাচ্ছে রছুলুল্লাহর ছুন্নত—তাঁর নির্দেশিত ও অনুসৃত পথ—কোরআনের পরই অনুসরণেয়। এই ছুন্নাহই সামাজিক আচরণ ও ব্যক্তিগত কার্যকলাপের ইছলামীবিধানের দ্বিতীয় উৎস। প্রকৃত প্রস্তাবে ছুন্নাহই কোরআনী শিক্ষার একমাত্র গ্রহণযোগ্য ভাষ্য, কোরআনের ব্যাখ্যা এবং বাস্তব জীবনে উহার প্রয়োগ সম্পর্কীয় সমস্ত বিতণ্ডা ও মতভেদ বিদূরণের একমাত্র উপায়। কোরআন শরীফের বহু আয়াত রূপক এবং ব্যাপক অর্থ সাপেক্ষ। ব্যাখ্যার একটা সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণ না করলে কোরআনের বিভিন্নরূপ অর্থ করা যেতে পারবে। এতদ্ভিন্ন বাস্তব জীবনে এমন বহু সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় যার সমাধানের স্পষ্ট নির্দেশ কোরআন মজীদে মিলবে না। পবিত্র গ্রন্থের সর্বত্র অবশ্য এক সুনির্দিষ্ট নীতি সমভাবে বিরাজমান রয়েছে কিন্তু তার থেকে প্রত্যেক ব্যাপারে আমাদের গ্রহণ ও অনুসরণযোগ্য বাস্তব ও কার্যকরী দৃষ্টিভঙ্গী স্থির করে নেওয়া খুব সহজসাধ্য ব্যাপার নহে।

আমরা একথা যদি অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করি যে, এই পবিত্র গ্রন্থ আল্লাহর কালাম, এর ভাষাগত বর্ণনা নিখুঁত এবং অর্থগত লক্ষ্য সন্দেহের অতীত, তা হলে যুক্তিসঙ্গতভাবে আমাদের স্বীকার না করে উপায় নেই যে, যার উপর উক্ত গ্রন্থ অবতীর্ণ হয়েছিল তিনি যে ভাবে এর অর্থ উপলব্ধি করেছিলেন এবং প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্তের ভিতর দিয়ে যে আকারে তা রূপায়িত করে গিয়েছেন সেটা ডিঙ্গিয়ে আমরা অন্য অর্থ আবিষ্কার করতে পারিনা। কোরআন মজীদের এমন নিয়মবিগর্হিত ব্যবহার কস্মিনকালে তার প্রেরক আল্লাহর অভিপ্রেত ছিলনা। কথায় এবং কার্যে কোরআনের ব্যাখ্যা স্বরূপ রছুলুল্লাহর ব্যক্তিগত নির্দেশ ও আচরণের অপর নামই ছুন্নাহ। কোরআনকে অনাদিকালের জন্য রছুলুল্লাহর (দঃ) উদ্দীপনাময় এবং প্রত্যক্ষ ব্যক্তিত্বের সঙ্গে সংযোজিত রাখা হয়েছে কেন, তার প্রকৃত কারণ আমরা পরে পরিষ্কারভাবে ব্যক্ত করার চেষ্টা করব। আপাততঃ একথা সহজ বুদ্ধিতেই বুঝা যেতে পারে যে, যার মাধ্যমে আল্লাহর ওহী মানবতার উদ্দেশ্যে অবতীর্ণ হয়েছে তার চাইতে কোরআনী শিক্ষার শ্রেষ্ঠতর ব্যাখ্যাতা আর কেও হতে পারেনা।

অধুনা আমরা একটা নতুন কথা প্রায়ই শুনতে

পাচ্ছি। সেটা এই যে, "আমরা কোরআনের দিকে ফিরে যাব কিন্তু ছুন্নাহর অন্ধ অনুসারী হবনা।" এই স্লোগানের ভিতর ইছলাম-অজ্ঞতা সুপ্রকট। যারা একথা উচ্চারণ করে থাকে, তাদের উপমা দেওয়া যেতে পারে এমন ব্যক্তির সঙ্গে যে একটা প্রাসাদে প্রবেশ করতে ইচ্ছুক কিন্তু সেই প্রাসাদের দ্বার উন্মুক্ত করার জন্য সে সঠিক চাবি ব্যবহারে নারায।

এখন রছুলুল্লাহর (দঃ) দৃষ্টান্ত এবং তাঁর উক্তি গুলো আমরা যে উৎস থেকে পাচ্ছি তার বিশ্বস্ততার গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের আলোচনার চেষ্টা করব। এ উৎস হচ্ছে হাদীছ—রছুলুল্লাহর (দঃ) কথা এবং কার্যের বর্ণনা যা তাঁর ছাহাবীগণ পরবর্তীদের নিকট প্রদান করেছেন এবং ইছলামের প্রথম কয়েক শতাব্দীতে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার-বিবেচনার পর গ্রন্থাকারে সংগৃহীত হয়েছে। আজকাল বহু আধুনিক শিক্ষাভিমানী মুছলমান—প্রচার করে থাকেন যে, তাঁরা রছুলুল্লাহর ছুন্নাহর অনুসরণ করতে প্রস্তুত কিন্তু তাঁদের ধারণা এই যে, যে হাদীছগুলোর উপর এই ছুন্নাহর ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত তা তাদের নিকট অবিশ্বাস্য। অধুনা নীতিগত ভাবে হাদীছের প্রামাণিকতা তথা ছুন্নাহর সমস্ত কাঠামটিকেই অবিশ্বাস্য বলে উড়িয়ে দেওয়া একটা রীতিমত ফ্যাশনে দাঁড়িয়ে গেছে। এ মনোভাবের বিজ্ঞান সম্মত সুনিশ্চিত কোন কারণ বিদ্যমান আছে কি? ইছলামী আইনের অন্যতম উৎসস্বরূপ হাদীছ শাস্ত্রকে এভাবে বর্জনের বৈজ্ঞানিক ওযর কি?

সুখের বিষয়—এই মারাত্মক নব মনোভাবের পরিপোষক দলের নিকট এমন কোন প্রত্যয়মূলক যুক্তি নেই যা রছুলুল্লাহর দঃ) নামে কথিত হাদীছ-গুলোর অপ্রামাণিকতার সপক্ষে তারা পেশ করতে পারে। সামগ্রিকভাবে সমস্ত হাদীছ শাস্ত্রের বিশ্বস্ত-তার বিরুদ্ধে আদাজল খেয়ে লেগেও প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সমালোচকের দল এপর্যন্ত তাদের খাঁটি ভাবাবেগমূলক আলোচনাকে বৈজ্ঞানিক গবেষণাপ্রসূত ফলের দ্বারা সমর্থিত করতে পারে নাই। কার্যতঃ তাদের অপচেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য। কারণ হাদীছ শাস্ত্রের সঙ্কলকগণ এবং বিশেষ করে ইমাম বুখারী ও ইমাম মুছলিম প্রতিটি হাদীছের বিশ্বস্ততা বিশুদ্ধ-তম কষ্টিপাথরে যাচাইএর উদ্দেশ্যে মানবীয় প্রচেষ্টায় যা সম্ভব সবই ক'রে নিঃশেষ করেছিলেন। ঐতি-হাসিক বিবরণের সত্যতা পরীক্ষার জন্য আধুনিক ইউরোপীয় ঐতিহাসিকগণ যা করে থাকেন তার চাইতেও বহুগুণ কঠোর পরীক্ষার আশ্রয় তারা গ্রহণ করেছিলেন।

হাদীছের বিশ্বস্ততা প্রমাণের জন্য প্রাথমিক হাদীছ-সঙ্কলকগণ যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন এ প্রবন্ধে তার বিস্তৃত বিবরণ দানের একান্তই স্থানা-ভাব। আমাদের উদ্দেশ্যের জন্য এটুকু বলাই যথেষ্ট হবে যে, বিজ্ঞানের এক নতুন শাখাই এ জন্য উদ্ভাবিত হয়েছিল যার একমাত্র লক্ষ্য ছিল রছুলুল্লাহর (দঃ) হাদীছের ছনদ, হাদীছের মতন এবং হাদীছের প্রকৃত অর্থ সম্পর্কে গবেষণা করা। এই নবোদ্ভিন্ন বিজ্ঞানের অন্যতম ঐতিহাসিক শাখার কল্যাণে সেই সমস্ত অগণিত রাবী বা বর্ণনাকারীর সুবিস্তীর্ণ জীবনীতিহাস সংগৃহীত ও লিপিবদ্ধ হয়েছে যাদের নাম একবার মাত্রও কোন হাদীছের রেওয়ায়তে প্রকাশ পেয়েছে; ঐ সমস্ত হাদীছ বর্ণনাকারী পুরুষ ও নারীর জীবনের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস আগাগোড়া পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সকল দিকদিয়ে অনুসন্ধানের পর শুধু তাদেরকেই বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তিরূপে গ্রহণ করা হয়েছে যাদের জীবন পদ্ধতি, কার্য কলাপ এবং আচরণ ব্যবহার প্রাথমিক মুহাদ্দেছীন কর্তৃক নির্ধারিত মান-দণ্ডে নিষ্কলঙ্ক প্রমাণিত হতে পেরেছে। সুতরাং আজ যদি কোন ব্যক্তি হাদীছ বিশেষের বিশ্বস্ততা অথবা সামগ্রিকভাবে সেই পদ্ধতি সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণ করে, তাহলে সেগুলোর অবিশ্বস্ততা প্রমাণের দায়িত্ব তারই উপর বর্তাবে। কোন ঐতিহাসিক তথ্যের বিরুদ্ধে আপত্তি উথাপন ও বিতর্কে প্রবৃত্ত হব অথচ তার উৎস ও সূত্রগত দোষ কোথায় তা প্রমাণ করতে প্রস্তুত থাকব না, বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে এ—মনোবৃত্তি কস্মিনকালে সমর্থনযোগ্য নয়। মূল রাবী অথবা পরবর্তী বর্ণনাকারীগণের এক কিম্বা ততোধিক কা'রও বিশ্বস্ততার বিরুদ্ধে যদি কোন প্রামাণ্য যুক্তি

না থাকে অপর পক্ষে বর্ণিত বিষয়ের বিপরীত কোন বর্ণনা অন্যত্র পরিদৃষ্ট না হয় তাহলে আমরা উক্ত হাদীছটিকে সত্য বলে স্বীকার করতে বাধ্য।

দৃষ্টান্ত স্বরূপ ধরা যাক, কেউ ছুলতান মাহমুদের ভারতীয় অভিযান সম্বন্ধে কিছু বলতে শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে তুমি লাফিয়ে উঠে বললে, "উঃ, ছুলতান মাহমুদ কোনদিন ভারত ভূমিতে পদার্পণ করেছিলেন এ কথা আমি বিশ্বাসই করিনা, এটা ঐতিহাসিক ভিত্তিশূন্য একটা নিছক উপকথা মাত্র।" এ ব্যাপারে তখন কি ঘটবে? ইতিহাস-দক্ষ কোন ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ তোমার ভুল সংশোধনের চেষ্টা করবেন এবং ছুলতান মাহমুদ যে সত্য সত্যই ভারতে আগমন করেছিলেন এই তথ্যের সপক্ষে নিশ্চিত প্রমাণ উপস্থাপনের উদ্দেশ্যে সেই সুপ্রসিদ্ধ ছুলতানের সমসাময়িক ব্যক্তিদের বর্ণিত তথ্যের ভিত্তিতে—ঐতিহাসিক বিবরণ ও সময় নির্ঘণ্ট তিনি পেশ করবেন। সে অবস্থায় তোমাকে সেই প্রমাণ নতমস্তকে মেনে নিতে হবে। নতুবা তোমাকে বিনা কারণে ঐতিহাসিক তথ্য অস্বীকারকারী বিচার বুদ্ধিহীন এক বিকৃত মস্তিষ্ক ব্যক্তি বলে ঠাওরান হবে। ঐতিহাসিক তথ্যের সত্যতার স্বীকৃতিতে যদি এই পদ্ধতি মেনে নেওয়া হয়, তা হলে একথা জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছা হয়, আমাদের আধুনিক হাদীছ-সমালোচকবৃন্দ এই যুক্তিসঙ্গ বিচারপদ্ধতি হাদীছশাস্ত্রের সত্যতা নির্ধারণে প্রয়োগ করবেন না কেন?

কোন হাদীছ মিথ্যা বলে গণ্য হওয়ার প্রাথমিক ক্ষেত্র হাদীছের প্রথম রাবী রছুলুল্লাহর (দঃ) সাক্ষাৎধন্য ছাহাবা অথবা পরবর্তী বর্ণনাকারীগণের স্বৈচ্ছিক মিথ্যা কথন। ছাহাবাগণ সম্বন্ধে গোড়াতেই এমন ধারণা সম্ভাবনার অতীত মনে করা যেতে পারে। এরূপ ধারণার ভিত্তি যে উদ্ভট কল্পনা তা সমস্যার মনস্তাত্ত্বিক দিকে একটু অন্তর্দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে সহজেই বুঝতে পারা যাবে। রছুলুল্লাহর (দঃ) সংস্পর্শে আগত এইসব নারী ও পুরুষের উপর তাঁর অসাধারণ ব্যক্তিত্ব এমন গভীরতম ছাপ অঙ্কিত করে দিয়েছে যা মানব ইতিহাসের এক পরমাশ্চর্য সুবিখ্যাত ঘটনা এবং যা সন্দেহাতীত ঐতিহাসিক প্রমাণ পুঞ্জীর দ্বারা বিশেষভাবে দৃঢ়ীভূত। এ কি কখনও কল্পনীয় যে, যেসব লোক আল্লাহর রছুলের (দঃ) ইঙ্গিত মাত্র আত্মবিসর্জন এবং সর্বস্ব বিলিয়ে দিতে সদা প্রস্তুত তাঁরা তার অমূল্যবাণী নিয়ে তামাসা করবেন? বিশেষ করে রছুলুল্লাহ (দঃ) যখন এই সতর্কবাণী উচ্চারণ করে গিয়েছেন ঃ

من كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار -

"যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় আমার সম্বন্ধে মিথ্যা কথা বলে সে তার বাসস্থান দোযখে প্রস্তুত করিয়া লউক"—বুখারী, আবুদাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ্, দারেমী, মুছনদে ইবনে হাম্বল। ছাহাবাগণ এ—হাদীছ অবগত ছিলেন। তাঁরা রছুলুল্লাহর (দঃ) সমস্ত কথাকে সন্দেহমুক্ত হৃদয়ে অকপটভাবে বিশ্বাস করতেন আর এও বিশ্বাস করতেন যে, নবী (দঃ) নিজের তরফ থেকে কোন কিছুই বলেন না, আল্লাহ্ যা বলান তাই তিনি বলেন। এরূপ অবস্থায় মনস্তাত্ত্বিক বিচারে একি আদৌ সম্ভবপর যে, তাঁরা রছুলুল্লাহর (দঃ) এই অতি সুনির্দিষ্ট সতর্কবাণীকে উপেক্ষা ক'রে তার নামে মিথ্যা হাদীছ রচনা করতে অগ্রসর হবেন?

ফৌজদারী আদালতের কোন মামলায় সর্ব প্রথম যে প্রশ্নটি বিচারকের মনে জাগ্রত হয় তা এই যে, কী উদ্দেশ্যে **কা'র স্বার্থে** অপরাধটি সংঘটিত হয়েছে। এই আইনগত নীতি হাদীছ সমস্যার বেলাতেও প্রয়োগ করা যেতে পারে। যে সব হাদীছ ব্যক্তি বা দল বিশেষের পদ-সম্মানের সঙ্গে ছিল সংশ্লিষ্ট যেগুলো সুনিশ্চিতরূপে জাল এবং প্রায় সমস্ত হাদীছ সঙ্কলকগণ কর্তৃক পরিত্যক্ত বলে উল্লিখিত, যেমন রছুলুল্লাহর (দঃ) মৃত্যুর পর প্রথম শতাব্দীতে বিভিন্ন দলের রাজনৈতিক দাবীর পোষকতায় রচিত কৃত্রিম হাদীছ সমূহ। সে সব বাদ দিয়ে আল্লাহর রছুলের নামে মিথ্যা হাদীছ রচনা করাতে কোন লাভজনক বা স্বার্থপ্রণোদিত কারণই বিদ্যমান ছিলনা। দলগত স্বার্থে হাদীছ বিরচনের আশঙ্কারউপলব্ধি থেকেইহাদীছ সঙ্কলকগণের মধ্যে

সর্বাপেক্ষা অধিক বিশ্বস্ত দুই মহামান্য মুহাদ্দিছ ইমাম বুখারী ও ইমাম মুছলিম পার্টি পলিটিক্স বা দলগত স্বার্থের সহিত সামান্যভাবেও সম্পৃক্ত সমস্ত হাদীছ তাঁদের সঙ্কলন থেকে বাদ দিয়েছেন, অবশিষ্ট যা তাদের হাদীছ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন তা কাউকে ব্যক্তিগত সুবিধা দানের সন্দেহ থেকে সম্পূর্ণ বিমুক্ত।

প্রতিপক্ষ দল থেকে হাদীছের বিশ্বস্ততা সম্বন্ধে আর এক যুক্তি উত্থাপিত হতে পারে। এটা মনে করা যেতে পারে যে, যে ছাহাবী কোন একটা হাদীছ নবীর (দঃ) নিকট শুনেছেন তিনি কিম্বা পরবর্তী বর্ণনাকারীর মধ্যে কোন একজন হয়ত রছুলুল্লাহর (দঃ) বাণীর অর্থ ভুল বুঝা, স্মরণ থেকে কিছু অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়া কিম্বা অন্য কোন মনস্তাত্বিক কারণে হাদীছ বর্ণনার সময় ভুল করে ফেলেছেন। কিন্তু আভ্যন্তরীণ অর্থাৎ মনস্তাত্বিক সাক্ষ্য অন্ততঃ ছাহাবীগণের বেলায় এধরণের ভ্রান্তির আশঙ্কা—অপনোদিত করে দেয়। যে সব লোক রছুলুল্লাহর (দঃ) পূত সাহচর্য লাভের সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন তাঁদের প্রত্যেকের নিকট তাঁর প্রতিটি কাজ ও কথা অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হ'ত। অবশ্য রছুলুল্লাহর (দঃ) সুমধুর ব্যক্তিত্বের প্রতি ছাহাবাগণের লোভনীয় আকর্ষণই এর একমাত্র কারণ নয়। অন্য কারণ হচ্ছে এই যে, তাদের অন্তরে এই দৃঢ় প্রত্যয় বদ্ধমূল হয়েছিল যে, আল্লাহর অভিপ্রায় অনুসারেই—সর্ববিষয়ে, এমন কি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র খুঁটিনাটিতে রছুলুল্লাহর নির্দেশ প্রতিপালন এবং দৃষ্টান্ত অনুসরণ ক'রে তাদের জীবনকে সুনিয়ন্ত্রিত করতে হবে। সুতরাং তাঁরা তাঁর অমৃতবাণীর প্রশ্নকে যেনতেন প্রকারেণ গ্রহণ না ক'রে ব্যক্তিগত অসুবিধা অগ্রাহ্য করেও সেগুলি নিজেদের স্মৃতির মণিকোঠায় সঞ্চিত করে রাখতেন। রছুলুল্লাহের (দঃ) ঘনিষ্ঠ সহচরবৃন্দের মধ্যে দুজন মিলে একটি করে দল গঠন করতেন। উদ্দেশ্য ছিল এই যে, একজন যখন জীবিকা নির্বাহ কিম্বা অন্য কোন প্রয়োজনীয় কার্যে বাইরে যেতে বাধ্য হতেন তখন অপর জন রছুলুল্লাহর (দঃ) সাহচর্যে কাটাতেন এবং যে কথা তাঁর পবিত্র মুখ থেকে শুনতেন বা যে কাজ তাঁকে করতে দেখতেন অপরজনের নিকট তার হুবহু বর্ণনা দিতেন। এরূপ মনোভাব নিয়ে যখন তাঁরা রছুলুল্লাহর (দঃ) কার্যকলাপ দর্শন ও বাণী শ্রবণের ব্যাপারে তাদের প্রোগ্রাম ঠিক করতেন তখন এ আশঙ্কার সম্ভাবনা একান্তই অমূলক যে, তাঁরা কোন একটা হাদীছের নির্দিষ্ট শব্দ সম্বন্ধে অসতর্ক হবেন। যদি শত শত ছাহাবার পক্ষে সমগ্র কোরআনের সমস্ত শব্দ—তার সুনির্দিষ্ট বানান এবং বিশিষ্ট উচ্চারণ ভঙ্গী সহ স্মরণ রাখা সম্ভব হয় তাহলে তাঁদের পক্ষে এবং তাঁদের ঠিক পরবর্তী বর্ণনাকারীদের পক্ষে রছুলুল্লাহর (দঃ) একেকটি—হাদীছ ঠিক সেভাবেই কিছুমাত্র যোগ অথবা বিয়োগ না করে স্মৃতিপটে অঙ্কিত রাখা কেন সম্ভবপর—হবেনা?

এর উপর আরও লক্ষণীয় বিষয় এই যে, মুহাদ্দিছগণ কেবল সেই সব হাদীছকেই ছহীহ বলে স্বীকার করে নিয়েছেন যেগুলো বিভিন্ন ছনদে একই আকারে বর্ণিত হয়েছে। এখানেই শেষ নয়, কোন হাদীছের বিশুদ্ধতার জন্য অবশ্য প্রয়োজন এই যে, ছনদের—প্রত্যেক স্তরে দুই বা ততোধিক বর্ণনাকারীর বর্ণনায় হুবহু মিল থাকতে হবে, কোন অবস্থাতেই শুধু একজনের বর্ণনার উপর নির্ভর করা চলবেনা। এরূপ বিভিন্ন বর্ণনাকারীর সর্বসম্মত সমর্থন সংগ্রহের আগ্রহ প্রবণতার ফলেই একই হাদীছের পশ্চাতে—যার বর্ণনাকারী ছাহাবা হ'তে শুরু ক'রে সঙ্কলক পর্যন্ত হয়ত মাত্র ৩ পুরুষেই সমাপ্ত হয়েছে—ডজন ডজন রাবীর সমর্থনমূলক অনুমোদন পাওয়া গিয়েছে।

এত সব সত্বেও আজ পর্যন্ত কোন মুছলমান মুহূর্তের জন্যও একথা বিশ্বাস করে নাই যে, রছুলুল্লাহর (দঃ) হাদীছ কোরআন মজীদের সম, মর্যাদাসম্পন্ন অথবা প্রামাণিকতা ও বিশ্বস্ততার দিক দিয়ে কোরআনের ন্যায় অবিসংবাদিত। আজ পর্যন্ত কোন সময়ের জন্যই হাদীছের পরীক্ষামূলক বিচারের কাজ বন্ধ হয় নাই। সংগৃহীত হাদীছ সমূহের মধ্যে যে বহু দুর্বল ও প্রক্ষিপ্ত হাদীছ রয়েছে মুহাদ্দিছগণ সে কথা বেশ ভাল ভাবেই অবহিত ছিলেন বরং ছহীহ

ও জঈফ, খাঁটি ও জাল, গ্রহণযোগ্য ও প্রক্ষিপ্ত হাদীছ সমূহের পার্থক্য নির্ধারণের উদ্দেশ্যেই হাদীছের সমালোচনা-বিজ্ঞান নামে শাস্ত্রবিদ্যার এক পৃথক শাখার উদ্ভব হয় এবং বলতে কি, ইমাম বুখারী, ইমাম মুছলিম ও পরবর্তী মুহাদ্দিছগণ এই পর্যবেক্ষণ ও বিচারশীল মনোবৃত্তিরই প্রত্যক্ষ ফল। সুতরাং জাল ও দুর্বল হাদীছের অস্তিত্ব আছে বলেই সমগ্র হাদীছ শাস্ত্রটিই অপ্রামাণ্য সাব্যস্ত হ'তে পারেনা—ঠিক যেরূপ আরব্যউপন্যাসের কাল্পনিক গল্পগুলো সমসাময়িক কালের ঐতিহাসিক বিবরণের বিশ্বস্ততার বিপক্ষে যুক্তিরূপে দাঁড়াতে পারেনা।

আজ পর্যন্ত কোন সমালোচকই সুপ্রসিদ্ধ মুহাদ্দিছগণ কর্তৃক নির্ধারিত বিচার-মান অনুসারে ছহীহরূপে প্রমাণিত হাদীছ সমূহকে বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় অশুদ্ধ প্রমাণিত করতে সক্ষম হন নাই। বিশুদ্ধ হাদীছ সমূহের বর্জন প্রচেষ্টা সামগ্রিক ভাবেই হোক কিম্বা আংশিক নিছক এক ভাবাবেগমূলক ব্যাপার যা সমালোচকের অব্যবস্থিতচিত্ততারই পরিচায়ক।—এজন্যই সংস্কারমুক্ত বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার ফলে তাঁরা তাদের দাবীকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হন নাই। কিন্তু প্রশ্ন এই যে, বর্তমান যুগে আমাদের মুছলিম ভ্রাতৃবৃন্দের মধ্যেই অনেকে হাদীছের প্রতি বিদ্বেষমূলক মনোভাব পোষণ করেন কেন? এর অন্তর্নিহিত মতলব আবিষ্কার করা খুব দুঃসাধ্য ব্যাপার নয়। রছুলুল্লাহর (দঃ) ছুন্নাহর আলোকে প্রতিফলিত সত্যকার ইছলামী স্পিরিটের সঙ্গে আমাদের অধঃপতিত সমাজের জীবনব্যবস্থা এবং চিন্তাধারার সামঞ্জস্য বিধান এক অসম্ভব ব্যাপার—এই বিবেচনাই তাদেরকে হাদীছের বিরুদ্ধাচরণে প্ররোচিত করছে। নিজেদের দুর্বলতা ঢাকা দেওয়া এবং তাদের পারিপার্শ্বিক পরিবেশের দোষত্রুটী সমূহকে ন্যায্য বলে প্রমাণ করার উদ্দেশে হাদীছের এই সব স্বনামধন্য সমালোচকের দল ছুন্নাহর অনুসরণের প্রয়োজনীয়তাই অস্বীকার করতে চান। কারণ এই অপচেষ্টায় যদি তারা সফলকাম হন তাহলে তারা তখন অনায়াসে তাদের তথাকথিত মুক্ত বুদ্ধির সাহায্যে আপন খোশখেয়াল মত প্রত্যেকের ব্যক্তিগত প্রবণতা ও মানসিক ঝোঁক অনুসারে কোরআনের ব্যাখ্যা করতে পারবেন। ফলে এভাবেই নৈতিক বিধান ও ব্যবহারিক নীতি এবং ব্যাষ্টি ও সমষ্টি জীবনের সুন্দরতম ব্যবস্থাদাতা হিসেবে ইছলামের বিশিষ্ট মর্যাদা চিরতরে নস্যাৎ করে ফেলা সম্ভব হয়ে উঠবে।

বর্তমানের এই প্রগতির যুগে যখন দিনের পর দিন মুছলিম রাজ্যসমূহে পাশ্চাত্যি সভ্যতার অপপ্রভাব বর্ধিত হয়ে চলেছে তখন মুছলিম শিক্ষাভিমানীদের এই অভিনব মনোবৃত্তির পশ্চাতে আর একটি মতলব আবিষ্কার করা যেতে পারে। যেহেতু একই সময়ে এক নিঃশ্বাসে রছুলুল্লাহর (দঃ) ছুন্নাহ অনুসারে জীবন নিয়ন্ত্রণ এবং পাশ্চাত্য জীবন ব্যবস্থার অনুসরণ এক অসম্ভব ব্যাপার, তাই পাশ্চাত্য—প্রভাবিত শিক্ষিতের দল এ দুটির মধ্যে শেষটিকেই বেছে নেওয়া সুসঙ্গত মনে করে থাকেন। কারণ বর্তমান যুগের মুছলিম নর নারী পাশ্চাত্যের প্রতিটি জিনিষকে নির্বিচারে শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখতে অভ্যস্ত, তারা বিদেশীয় সভ্যতার পূজা করতেও প্রস্তুত, কারণ তা বিজাতীয় ও বিদেশীয় এবং বস্তুতান্ত্রিক দৃষ্টিতে শক্তিবন্ত এবং সমুজ্জ্বল!

পাশ্চাত্যানুকরণ স্পৃহা-ই একমাত্র সবলতম—যুক্তি (!) যার ফলে আমাদের নবীর (দঃ) অমূল্য হাদীছ সমূহ এবং তার সঙ্গে সঙ্গে ছুন্নতে-রছুলের (দঃ) সমগ্র কাঠামটিই আজ এত অপ্রিয় হয়ে—উঠেছে। রছুলুল্লাহর (দঃ) ছুন্নাহ সুস্পষ্ট ভাবে পাশ্চাত্য সভ্যতার মৌলিক চিন্তাধারার এত বিপরীত যে যারা শেষোক্ত সভ্যতার চোখ ঝলসান দীপ্তিতে মোহাবিষ্ট তারা সেই মোহচক্র থেকে মুক্তির কোন পথ খুঁজে না পেয়ে স্বয়ং ছুন্নাহকেই এখন অপ্রয়োজনীয়, অপ্রাসঙ্গিক সুতরাং ইছলামের অবাধ্যতামূলক বিষয় রূপে অভিমত প্রকাশ করতে বাধ্য হচ্ছেন! কারণ তাঁদের মতে ছুন্নাহর সমগ্র কাঠামটিই 'অবিশ্বাস্য হাদীছ সমূহের বুনয়াদের উপর প্রতিষ্ঠিত!' এর পর কোরআনী শিক্ষাগুলোকে এমন ভাবে জট পাকিয়ে নেওয়া সহজসাধ্য হবে—যার ফলে পাশ্চাত্য সভ্যতার অন্তর-প্রকৃতির সঙ্গে উক্ত শিক্ষার খাপ খাইয়ে নেওয়া মোটেই অসম্ভব বিবেচিত হবে না।

পাক বাংলার মেয়ে

(গল্প)

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

মোহাম্মদ আবদুল জাব্বার

পাক বাংলার গ্রামে গ্রামে বিধবা মেয়ের তিন মাস তের দিন * আর চার মাস দশ দিন অতি প্রয়োজনীয় এবং বহু সমালোচিত সময়। ভাগ্য দোষে যে সকল নারী এই সংখ্যার অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়ে, তাদের শতকরা নিরানব্বই জনই সাপের মত খোলস বদলাইয়া নূতন স্বামীর নূতন ঘরে নূতন জীবন গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। ইচ্ছায় হউক আর অনিচ্ছায় হউক, পিছনের ফেলে আসা পুরাতন সব কিছুই তার কাছে ধীরে ধীরে শূন্যে মিলাইয়া যায়।

তারাবানুর চারমাস দশ দিন সত্যই চলিয়া গেল, কিন্তু তিনি বদলাইলেন না। মুনশী মেহের আলীর প্রতিষ্ঠিত স্কুলটীকে তারাবানু জননীর মমতায় লালন করিতে লাগিলেন। স্কুলের ছেলে মেয়েরা শিক্ষকের অভাব ত বোধ করিলই না, উপরন্তু এক সনজীবনী স্নেহস্পর্শে নূতন প্রাণে মাতোয়ারা হইয়া উঠিতে লাগিল।

শুক্রবারের বিকাল বেলা। হঠাৎ একটী ছেলে আসিয়া কপালে হাত ঠেকাইয়া তারাবানুকে ছালাম করিয়া দাঁড়াইল। বানু অবাক হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কী বাবা ছমির, খবর কী? তোমার হাতেই বা ওটা কী?

ছমির ঢোক গিলিয়া জওয়াব দিল,—"ওস্তাদ মা, আব্বা ওগুলা আপনারে দিবার জন্য আমারে পাঠাইছে—আর সব কি কথা কইছে।

বানু উদ্বিগ্ন হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কী বলেছেন তোমার আব্বা?

ছমির মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, কোন কথার জওয়াব সহসা দিতে পারিলনা।

এই দুর্বিনীত ছেলেরটির আচার ব্যবহার কোন দিনই তারাবানুর ভাল লাগিত না। তবুও আজ যেন তার ব্যবহারে একটু অন্য ভাব ছিল। তারাবানুর সস্নেহ আদরে ভরসা পাইয়া ছমির বলিল, "আমার তিন মা আছে, আপনে আমার আরেকটা ছোট মা হবেন। আব্বা আপনারে নিকা করবো, তাই কইছে।"

তারাবানু স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। অনেক্ষণ পর শুষ্ক গলায় বলিলেন, "ছমির ওগুলো নিয়ে তুমি এখনই বাড়ী যাও।"

তারাবানুর ভাগ্যাকাশে যে দুর্যোগের মেঘের খেলা শুরু হইল, তার শেষ পরিণতি ভাবিয়া তিনি শিহরিয়া উঠিলেন। আগেকার লড়ু মণ্ডল এবং বর্তমানের মৌলবী রহিমউদ্দিন আহমদ ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট। তারই তরফ হইতে নিকাহর প্রস্তাব। এই নীচ স্বভাব হঠাৎ-বড় লোকটির অনেক কু-কীর্তির সংবাদ তারাবানু আগে স্বামীর নিকট শুনিয়াছিলেন। তার জঘন্য স্বার্থপরতার অত্যাচারে কত দুর্বল মানুষের যে সর্বনাশ হইয়াছে, সে কথার স্মৃতিগুলি ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্নের মত এ অঞ্চলের মানুষের মনে দোলা দিয়ে যায়। এত দিন তার বিরুদ্ধে ধীরে ধীরে যে ঘৃণা রাশি তারাবানুর অন্তরে পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিতেছিল, আজ তা একেবারে ফাটিয়া পড়িয়া প্রলয়কাণ্ড সৃষ্টি করিয়া যেন তাঁরাবানুর সম্বিতটুক পর্যন্ত উড়াইয়া লইয়া গেল। অনেকক্ষণ অনড় ভাবে মাটির উপর বসিয়া থাকিয়া অস্ফুট কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "আল্লাহ, অগতির গতি প্রভু আমার, তুমি আমার সহায় হও!" তারপর মনিরকে কোলে লইয়া ঘরে উঠিয়া গেলেন।

তারপর ছয় মাসের মধ্যে স্ত্রী-পুরুষ, যুবক-বৃদ্ধ প্রায় ডজন খানেক লোক প্রেসিডেন্টের তরফ হইতে

---

* মুতল্লকা স্ত্রীর জন্য ৩ তহর অথবা ৩ হায়েয আর মুতপতী নারীর ৪ মাস ১০ দিন ইদ্দত প্রতিপালনের কোরআন ও হাদীছী বিধান সর্বজনবিদিত। ৩ মাস ১৩ দিনের কথা হাদীছ অনুসারীদের নিকট অবোধগম্য।—সহ- সম্পাদক।

ঘটকালী করিতে আসিয়া ব্যর্থ মনোরথ হইয়া ফিরিয়া গিয়াছে। এই প্রত্যাখ্যানের ফল স্বরূপ তারাবানুর স্কুল নানাপ্রকার ষড়যন্ত্র এবং মিথ্যা রিপোর্টের ফলে এক বৎসরের মধ্যে উঠিয়া গেল। শুধু তাই নয়, ইউনিয়নের ফুডকমিটীর বদৌলতে এই অসহায়া বিধবা মাতা এবং তার এতিমসন্তান কতদিন যে একটু চিনির স্বাদ পায় নাই, লবণ অভাবে কতমাস যে সিদ্ধপোড়া খাইয়াছে, কেরোসিন তেলের অভাবে কত রাত যে পাটখড়ি জ্বালাইয়া নিজেদের অত্যাবশ্যক কাজগুলি সারিয়াছে, তার হিসাব দুনিয়ার কেহ না রাখিলেও কেরামন-কাতেবীন এর দফতরে জমা হইয়া রহিয়াছে।

মুষ্টিমেয় জালেমের এই ইতরামী, এই সংকীর্ণতা পাক বাংলার আকাশ-বাতাস কলুষিত করিয়া রাখিয়াছে। বাংলার পল্লী সমাজ আজ সত্যই জনবলহীন মানুষের বসতের অযোগ্য। ধীরে ধীরে তারাবানু সর্বংসহা ধরিত্রীর মত নিজের ব্যথাভরে গুম হইয়া দিন যাপন করিতেছিলেন।

একদিন পাশের গাঁয়ের চিনু ফকিরণী ভিক্ষা করিতে আসিয়া নানা-কথায় তারাবানুর সাথে আলাপ জমাইয়া তুলিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। তার কথাবার্তার ধরণ দেখিয়া সন্দেহ হওয়াতে বানু জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি আমাকে কিছু বলবে, বাছা?" ফকিরণী পড়াদাঁতের মুশলা পর্য্যন্ত বাহির করিয়া হাসিয়া বলিল, "কি করি মা, গাঁয়েত বসত করণ লাগবো। মিয়াজান কিছুতেই ছাড়ে না। তোমার সাথে কামের কথা..." তারাবানু তাহাকে থামাইয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কোন মিয়াজান?" ফকিরণী বলিল, "ওমা, মিয়াজানকে চেন না? জমির সরদারের বেটা মিয়াজান। এ তলাটে তার মত জোয়ান মরদ আর নেই।" তারাবানু অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়া তিক্তস্বরে বলিলেন, "তুমি এখন যাও। আর কোনদিন আমার কাছে ঘটকালী করতে এসনা।"

তারাবানুর সমস্ত চেতনা যেন লুপ্ত হইয়া শরীর কাঁপিতেছিল। সাতগাঁয়ের মধ্যে মিয়াজান সরদার ডাক-সাইটে গুণ্ডা। তার নাম জানেনা এমন মেয়ে দশখানা গাঁয়ের মধ্যে নাই। গত বৎসরও মজিদপুরের শ্রীশ বেতুয়ার পরমা-সুন্দরী স্ত্রী শ্যামার উপর মিয়াজান হামলা করিয়াছিল। সমস্ত বেতুয়া সমাজ তার জন্য রুখিয়া দাঁড়ায়। তার ফলে শ্যামার সতীত্ব বাঁচিয়াছিল বটে, কিন্তু মিয়াজানের লাগানো আগুনে বেতুয়াপাড়ার ত্রিশখানা বাড়ী ঘণ্টাখানেকের মধ্যে পুড়িয়া ছাই হইয়াছিল। দুরন্ত শীতের আঁধার রাতে শত শত নারী ও শিশুর সে কী হৃদয়ভেদী চীৎকার! সেদিন নিশীথ গগনে লেলিহান আগুনের রক্তিম ভয়ঙ্কর ছবি দেখিয়া এবং আর্ত মানুষের চীৎকার শুনিয়া তারাবানু স্বামীর বুকে মুখ লুকাইয়া কাঁদিয়া আকুল হইয়াছিল। আজ সেই মিয়াজানের প্রস্তাবে তিনি ছিন্ন লতার ন্যায় অনড় ভাবে মাটীর উপর পড়িয়া রহিলেন।

বিশ্ব প্রকৃতির সর্বংসহা রূপ অনন্ত কাল ধরিয়া অন্তহীন মৃত্যুঞ্জয়ী জীবন কণার সৃজন-শয্যা রচনা করিতেছে। সর্বংসহা নারী প্রকৃতির তেজোময়ী সত্তাও তাই যুগে যুগে দেশে দেশে নব-মানবতার জন্মদান করিয়া চলিয়াছে।

ব্যাপারটী ক্রমেই যেন সহ্য সীমা অতিক্রম করিয়া যাইতেছিল। চারদিক থেকে হিতৈষী সাজা নর নারীর দল তারাবানুকে উপদেশ ঢালিতেছিল—"মিয়াজানের সাথে আড়ি কইরা তুমি পারবানা। তার চাইতে তার প্রস্তাবে রাজী হ'লে পরম সুখে—" ইত্যাদি। কিন্তু প্রলোভন যতই বেশী হইতেছিল বানুর অন্তরও ততই শক্ত হইতেছিল।

কয়েকদিন পরের কথা। আষাঢ় মাসের অমাবস্যার রাত। মাঝে মাঝে সামান্য বৃষ্টি হইতেছিল। আকাশে জমাট মেঘের ছায়াতলে অমা-নিশীথিনী আজ যেন রূঢ় অকরুণ ভয়ঙ্করীরূপে সারা দুনিয়াকে গিলিয়া ফেলিয়াছে। বাহিরের নিশ্ছিদ্র অন্ধকারের চাপে নিজের হাতখানি পর্য্যন্ত দেখা যায় না। আছমান জমিন যেন ঘন আঁধারের সেতু বাহিয়া এপার ওপার যাওয়া আসা করিতেছে

মংলার মা আজ শুইতে আসেনাই। তার না আসিবার কারণটী অনুমান করিয়া তারাবানুর বুকের ভিতরটা যেন দুমড়াইয়া উঠিল। অনেকক্ষণ আচ্ছন্ন ভাবে বসিয়া লা—হাওলা পড়িতে পড়িতে তিনি মনিরকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া হু হু করিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। মনির কিছু বুঝিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কী হয়েছে মা?" তারাবানু কোন জওয়াব না দিয়া শুধু বলিলেন, "আল্লাহ্ হাফেজ। বাবা, আমি যদি ম'রেও যাই, তুই লেখাপড়া ছাড়িস্‌নে। তুই মানুষ হবি। তোকে আল্লাহর আমানতে সোপর্দ করলাম।"

শোবার সময় মনির পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, মা, আজ তোমার কী হয়েছে? বানু শুষ্ক হাসিয়া বলিলেন, "কই রে?" মনির বলিল, "বারে, তোমার পরনে পায়জাম, হাতে গরু জবাইর ছুরি—এসব কি? তারাবানু দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া বলিলেন, "আমিত রোজই এসব নিয়ে শুই, বাবা। তোর আব্বার মৃত্যুর পর থেকেই আমি এমনি করি।" "কিন্তু ছুরি কেন?"—প্রশ্ন করে মনির। বানু বলিলেন, "মনির, তোর আব্বা কি বলতেন, জানিস বাবা? তিনি বলতেন,—সক্ষম মোছলমানের জন্য নিজের হাতে কোরবাণী করার হুকুম আছে। সেটা এই জন্য যে, সকলেই যেন আল্লাহর নামে রক্তপাত করার শক্তি অর্জন করতে পারে এবং শয়তানের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার শক্তি না হারায়। তাহলে সমাজে সব মানুষরূপী শয়তানগুলো কাবু হয়ে থাকবে।" মনির সোৎসাহে বলিল, "মা আমি বড় হয়ে লড়াই ক'রব। জেহাদ ক'রে শয়তানকে হারিয়ে দিব। আমি মোজাহেদ হব।" মা তাড়াতাড়ি তাহাকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া কপালে চুমু দিয়া বলিলেন, "আমি সেই আশাতেই বেঁচে আছি, বাবা। এ দেশে ভাত কাপড়ের চেয়েও বড় অভাব হচ্ছে সতি'কার মানুষের। আল্লাহ তোকে খাঁটী মোছলমান রূপে দেহ-মনে শক্তিমান হয়ে বাঁচবার সুযোগ দিন—এই দোওয়াই আমার শ্রেষ্ঠতম আশীর্বাদ।" কথায় কথায় মনির ঘুমাইয়া পড়িল।

গভীর রাত্রি। চারিদিকে শুধু ঝিল্লীরব! দূর জলাশয়ে প্রফুল্ল দাদুরীর মত্ত-কোলাহল শোনা যাইতেছে। আরও দূরে অনেকগুলি শিয়াল ক্ষুধার তাড়নায় চীৎকার করিতেছে। এমন ভয়ঙ্করী নিশীথে শুধু সেই সকল জন্তু ঘরের বাহিরে আছে—বুভুক্ষার যাতনা এবং কামনার তাড়না যাহাদিগকে পাগল করিয়াছে, লালসার কশাঘাতে যারা দিগ্বিদিক জ্ঞানহারা—সেই সব দ্বিপদ এবং চতুষ্পদ জানোয়ার সকলেই।

তারাবানু তাহাজ্জদ নামাজ অন্তে মোনাজাত করিতেছিলেন। হঠাৎ তাঁর কানে শব্দ আসিল, ঘরের পিছন ডোয়া খুঁড়িয়া সিঁদকাটা হইতেছে। কিছুক্ষণ তিনি হতভম্বের মত বসিয়া রহিলেন। কিন্তু আর ত দেরী করিবার সময় নাই। বুঝা গেল, সিঁদকাটা শেষ হইয়াছে, এখনই শয়তান ঘরে ঢুকিবে। তাড়াতাড়ি মেটে প্রদীপটা জ্বালাইয়া তিনি আকুল স্বরে ডাকিলেন,—"মনির, ওঠ বাবা! তোকে আল্লাহর আমানতে ছেড়ে দিলাম।" তারপর তড়িৎগতিতে দাঁড়াইয়া গায়ের চাদরখানা মাথা দিয়া কোমরে জড়াইয়া হুঙ্কার ছাড়িয়া বলিলেন, "দাঁড়া শয়তান, আর একপা আগে বাড়বি ত জাহান্নামে যাবি।" মনির ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া চীৎকার করিতে যাইতেছিল। বানু তার মুখে হাত চাপা দিয়া বলিলেন, "চুপ খবরদার, চীৎকার ক'রোনা। লা-হাওলা পড়তে থাক।"

ঘরের কোণে জীবন্ত শয়তান মিয়াজান সরদার অনড় ভাবে দাঁড়াইয়াছিল। জীবনে সে বহু যোদ্ধা পুরুষ দেখিয়াছে, অনেক সুন্দরী নারীও দেখিয়াছে। কিন্তু একী? মাটীর প্রদীপের অনুজ্জ্বল আলোকেই দেখা যাইতেছিল,—তারাবানুর শরীর হইতে যেন অসংখ্য বিদ্যুৎকণা ঠিকরাইয়া পড়িতেছে। চোখে তার আগুন জ্বলিতেছে, হাতের ছুরিখানা চক্‌চক্ করিয়া যেন মহাযোদ্ধার তরবারীর চমক বিকীরণ করিতেছে। তেজোময়ী সতীর প্রাণের দাপটে যেন সারা ঘরখানা টলমল করিতেছে।

বানু তার দিকে তীব্রদৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকাইয়া থাকিয়া ঝঙ্কার দিয়া বলিলেন, "খবিছ, ইচ্ছা করলে সিঁদের মুখেই তোর মাথাটী আমি কাটতে পারতাম। কিন্তু আমি তা চাইনা। তুই মানুষ হ।" মিয়াজান নীরব নিথর। তারাবানুর আগুন-ঝরা চোখের দিকে চাহিয়া সে কাঁপিতে-

ছিল। তারাবানু পুনরায় বলিলেন, "ধিক তোর মায়ের স্তন দুগ্ধ, যাতে তোর মত নর-পশুর দেহ বেড়ে উঠেছে। দূর হ হবিছ ,আমার সম্মুখ থেকে।"

অনেকক্ষণ নীরব থাকিয়া অবশেষে ক্লান্ত-স্বরে মিয়াজান বলিল, "আমাকে মাফ কর মা, আমি আজ থেকে তওবা করলাম।"

তারাবানু স্নেহের-সুরে ধরা-গলায় বলিলেন, "আল্লাহর কাছে মাফ চাও, মিয়াজান। তিনি তোমাকে হেদায়ৎ দান করুন। আর কোনদিন কোন সতী মেয়ের অমর্যাদা করোনা।"

পল্লীর কল্পনা-প্রবণ সমাজে কোন কথাই গোপন থাকেনা। তারাবানুর এই ঘটনাও ছিদ্রান্বেষীর দল গোপনীয়তার আড়াল হইতে ছিনিয়া বাহির করিল, কিন্তু রটনা রসাল হইয়া জমিয়া উঠিতে পারিলনা। বিশেষতঃ মিয়াজানের চরিত্রের পরিবর্তন দেখিয়া তারাবানুর সম্ভ্রম অনেকখানি বাড়িয়া গেল। মাতা-পুত্রের জীবন যাপনও অনেকটা সহজ হইয়া আসিল।

প্রায় ছয়মাস চলিয়া গিয়াছে। হঠাৎ একদিন মছজিদের মোয়ায্যিন ছাহেব আসিয়া হাজির! আশৈশব তারাবানু তাঁহাকে মুরব্বীস্থানে সম্মান করিয়া আসিয়াছে। বানু জিজ্ঞাসা করিলেন,—"চাচামিয়া কী মনে করে এলেন? বৃদ্ধ মোয়ায্যিন মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে ঢোক গিলিয়া বলিলেন, মা, কী বা বলি? তোমার মত পাথরেগড়া মেয়ের কাছেত আমাদের কোন কথা খাটেনা। আবার এদিকে আমাদের ইমাম ছাহেবও নাছোড়বান্দা।"

তারাবানুর বুঝিতে দেরী হইল না। বলিলেন, "তিনির ত দুই বিবি আছেন শুনা যায়, তাঁর সংসারে অত্যন্ত বিশ্রীভাবে পারিবারিক অশান্তি লেগেই আছে। তাঁর উপর আবার তাঁর এ খেয়াল কেন?" মোয়ায্যিন ছাহেব একটু উৎসাহ বোধ করিয়া বলিলেন, "জান তো মা, এদেশে বড় আলেমের সাতখুন মাফ! তা ছাড়া ওয়াজ নছিহত করে তিনি যথেষ্ট টাকা কামিয়েছেন! জমিজমা ইত্যাদিও ঢের করেছেন! সুতরাং তাঁর ঘরের বিবি হওয়া—!" তারাবানু তাঁহাকে থামাইয়া দিয়া বলিলেন, "চাচামিয়া, যে মানুষ একাধিক স্ত্রীকে সমান নজরে দেখ্‌তে পারেনা, সংসারে শান্তি রক্ষা করতে পারেনা, এতিমের মাল না-হক ভাবে খায়, অর্থ ও সম্মানের লোভে হারামখোর লোকের মন জুগিয়ে চলে, ভাল-মন্দের বিচার ক'রে হক-কথা বলার শক্তি যে হারিয়ে ফেলেছে, কিছু বেশী কেতাব পড়ার কারণেই তাকে বড় আলেম বলে শ্রদ্ধা করতে হবে, এমন হুকুম ত আল্লাহ এবং তাঁর রছুল (দঃ) দেন নাই। অন্ধ ভাবে ব্যক্তিপূজা ত ইছলামের শিক্ষা নয়। বরং চরিত্র ও গুণে উন্নত ব্যক্তিকেই শুধু শ্রদ্ধা করবার হুকুম শরিয়তে রয়েছে। আর এলেম শিখিয়াও যে ব্যক্তি শুধু পরকেই উপদেশ দেয়, নিজে তদনুযায়ী কাজ করেনা, তাকে ত ঘৃণা করবার শিক্ষাই কোরআন-পাকে রয়েছে। "মোয়ায্যিন ছাহেবের আর বাক্যস্ফুরণ করিবার সাহস হইলনা। নীরবে তিনি প্রস্থান করিলেন।

তার পরের দিনই পাড়ার এক বাড়ীতে মিলাদ পড়িতে আসিয়া মওলানা ছাহেব ওয়াজ শুনাইলেন, "বিধবা যুবতী মেয়েকে তাড়াতাড়ি নিকাহ দেওয়া ওয়াজেব। রছুলুল্লাহ (দঃ) তার জন্য কঠোর তাকিদ দিয়াছেন। যে নারী নিকাহ করিতে নারাজ, সে রছুলের ছুন্নতকে অ-পছন্দ করে। যে ছুন্নতকে অ-পছন্দ করে, সে ব্যক্তি কাফের, জাহান্নামের আগুন ইত্যাদি।"

এমন ওয়াজ যে কাহাকে লক্ষ্য করিয়া শুনানো হইল, তারাবানুর তাহা বুঝিতে দেরী হইলনা। তার মনে বারবার একই চিন্তা মাথানাড়া দিয়া উদয় হইল: "কথা যাকে উদ্দেশ ক'রেই বলা হউক, কথাটা ত ঠিক। হাদিছের কথা ত মিথ্যা হইতে পারেনা। তারাবানু ক্রমেই অস্থির-ভাবে তীরবিদ্ধা বন-বিহগীর ন্যায় ছটফট করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। বারবার মাথা কুটিয়া তিনি বলিলেন—"আল্লাহ, মানুষের মনের খবর শুধু তুমিই জান। প্রভু, আমি কি সত্যই জাহান্নামী। তোমার মখলুকে কি মেয়ে মানুষের স্বাধীন সত্ত্বা নাই? এমন নিষ্ঠুর বিধান ত তোমার হ'তে পারেনা, প্রভু! আমি কী ক'রব? অবলার হৃদয়ে বল দাও, দয়াময়! আমার কর্তব্য তুমিই আমাকে জানিয়ে দাও, প্রভু! তুমি যে রহমানুর রহিম।"

দুই দিন দুই রাত অসহ্য যন্ত্রণায় কাটাইয়া তারাবানু ফজরের নামাজ অন্তে একটু তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। হঠাৎ তাঁর কানে স্বর ভাসিয়া—আসিল, "মনির কেমন আছ ভাই?" তারাবানু

যেন নবজীবন লাভ করিয়া উঠিয়া বসিলেন। তাড়াতাড়ি উঠিয়া বলিলেন, "ভিতরে আসুন, আব্বা।" অচিরেই এক সৌম্য-দর্শন মহাপুরুষ বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিলেন। ভোরের আলোকে তাঁহার—সাদা দাড়ি ও নূরানী চেহারা যেন মূর্তিমান কল্যাণধারা নামাইয়া আনিল।

মনির ঘুমাইয়াই ছিল। তারাবানু তাঁহাকে বসিতে দিয়া কপাটের আড়াল হইতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এত সকালে আপনি কোথা থেকে এলেন, আব্বা? মুনশীজীর এন্তেকালের পর থেকেই এই দুটি বৎসর আমি আপনার আশাপথ চেয়ে আছি! ঠিকানা জানা না থাকায় পত্র দেওয়াও সম্ভব হয় নাই।"

নূরানী চেহারাযুক্ত মহাপুরুষ ধরাগলায় জওয়াব দিলেন, "হাঁ মা, সে জন্য আমি তোমার কাছে অপরাধী আছি। এ দেশে ছিলাম না। সবে এসে শুনতে পেলাম, মেহের আলী আমাদেরকে ছেড়ে আল্লাহপাকের খাছ রহমতের দেশে চলে গেছেন। তিনি ছিলেন আল্লাহর খাঁটী বান্দা। জনসেবা ও জ্ঞান চর্চা ক'রে সত্যিকার মোছলমান জীবনের—দৃষ্টান্ত তিনি রেখে গেছেন। আল্লাহ পাক তাঁর রূহের মাগফেরাৎ করুন।"

তারাবানু বলিলেন, "ভণ্ড ও স্বার্থপর আলেম, পীরকে তিনি অন্তর দিয়ে ঘৃণা করতেন। কিন্তু আপনাকে তিনি সত্যই প্রাণের সহিত ভালবাসতেন এবং পীর হিসাবে ভক্তি করতেন।" বলতেন,—"ঈমান আর আমলের জীবন্ত রূপ আপনি। এমন দু দশজন গুণী লোকের দোওয়ার বরকতেই আল্লাহর রহমতে এখনও দুনিয়া টিকে আছে। তাই আমিও অকূলে প'ড়ে আপনার কথা চিন্তা করছিলাম। আল্লাহর হাজার শুকরিয়া যে তিনি আপনাকে ঠিক সময়েই এনে দিয়েছেন।" তারপর একে একে তার জীবনের দুঃখের কাহিনী তাঁর নিকট—বলিলেন।

সমস্ত বিবরণ শুনিয়া পীর ছাহেব স্তম্ভিতভাবে অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। পরে ধীরে ধীরে বলিলেন, "মা, আল্লাহ পাকের হাজার শুকরিয়া—তিনি তোমার ইজ্জত রক্ষা করেছেন। একজন খাঁটী মুমেনা হিসাবে সতীত্বের তেজে তুমি যে এত গুলি শয়তানকে শায়েস্তা করতে পেরেছ, তার জন্য আমি এত আনন্দ পাচ্ছি যে, জীবনে কোন সৎকর্মে-ই এত আনন্দ পাই নাই। সুন্দরের নিকট শয়তান চিরদিনই পরাজিত হয়। মুমেন-মুমেনার দেহ-মনের শক্তির মধ্য দিয়েই চির সুন্দরের জামাল প্রকাশিত হয়। কোরআন হাদিছ অনন্ত সমুদ্র। মানুষের সকল সমস্যার সমাধানই তাতে আছে। আল্লাহর প্রতি ঈমান রেখে এবং সৎ নিয়ত এর উপর অটল থেকে যে ভাবে মানুষ জীবন যাপন করতে চায়, সে দিকেই সে আল্লাহর সাহায্য পাবে। মুশকিল হচ্ছে এই যে, অনেক মতলববাজ স্বার্থপর—মানুষ নিজের সুবিধা অনুসারে কোরআন হাদিছের ব্যাখ্যা করে এবং ইছলামের দোহাই দেয়। তাতেই সমাজে অশান্তি বাড়ে।"

তারাবানু অধীর ভাবে বলিলেন, "তা হলে বিধবা মেয়ের স্বাধীন জীবন যাপন করবার সমর্থন হাদিছে আছে?"

পীর ছাহেব বলিলেন, "শুধু সমর্থন নয়, উৎসাহদান আছে।" তারাবানু বলিলেন, "কিন্তু..."

পীর ছাহেব হাসিয়া বলিলেন, "বুঝেছি মা, তুমি নবী করিম (দঃ) এর জবানী না শুনলে তৃপ্ত হবেনা। প্রসিদ্ধ হাদীছ সঙ্কলন-গ্রন্থ মেশকাত এর নাম জান। তাতে দয়া-দাক্ষিণ্য অধ্যায়ে আওফ এবনে মালেফ আশজায়ী (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত—হাদিছে নূর-নবী (দঃ) বলিয়াছেন: "বিধবা হইয়া যে নারী সামাজিক মর্যাদা এবং রূপ-যৌবন থাকা সত্ত্বেও নিজের এতিম সন্তান-সন্ততির প্রতিপালন জন্য অন্য স্বামী গ্রহণ না করে, দুঃখ কষ্ট বরণ করিয়া শ্রীহীন ভাবে দিন কাটায়, কেয়ামত দিনে সেই মেয়ে এই দুই আঙুলের মত পাশাপাশি ভাবে আমার নিকট অবস্থান করিবে।"

তারাবানুর বুক থেকে যেন জগদ্দল পাথর নামিয়া গেল। সোৎসাহে তিনি বলিয়া উঠিলেন, "তাই ত

ভাবি—দুনিয়ার সমস্ত দুঃখী মানুষের জন্য যিনি খোদার রহমত হিসাবে মুক্তির পয়গাম এনেছিলেন, তিনি কি এমন হৃদয়হীন এক তরফা বিধান দিতে পারেন?"

পীর ছাহেব বলিলেন, "কিন্তু মা, আমার একটা সোজা প্রশ্নের জওয়াব দাও। তুমি অসহায়া—অল্প-বয়স্কা দরিদ্রা বিধবা মেয়ে, তোমার পক্ষে নিকাহ করাই ত নিরাপদ। তাতে সুবিধাও আছে।"

তারাবানু ক্ষুব্ধ স্বরে জওয়াব দিলেন, কিন্তু "তাতে আমার সুবিধা হ'তেও পারে, নাও হতে পারে। কিন্তু আমার মনিরের কী হবে, আব্বা? আমি যদি সাপের মত খোলস বদলিয়ে ওকে ফেলে যাই, তবে ওর বোঝা বইবে কে? ভবিষ্যৎ কী হবে, জানা নাই। কিন্তু আমি মা হয়ে কেমন ক'রে নিষ্ঠুরের মত ওকে আরও অসহায় অবস্থায় ফেলে দিব?"

পীর ছাহেব বলিলেন, "লক্ষ লক্ষ মেয়ে ত প্রতি দিন এই কাজ করছে। তারাও ত সন্তান ফেলেই এ কাজ করে।"

ক্রুদ্ধা সিংহীর মত তারাবানু উত্তর দিলেন, "বাংলার পল্লী সমাজে প্রতিদিন অনেক জুলুমবাজী ভাল কাজের নামে অনুষ্ঠিত হচ্ছে, আব্বা। যার ইচ্ছা হয়, বা যার কোন পিছটান নাই, সে নিকাহ করুক। কিন্তু আমি জানি, হাজার হাজার মেয়ে নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কতকটা সমাজের জুলুমের ভয়ে, কতকটা অন্য উপায় না পেয়ে নিকাহ করতে বাধ্য হয়। তার ফলেই ত বাংলার মোছলমান—গরু-ছাগলের মত সংখ্যায় যত বাড়ছে, মানুষ তত পয়দা হচ্ছে না। আগের দিনে বিজাতির মোকাবেলায় হয়ত এই সংখ্যাগুরুত্বের একটা প্রয়োজন ছিল। কিন্তু এখন ত জাতি গঠনের সময়। এখন সংখ্যায় বেশী হওয়ার চাইতে গুণী মানুষের বেশী দরকার। পাক বাংলার নর নারী যদি এখনও ত্যাগ ও দুঃখ বরণে অভ্যস্ত না হয়, নিজের সুবিধা ও প্রবৃত্তির পোষণের জন্যই শুধু ইছলামী আদেশ নিষেধের বুলি আওড়ায়, অথচ উন্নত মানব সমাজ গঠনের জন্য কোরআন হাদিছে যে সকল নির্দেশ র'য়েছে, সে দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে, তবে আল্লাহর লা'নত আরও বহুদিন আমাদের মাথার উপর থেকে নাম্‌বেনা, আমাদের সমাজ-জীবনও উন্নত হবেনা। আমাদের পতনের দিকে সমর্থনের জন্য কোরআন হাদিছ এর বুলি আওড়াই,—উত্থানের চেষ্টায় সে-গুলি কাজে লাগাইনা। কাজেই কোরআন হাদিছ থাকা সত্বেও আমরা এগোতে পাচ্ছিনা। আমার-মনির মানুষ হোক। সত্যিকার মোছলমানের মত দেহ-মনে সুন্দর ও শক্তিমান হোক। তাই দেখে আমি তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলে কবরে যাব। এর চাইতে বড় কাম্য আমার আর কিছু নাই, আব্বা।"

রুদ্ধ-নিশ্বাসে পীর ছাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "পাগলী মেয়ে, তোমাদের দুটী প্রাণীর ভরণপোষণ চলবে কী ক'রে।"

তারাবানু হাসিয়া জওয়াব দিলেন, "সে জন্য আমি বিশেষ চিন্তিত নই। পরদা-আবরু রক্ষা ক'রে যে ভাবে চল্‌বার অনুমতি আল্লাহ দিয়েছেন, সেই ভাবে যদি বাঁচ্‌বার সুযোগ পাই, তবে হালাল ভাবে পেটের ভাতের ব্যবস্থা আমি খুব সহজেই করতে পারব। আপনি দোওয়া করুন, আব্বা, আমরা মা-বেটা যেন আল্লাহ ও রছুলের নির্দেশিত পথে মোছলমানের মত বাঁচ্‌তে পারি।"

পীর ছাহেব সোৎসাহে বলিলেন, "মারহাবা, মারহাবা, শুধু দোয়া' নয় মা, আমি অনুমতি দিচ্ছি—নিজের আবরু রক্ষা ক'রে হালাল রোজগারের জন্য দরকার হ'লে তুমি বাইরে যেও। আমি এতক্ষণ তোমার মনের বল পরীক্ষা করছিলাম। আল্লাহপাক মানুষের মনের পবিত্রতাই শুধু দেখেন। অন্তরে বাহিরে নির্মল ও পবিত্র ভাবে যারা বেঁচে থাকতে চায়, তিনি তাদেরকে সাহায্য করেন। তিনি তোমার সহায় হউন। নিজের সুবিধামত যে পেশা তুমি ভাল জান, তাই অবলম্বন কর। আমার ইচ্ছা হচ্ছে,—তথাকথিত প্রগতিবাদিনী মেয়েদের সামনে তোমাকে দাঁড় করিয়ে দেখিয়ে দিই, সত্যিকার প্রগতি কী এবং কোথায়।"

সামান্য মুড়িবেচা মেয়ে তারাবানুর জীবনের ইহাই ক্ষুদ্র অথচ মহৎ ইতিহাস। বন্ধুর পার্বত্যপথ ঠেলিয়া নদীর স্রোতের মত, অমা-অন্ধকার ভেদ করিয়া আলোক শিখার মত, দেশ-সমাজের প্রতিকূল অবস্থার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া বিদ্রোহিনী এই নারী জীবনধর্ম পালন করিয়া চলিয়াছেন। পাক-বাংলার অগ্নিকন্যা এই তারাবানু আকাশ পারের মহৎ উদার জীবন-বেদ-ধারিণী পাক-মাটীর পাক-মানবী!

ছউদী আরবের প্রতি এক নযর

ইবনে সিকন্দর

ছউদী আরব ইছলামের কেন্দ্র-ভূমি। উহার প্রধান সহর পবিত্র ভূমি মক্কায় বয়তুল্লাহ শরীফ অবস্থিত। দুনয়ার যে কোন প্রান্তের সামর্থবান মুছলমানের পক্ষে—তাহার উপর পঞ্চ ফরযের অন্যতম হজব্রত পালনের জন্য এই পুণ্যধামে শুভাগমন—অবশ্যকর্তব্য। তাই মক্কা মুয়াযযমা বিশ্ব মুছলিমের মিলনকেন্দ্র। মক্কা বিশ্ব মানবতার মুক্তির পয়গামবাহী রহমতুল্লিল্ আলামীন রছুলগণের ইমাম মোহাম্মদ মোস্তফার (দঃ) জন্মভূমি। রছুলুল্লাহর (দঃ) অবিনাশ দেহের ধারক, তাঁহার সফল কর্মজীবনের লীলাক্ষেত্র এবং আলমে ইছলামের প্রথম রাজধানী মদীনা মনাওওয়ারা আজও ছউদী আরবের অন্যতম প্রধান শহর এবং বিশ্ব মুছলিমের দ্বিতীয় মিলন-কেন্দ্র। পরবর্তী যুগে বৃহত্তর আরব মুছলিম সভ্যতার পীঠস্থানে এবং জগতের দিকে দিকে জ্ঞান বিজ্ঞানের বৃহৎ বিকীরণ কেন্দ্রে পরিণত হইলেও ইছলামের স্বর্ণপ্রভাতে সোনালি কিরণের ন্যায় অবিকৃত ইছলামের অরুণালোক আধুনিক ছউদী আরবের প্রধান প্রদেশ পুণ্য ভূমি হেজাজ হইতেই বিচ্ছুরিত হইয়াছিল। আবার মুছলমানদের পতন যুগের শেষপ্রান্তে চতুর্দিকে পরিব্যাপ্ত জাহেলিয়ত ও অনৈছলামিকতার সূচিভেদ্য আঁধারে ছউদী—আরবের ভিত্তিভূমি নজদ হইতেই ইছলামের বিস্মৃত শিক্ষা ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নি কণার ন্যায় পুনঃ জ্বলিয়া উঠে এবং এই ক্রম উজ্জ্বলিত আলোর স্পর্শে দিশাহারা মুছলমান তাহাদের হারান সম্বিৎ ফিরিয়া পাইতে থাকে।

এ কথা সর্বজনবিদিত যে, ইছলাম মুছলমানদিগকে শুধু আধ্যাত্মিক চিন্তা এবং আনুষ্ঠানিক ধর্মক্রিয়া লইয়াই মশগুল থাকিতে উপদেশ প্রদান করে নাই। মুছলমানগণকে আধ্যাত্মিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বৈষয়িক সমৃদ্ধি লাভ করিয়া জগতের বুকে মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইতে হইবে এবং ঈমানকে সত্য-সত্যই পাকা পোখ্‌ত করিতে পারিলে মুছলমানগণ দুনয়ার উপর প্রতিষ্ঠা অর্জন করিতে সক্ষম হইবে—و انتم الاعلون ان كنتم مومنين – (৩-১৩৯) কোরআনের এই অমর বাণীর ইহাই সুস্পষ্ট ইংগিত। স্বর্ণ যুগের মুছলমানগণ এই কোরআনী ইংগিতের তাৎপর্য উত্তমরূপে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই ঈমানী জোশ এবং তাক্‌ওয়ার অনুপম নিদর্শন দেখাইয়াও পার্থিব সমৃদ্ধির সুউচ্চ আসনে অধিরূঢ় হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন!

নজ্‌দের ছউদ বংশের মধ্যে জগতের বুকে অবিমিশ্র ও অবিকৃত মৌলিক ইছলামের পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য যে অকৃত্রিম অনুরাগ দৃষ্ট হয় এবং এজন্য তাহাদিগকে যে সাধ্য সাধনার আশ্রয় গ্রহণ করিতে দেখা যায় তাহা সত্যই ইছলাম-পছন্দ ও ছুন্নত-অনুরাগীদিগকে নব আশা উৎসাহে উল্লসিত এবং তাঁহাদের প্রতি পরম শ্রদ্ধান্বিত করিয়া তোলে। অষ্টাদশ শতকের মোজাদ্দেদ মোহাম্মদ ইবনে—আবদুল ওয়াহ্‌হাবের সংস্কার আন্দোলনের সশস্ত্র সহায়ক এবং শক্তিধর পৃষ্ঠপোষক রূপে এই বংশের ভূমিকা ইছলামী আন্দোলনের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

এই বংশের অন্যতম কৃতী পুরুষ ছুলতান আবদুল আযীয আলে ছউদ যৌবনের প্রারম্ভে দুর্লঙ্ঘ্য বিপদের উত্তাল সাগর পাড়ি দিয়া রিয়াযের পিতৃ সিংহাসন পুনরুদ্ধারে সক্ষম হন। অতঃপর আল্লাহর রহমতে কঠোর নিয়ম নিষ্ঠা ও সংযম সাধনার কল্যাণে এবং অমিত তেজ ও চরিত্র মহাত্ম বলে নজ্‌দের দুর্ধর্ষ বেদুঈন কবিলাদের উপর পূর্ণ আধিপত্য প্রতিষ্ঠা পূর্বক একের পর এক উদ্দেশ্য সিদ্ধি ও সাফল্যের সিংহ দ্বারে আগাইতে থাকেন। ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পবিত্র ধাম মক্কা ভূমি হইতে ব্রিটিশের

বিশ্বস্ত ও একান্ত বংশবদ শরীফ হুছয়নকে বিতাড়িত করিয়া ক্রমে ক্রমে সমগ্র হেজাজ রাজ্যের উপর স্বীয় আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করেন।

এই কর্মকুশল ও অসমসাহসী ছুলতান তাঁহার অপূর্ব ব্যক্তিত্ব প্রভাবে আরবের গোত্রগত কলহ বিবাদ এবং সদা প্রবাহমান ফছাদ লড়াইয়ের রক্ত স্রোত বন্ধ করিয়া এবং সকলকে ইছলামী ভ্রাতৃ-বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া ইছলামের সুমহান সাম্য ও শান্তি শৃঙ্খল সৌহার্দের পথ প্রদর্শন করেন। চুরি, ডাকাতি, প্রতারণা, শোষণ, প্রভৃতি যে সব বদ অভ্যাসগুলি—বেদুঈন আরব জাতির চরিত্র বৈশিষ্ট্যে পরিণত হইতে চলিয়াছিল এবং যে সবের দৌরাত্ম্যে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত হইতে সমাগত হাজীগণ পর্যন্ত অনেক সময় বিপন্ন হইয়া পড়িতেন, ছুলতান ইবনে ছউদের কঠোর সুশাসনে তাহা সম্পূর্ণ নিবৃত্ত হইয়া গেল। সৎকার্যের উপযুক্ত পুরস্কার আর অপরাধের জন্য শরয়ী শাস্তির কঠোর ব্যবস্থার সুফল আজ এই দাঁড়াইয়াছে যে, যেখানে পূর্বে প্রকাশ্য দিবালোকেও একজন স্বদেশী অথবা বিদেশী পথিক যে কোন সময় তাঁহার সর্বস্ব দস্যু তস্করের হাতে লুণ্ঠনের ভয়ে—আতঙ্কিত থাকিত আজ সেখানে শুধু নির্ভয়ে চলাফেরাই সম্ভব নয়, হাটে মাঠে পথে প্রান্তরে যে কোন স্থানে কোন মহামূল্যবান পদার্থ ফেলিয়া রাখিলেও উহা দর্শনে কাহারও চৌর্য প্রবৃত্তি উজ্জীবিত হইয়া উঠে না। কুফ্‌র ও শের্কের আখরাগুলি নির্দয় হস্তে ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া এবং বেদআতের দীর্ঘ স্থায়ী রছ্‌ম ও রেওয়াজ সমূহের বেদরদ মূলোচ্ছেদ করিয়া তৎকর্তৃক সাময়িক ভাবে গতানুগতিক প্রথায় চিরাভ্যস্ত প্রতিক্রিয়াপন্থী বিশ্ব মুছলিমের ভাবাবেগে প্রচণ্ড ভাবে আঘাত হানার ফলে মুছলিম অধ্যুষিত বিভিন্ন রাজ্যে মুছলিম জনমণ্ডলীকে ছুলতানের বিরুদ্ধে উসকাইয়া তুলিবার—এমন কি তাহার শাসন কর্তৃত্বকালে ফরজ হজ্জ হইতে নিবৃত্ত রাখার অপচেষ্টায় দলবিশেষ মাতিয়া উঠিলেও পরিণামে সকলেই তাহাদের ভ্রান্তি উপলব্ধি করিতে সক্ষম হন এবং ছউদী শাসনের বিরুদ্ধ-প্রপাগাণ্ডা বন্ধ করিতে বাধ্য হন।

ছুলতান ইবনে ছউদ প্রাথমিক খলিফা এবং সুপ্রশংসিত ছুলতানগণের অনুকরণে অনেক সময় স্বয়ং জনগণের অভিযোগাদি শ্রবণ করিয়া কোরআন ও হাদীছ মোতাবেক ধনী দরিদ্র ছোট বড় নির্বিশেষে সকলের জন্য আদ্‌ল ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করিতেন। পবিত্র কাবাগৃহে দীর্ঘ যুগ স্থায়ী হানাফী, শাফেয়ী, মালেকী, হাম্বলী—এই চারি মযহবের চারি মুছল্লার পরিবর্তে কোরআনী শিক্ষা মোতাবেক এক ইমামের পিছনে এক মুছল্লার পুনঃপ্রতিষ্ঠা ছুলতান আবদুল আযীযের শাসক জীবনের এক অবিস্মরণীয় কীর্তি।

পার্থিব সুখ সুবিধা এবং বৈষয়িক উন্নতি ও সমৃদ্ধির জন্যও ছুলতান কম চেষ্টা করেন নাই। এতদিন পর্যন্ত আরবে উষ্ট্রকেই মরুভূমির জাহাজ (The Ship of the Desert) বলা হইত কিন্তু এখন সে দিন বাসী হইয়া গিয়াছে। সুবিস্তীর্ণ ও সীমাহীন মরু ইলাকা অতিক্রমণের জন্য এখন উষ্ট্রের পরিবর্তে বিমানপোত, মোটরকার এবং লৌহশকট ব্যবহৃত হইতেছে। আজ বেতারবার্তা আর শয়তানের আওয়াজ বলিয়া কথিত হয়না। বিরুদ্ধবাদী গোত্রীয় শেইখ এবং ধর্মীয় নেতাদিগকে ছুলতান ইবনে ছউদ বুঝাইতে সক্ষম হন যে, বেতারভাষণ কোন অন্যায় ব্যাপার নয়। কোরআন মজীদ এবং ধর্মীয় আলোচনা ও গঠনমূলক বক্তৃতা উহার মাধ্যমে শুনিতে পাওয়া যায়, আর এগুলি শয়তান আবৃত্তি করিতে পারেনা। ছুলতান প্রতিক্রিয়াপন্থী এবং গতানুগতিকতাবাদীদের বিরুদ্ধাচরণ বিপ্লবমূলক পন্থায় নয়—ক্রমসংস্কারের নীতিতে আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞান এবং নবাবিষ্কৃত বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাদির পক্ষ সমর্থনে পরিবর্তিত করিতে সমর্থ হন। তাঁহারই কল্যাণে আজ তাঁহার সুযোগ্য পুত্র ছুলতান ছউদ তাঁহার আরব্ধ উন্নয়নমূলক কার্য সাফল্যের পথে আগাইয়া লওয়ার এবং নবপরিকল্পনায় আরও বহুতর আর্থিক সমৃদ্ধি ও বৈষয়িক উন্নতির কার্য শুরু করার সুযোগ পাইয়াছেন।

বৈষয়িক উন্নতির বিভিন্ন পথেই দেশ অগ্রসর হইয়াছে। পূর্বেই বলিয়াছি উষ্ট্রের স্থান এখন মোটর ও রেলওয়ে শকট গ্রহণ করিতেছে। মোটর চালনার জন্য উত্তম রাস্তার প্রয়োজন, এজন্য এবং জনসাধারণের চলাচলের সুবিধার জন্য ছউদী আরব সরকার বিভিন্ন প্রদেশে আধুনিক প্রণালীতে নূতন রাস্তা নির্মাণ এবং পুরাতন রাস্তার সংস্কারের কার্যে পূর্ণ মনোসংযোগ প্রদান করিয়াছেন। বর্তমানে রাজধানী রিয়ায হইতে মাত্র যাহরান পর্যন্ত একটি ক্ষুদ্র রেললাইন বিদ্যমান রহিয়াছে। নবপরিকল্পনায় সমস্ত আরবভূমিতে রেললাইন বিস্তৃত করার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। সর্বপ্রথম রিয়ায হইতে যেদ্দা, যেদ্দা হইতে মক্কা এবং মক্কা হইতে মদীনা পর্যন্ত রেল সংযোগ সংস্থাপিত হইবে। পরে অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সহরও ইহার সহিত সংযোজিত হইবে। ছউদী আরবের সহিত সিরিয়া এবং অন্যান্য আরবরাষ্ট্রের সংযোগ এই ক্রমবিস্তৃত লাইনের সাহায্যে সংঘটিত হইবে। এই পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করিতে কতদিন সময় লাগিবে তাহা এখনও নিশ্চিতরূপে বলা চলেনা। তবে নূতন ছুলতান এবং ছউদী আরব সরকার এব্যাপারে যেরূপ উদ্যোগী হইয়াছেন তাহাতে কাজ যে খুব দ্রুতগতিতেই অগ্রসর হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। ইতিমধ্যেই রিয়ায হইতে দাম্মাম (Dammam) পর্যন্ত ৩৫৭ মাইল সুদীর্ঘ রেললাইন প্রস্তুতের জন্য $ ৫২, ০০০, ০০০ খরচ করা হইয়াছে। রিয়ায হইতে যেদ্দা পর্যন্ত রেল বিস্তার বাবদ $ ২২০, ০০০, ০০০ বরাদ্দ করা হইয়াছে।

সহরগুলির মধ্যে সামুদ্রিক বন্দর যেদ্দাতেই সর্বাপেক্ষা বেশী উন্নতি সাধিত হইয়াছে। বিদেশী রাষ্ট্রাবাস এবং বাণিজ্য প্রতিনিধিগণের প্রধান কেন্দ্র এই সহরেই অবস্থিত। জাহাজারোহী হাজীগণ এইখানেই অবতরণ ও উত্তরণ করেন। সম্প্রতি জাহাজবন্দরের যথেষ্ট উন্নতি ঘটিয়াছে। একটি আধুনিক উত্তরণমঞ্চ বা জেটি নির্মিত হইয়াছে। একটি সুন্দর বিমানবন্দর গড়িয়া উঠিয়াছে। সুদৃশ্য রাজপথ, বিদ্যুৎতালোক, পানি সরবরাহ প্রভৃতি ব্যবস্থায় হাত দেওয়া হইয়াছে। বাস অথবা ব্যবসার উদ্দেশ্যে অসংখ্য বিরাট বিরাট আধুনিক অট্টালিকা নির্মিত হইতেছে। মোটামুটি হিসাবে গড়ে যেদ্দায় প্রতিদিন একটি করিয়া এইরূপ প্রাসাদ গড়িয়া উঠিতেছে। উন্নতির গতি এই ব্যাপার হইতেই উপলব্ধি করা যাইবে যে, ৫ বৎসর পূর্বে যেখানে মাত্র চল্লিশ সহস্র নাগরিক বাসিন্দা ছিল সেখানে আজ প্রায় আড়াই লক্ষ লোক বসবাস করিতেছে। যেদ্দার পরই সম্ভবতঃ রাজধানী রিয়াযের স্থান। অন্যান্য সহরগুলিও সমান তালে না হইলেও প্রায় অনুরূপভাবে সমৃদ্ধ হইয়া উঠিতেছে। আল-হাসা প্রদেশের উন্নয়ন বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। এখানে একটি বন্দর, একটি বিমান অবতরণ ক্ষেত্র, কতিপয় নূতন সহর এবং বহু রাজপথ নির্মিত হইয়া গিয়াছে। উন্নয়ন পরিকল্পনায় প্রধান প্রধান সহরগুলির মল ও ময়লা নিষ্কাষণ ব্যবস্থা, বিদ্যুতালোকিতকরণ, সরকারী গৃহ নির্মাণ, চিকিৎসাকেন্দ্র ও হাসপাতাল, মছজিদ এবং রাজপথ নির্মাণের জন্য $ ৩০,০০০,০০০ বরাদ্দ করা হইয়াছে।

উপরে যাহা উল্লিখিত হইল এবং নিম্নে যাহা বর্ণিত হইবে সে সব ছউদী আরবের ন্যায় দরিদ্ররূপে সুপরিচিত একটি দেশের পক্ষে কি করিয়া সম্ভব হইল এই প্রশ্ন অনেকের মনেই উদিত হইতে পারে। সকলেই অবগত রহিয়াছে, ছউদী আরবের অধিকাংশ অঞ্চল বালুকাময় শুষ্ক মরুভূমি অথবা কঙ্কর পূর্ণ অনুর্বর ও নিরস শক্তিভূমি। মরূদ্যান এবং কর্ষণযোগ্য ভূমির পরিমাণ তুলনায় অতি সামান্য। খর্জুর বাগান এবং মেষাদি অধিবাসীদের উপজীবিকার প্রধান উপায়। হজ্জের মওছুমে ক্রয় বিক্রয় প্রভৃতি উপায়ে অনেকে সংবৎসরের উপায় করিয়া লইতে সক্ষম হয় কিন্তু এতদ্বারা সরকার এবং সমগ্র দেশবাসীর আর্থিক সমৃদ্ধির উপায় সূচিত এবং উন্নয়নমূলক ব্যবস্থার পথ উন্মুক্ত হয় না। আল্লাহ তাঁহার অনন্ত রহমতে মানুষের অকল্পনীয় ও অভাবিত উপায়ে ছউদী আরব এবং মধ্যপ্রাচ্যের আরও কতিপয় মুছলিম রাষ্ট্রের প্রভূত আয়, ভবিষ্যৎ উন্নতি এবং সমৃদ্ধির পথ অভাবিত উপায়ে উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন।

পেট্রোলিয়াম নামীয় খনিজ তৈল আধুনিক সভ্যতার এক বিশিষ্ট এবং অপরিহার্য উপকরণে পরিণত হইয়াছে। এই তৈলের অভাবে আকাশে বিমানের গতি স্তব্ধ হইয়া যাইবে, রাজপথে মোটর যাতায়াত বন্ধ হইবে, বহু রেলওয়ে লাইনে লৌহশকটের চলাচল ব্যাহত হইবে, অনেক কল কারখানার দুয়ার রুদ্ধ হইয়া যাইবে। আধুনিক সভ্যতার এই অত্যাবশ্যক উপকরণের এক বিপুল অংশ মধ্যপ্রাচ্যের মুছলিম অধ্যুষিত দেশগুলি হইতে সংগৃহীত হইতেছে অথচ পূর্বে এই পেট্রোলিয়াম খনির এত বড় উৎস এই ইলাকায় ছড়াইয়া রহিয়াছে তাহা কাহারও জানা ছিলনা। ১৯৫৩ সালে মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন মুছলিম রাষ্ট্র সমূহের খনি হইতে উত্তোলিত অশোধিত পেট্রোলিয়ামের পরিমাণ নিম্নরূপ ঃ

কোওয়াট	৪২, ৬৫৪, ০০০	টন
ছউদী আরব	৪২, ৫৬৬, ০০০	,,
ইরাক	২৮, ২০০, ০০০	,,
কাটার	৪, ০০৩, ০০০	,,
মিছর	২, ৩৫০, ০০০	,,
বাহরায়েন	১, ৫০৬, ০০০	,,
ইরাণ	১, ৩৬৬, ০০০	,,
তুরস্ক	২৮, ০০০	,,
	মোট— ১২১, ৬৭৩, ০০০	

মধ্যপ্রাচ্যের উপরোক্ত পরিমাণ খনিজতৈল সমস্ত জগতের উৎপাদনের শতকরা ১৮·৪ ভাগ। কিন্তু এখানে আরও উল্লেখযোগ্য ব্যাপার এই যে, উপযুক্ত চেষ্টা ও নিয়মিত ব্যবস্থায় আরও ৫০, ০০০, ০০০ টন পেট্রোলিয়াম উৎপাদিত হইতে পারিত। মোছাদ্দেক সরকারের তৈল জাতীয়করণের সিদ্ধান্ত এবং রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক হট্টগোল হইতে উদ্ভূত কারণে এক ইরাণ হইতেই ৩৫, ০০০, ০০০ টন তৈল উত্তোলিত করা সম্ভবপর হইয়া উঠে নাই।

যাহা হোক, আমরা ছউদী আরবের বৈষয়িক উন্নতির উল্লেখ প্রসঙ্গে মধ্যপ্রাচ্যের এই অতি মূল্যবান সম্পদের উল্লেখ করিতেছিলাম। উদ্ধৃত পরিমাণ হইতে সহজেই বুঝা যাইবে, ছউদী আরব ১৯৫৩ সালে মধ্যপ্রাচ্যের মোট উৎপাদনের শতকরা প্রায় ৩৪ ভাগ একাই উৎপাদিত করিয়াছে।

যতদূর জানা গিয়াছে ছউদী আরবের ৫৬২, ৭০০ একর ইলাকায় তৈল সঞ্চিত রহিয়াছে। ১৯৫২ সনের পূর্ব পর্যন্ত মোট ৪০টি তৈলকূপ নির্মিত হইয়াছে। ১৯৫২ ও ৫৩ সনের মধ্যে আরও ৪টি স্থানে তৈলের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে—সন্ধান কার্য এখনও পুরাদস্তর চলিতেছে এবং আল্লাহর ফযলে আরও আবিষ্কৃত হওয়ার আশা আছে। মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য রাষ্ট্রের ন্যায় ছউদী আরবেও তৈলশোধনাগার স্থাপিত হইয়াছে এবং সঞ্চয়কেন্দ্র হইতে বাহরায়েনের সমুদ্র পর্যন্ত ২৩১ কিলোমিটর পাইপ লাইন বসান হইয়াছে।

ছউদী আরবের তৈল উত্তোলন, বিশোধন ও বিতরণ কার্য আরব-অ্যামেরিকান কোম্পানি (Aramco) দ্বারা সম্পাদিত হইয়া থাকে। ১৯৫২ খৃষ্টাব্দে কোম্পানীর ২৮,৮৪০ জন কর্মচারী ও শ্রমিকের মধ্যে ১৪৮২০ জন ছিল ছউদী আরবীয়। উচ্চতর কর্মচারীবৃন্দের অধিকাংশই যে আমেরিকান তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। তাহা ছাড়া কোম্পানীর কণ্ট্রাকটারগণ ১৯৫২ সালে ১১,১৭০ জন কর্মী নিযুক্ত করিয়াছিলেন। কোম্পানী কণ্ট্রাকটারগণকে উক্ত সনে ৪৭, ৫০০, ০০০ রিয়াল প্রদান করেন। ১৯৫৩ সনের ৩১শে মার্চ যে আর্থিক বৎসর শেষ হয় উহাতে ছউদী সরকারের মোট $ ১৯৮, ০০০, ০০০ আয়ের মধ্যে শতকরা ৮০ ভাগই তৈলকর হইতে সংগৃহীত হয়। তৈলকরের এই অতি বর্ধিত আয় এবং সংশ্লিষ্ট কাস্টম্‌স ডিউটি ছউদী আরব সরকারকে হাজীদের উপর হজ্জকর রহিতকরণে উৎসাহিত করে। এই মোটা আয় হইতেই ছউদী সরকার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্য্যে হাত দিতে সক্ষম হইয়াছেন। ২৫।৩০ হাজার লোক প্রত্যক্ষভাবে এবং ততোধিক লোক পরোক্ষভাবে ইহারই কল্যাণে উপজীবিকার নূতন পথ প্রাপ্ত হইয়াছে।

উন্নয়নমূলক প্রোগ্রামে শিক্ষার সম্প্রসারণ বিশিষ্ট স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে। ধর্মীয় শিক্ষার উন্নত ব্যবস্থা এবং আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের সহিত পরিচিতির প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সরকার পুরাপুরি অবহিত রহিয়াছেন। এতদুদ্দেশ্যে বহু নূতন মাদ্রাসা ও স্কুল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং হইতেছে। এই বৎসরের মধ্যেই প্রথম আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তি প্রস্তর প্রতিষ্ঠিত হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে। উচ্চ শিক্ষা লাভ, বহির্জগত সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা অর্জন

এবং কূটনিতিক বিদ্যা শিক্ষার জন্য শত শত মেধাবী ছাত্র ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা, মিছর, ভারত, পাকিস্তান প্রভৃতি উন্নতিশীল রাষ্ট্রের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে প্রেরিত হইতেছে। আবার রিয়ায প্রভৃতি শহরের উচ্চ ধর্মীয় শিক্ষাগার গুলির দ্বার অন্যান্য মুছলিম রাষ্ট্রের ছাত্রদের জন্য উন্মুক্ত রাখা হইয়াছে।

ছউদী আরবের অনেক ভাল এবং পছন্দনীয় জিনিষের ভিতর একটী অপ্রশংসনীয় জিনিস এই ছিল যে ছুলতান অবদুল আযীয ইবনে ছউদ শাসন ব্যাপারে একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। এতদিন ছুলতানের ফরমানই দেশের আইনের মর্যাদা প্রাপ্ত হইত। ছুলতানের হুকুমের বিরুদ্ধে কাহারও উচ্চবাচ্য করার কোন সুযোগ ছিলনা। নাম মাত্র যে সব মন্ত্রী থাকিতেন তাঁহাদিগকে ছুলতানের হুকুম অনুযায়ী উঠাবসা করিতে হইত। তাঁহারই ইচ্ছাকে কার্যে পরিণত করার ব্যবস্থাপনা তাঁহাদের একমাত্র কর্তব্য ছিল। কিন্তু বর্তমানে এই অবস্থার অনেক পরিবর্তন ঘটিয়াছে এবং ছুলতানের একনায়কত্বের পরিবর্তে এখন ক্ষমতা ও দায়িত্ব—সরকারী বিভাগগুলির মধ্যে বণ্টিত হইয়াছে। এখন মন্ত্রীসভা দেশ শাসন ও পরিচালনার দায়িত্ব প্রতিপালন করিতেছেন, তাঁহারা জাতীয় সমস্যা এবং গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে একত্র বসিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং পরিকল্পনা নির্ধারণ করিয়া থাকেন। প্রত্যেক মন্ত্রীর সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব এবং কর্মক্ষেত্র রহিয়াছে, প্রত্যেক বিভাগের পৃথক পৃথক বাজেট রহিয়াছে এবং প্রত্যেক মন্ত্রীকে তাঁহার উপর ন্যস্ত বিভাগ কিম্বা বিভাগ সমূহের কার্যতৎপরতার সাময়িক রিপোর্ট ছুলতানের নিকট পেশ করিতে হয় এবং নাগরিক বৃন্দেকেও উক্ত বিষয় সমূহে অবহিত রাখিতে হয়। প্রত্যেক রাজকীয় ব্যাপারে এখন জনসাধারণের অভিমত জ্ঞাপন, প্রতিবাদ উত্থাপন এবং প্রস্তাব পেশ করার অধিকার জন্মিয়াছে।

রাষ্ট্রের দফাওয়ারী আয় এবং বিভাগীয় ব্যয় পরীক্ষার জন্য Audit Council নামে একটী শক্তিশালী কমিটী গঠিত হইয়াছে। এই কমিটী কোন বিভাগের বেহিসাবী ও বেপরোয়া ব্যয় রোধ করিতে এবং সরকারী কর্মচারীগণের কর্তব্য-অবহেলার প্রতিবিধানেরও ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছে। কাউন্সিল অব স্টেট নামেও আর একটি কমিটী গঠিত হইয়াছে। যে কোন নাগরিক এই কাউন্সিলের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া সরকারী বিভাগের কিম্বা যে কোন কর্মচারীর অন্যায় আচরণের বিরুদ্ধে অভিযোগ পেশ করিতে পারে। ছুলতান ছউদ এই কাউন্সিল স্থাপনের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করিতে গিয়া বলিয়াছেন, উহা ইছলামের শিক্ষা অনুসারেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। শাসন কর্তৃপক্ষের তরফ হইতে সকলের জন্য ন্যায়বিচার প্রাপ্তির সুযোগ করিয়া দিতে হইবে এবং অপরাধী—সে যত বড় পদমর্যাদার অধিকারী হউক না কেন এবং যে কোন বিভাগ অন্যায়ের জন্য দায়ী হউক না কেন—বিচারে দোষী সাব্যস্ত হইলে শাস্তি পাইবে অথবা ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য হইবে। কোন নাগরিকই কাহারও দ্বারা যাহাতে অন্যায়ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ না হয় এবং অন্যায় ঘটিয়া গেলে যাহাতে উহার প্রতিবিধান হয় সেই মহৎ উদ্দেশ্যেই এই কাউন্সিল অব স্টেটের প্রতিষ্ঠা।

জনসাধারণকে দেশের শাসন ব্যাপারে সুযোগ্য এবং সমষ্টিগত কর্তব্যে দায়িত্বসম্পন্ন করিয়া—তোলার আগ্রহে ছুলতান ছউদ সম্প্রতি প্রত্যেক বড় বড় সহরে মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিল প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। সংশ্লিষ্ট সহরের গবর্ণর এই কাউন্সিলের সভাপতিত্ব করিয়া থাকেন। এই কাউন্সিলের উপর নির্দিষ্ট সহর ও সংযুক্ত ইলাকার শিক্ষা, হাঁসপাতাল, রাস্তা, আলো এবং পানি-সরবরাহ ও মল নিষ্কশন ব্যবস্থা, প্রভৃতির দায়িত্ব অর্পিত হইয়াছে। তাঁহাদের কর্তব্য সুসমাধার জন্য তাঁহাদের হস্তে প্রচুর অর্থ প্রদত্ত হইয়া থাকে।

ছউদী আরব সরকার সাধারণ ডাক ব্যবস্থা টেলিগ্রাম, টেলিফোন প্রভৃতিরও সুষ্ঠু ব্যবস্থা সম্পাদন করিয়াছেন। বেতারবার্তারও যথেষ্ট প্রচলন হইয়াছে এবং উহার কদর ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে। দুঃখের বিষয় সংবাদপত্র, সাময়িকী এবং পুস্তক রচনা ও প্রকাশের ব্যাপারে ছউদী-আরবে আশানুরূপ অগ্র-

গতি পরিলক্ষিত হইতেছেনা। এ ব্যাপারে মিছর ছিরিয়া প্রভৃতি আরব রাষ্ট্রের উপর উহার অধিবাসীগণ বিশেষ ভাবে নির্ভর করিয়া থাকেন।

হজ্জের মওছমে হাজীদের স্বাস্থ্যরক্ষা এবং সর্বাঙ্গীন সুখসুবিধার যথাসাধ্য ব্যবস্থা ছউদী আরব সরকার করিয়া থাকেন। প্রতি বৎসর বিদেশাগত উপযুক্ত আলেম এবং যোগ্য ব্যক্তিদিগকে মূল্যবান বহি পুস্তক, খেলাত এবং অন্যান্য এনআম দ্বারা পুরস্কৃত এবং কখন কখন স্বীয় দরবারে দাওয়াত দিয়া ছুলতান তাঁহাদিগকে আপ্যায়িত করিয়া থাকেন।

ছুলতান ছউদ শাসনভার গ্রহণের পর হইতে তাঁহার বিশেষ উদ্যোগে প্রতি বৎসর হজ্জের সময় মুছলিম রাষ্ট্র সমূহ হইতে সমাগত বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দের সমবায়ে পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে আলমেইছলামের সাধারণ সমস্যা সমূহের আলোচনা এবং ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণের উদ্দেশ্যে বিশ্বমুছলিম কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে। মিল্লতে ইছলামীয়ার জন্য ইহা এক মহাগুরুত্বপূর্ণ শুভ সংবাদ।

আর্থিক সমৃদ্ধি এবং বৈষয়িক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ছউদী আরব সরকার দেশরক্ষা ব্যবস্থার উন্নতি এবং সামরিক শক্তিবৃদ্ধির দিকেও যথাসম্ভব মনোযোগ প্রদান করিয়াছেন। সিকি শতাব্দী পূর্বেও দেশের সৈন্যবাহিনী প্রধানতঃ যাযাবর বেদুঈনদের লইয়াই গঠিত হইত। প্রয়োজনের সময় ইহাদের কাজে লাগান হইত, অন্য সময় ইহারা এক স্থান হইতে অপর স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইত, নির্দিষ্ট বাড়ী ঘর, ভূমি সম্পদ কিছুই ছিলনা এবং প্রকৃত কথা এই যে, এই সবের প্রতি তাহাদের কোন আকর্ষণও ছিলনা। আজ ছউদী সরকারের উদ্যোগে তাহাদের অনেকেই যাযাবর জীবনের মোহ পরিত্যাগ করিয়া সহর ও গ্রামসমূহে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করিয়াছে। সরকার তাহাদের জন্য কর্ষণযোগ্য জমি এবং সেচ পানির ব্যবস্থা করিয়াছেন।

ছউদী সরকারের সৈন্যবাহিনীর বড় অংশ ইহাদের দ্বারাই গঠিত। সৈন্যবাহিনীকে আধুনিক যুদ্ধবিদ্যায় সুশিক্ষিত করিয়া তোলার জন্য বিদেশ হইতে প্রসিদ্ধ সমরাভিজ্ঞ নিয়োজিত করা হইয়াছে। সরকার বিদেশ হইতে প্রচুর আধুনিক সমরসজ্জাও ক্রয় করিয়াছেন এবং করিতেছেন। মোটের উপর ছউদী আরব সরকার তাহাদের সামরিক প্রচেষ্টাকে আধুনিক পদ্ধতিতে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টার ত্রুটী করেন নাই। আজ একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে ছউদী আরব সামরিক দিকদিয়া মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য দেশগুলি হইতে কোন অংশেই পশ্চাদ্‌পদ নহে।

পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম তৈল উৎপাদনকারী দেশ ছউদী আরবের ক্রমবর্ধমান আয়ের ফলে দেশের জীবনযাত্রার মান এবং বিলাসিতাও বাড়িয়া চলিয়াছে।

প্রাক্তন ছুলতান ইব্‌নে ছউদের আমলে পাশ্চাত্য জগতের কোন পরিব্রাজকের পক্ষে ছউদী আরবে আগমন দুঃসাধ্য ছিল। এখন ব্যবসায়ী, সাংবাদিক, তৈলবিশেষজ্ঞ এবং টেকনিশিয়ানদের জন্য ছউদী আরবের দ্বার উন্মুক্ত। অবশ্য মক্কা ও মদীনা অমুছলিমের জন্য চিররুদ্ধ।

আজ পর্যন্ত কোন সিনেমা ছউদী আরবে—ঢুকিতে পারে নাই। সেখানে যে কোন প্রকার শরাব নিষিদ্ধ। বৈদেশিক দূতাবাসেও মদ্যজাতীয় কোন পানীয় আমদানীর অনুমতি নাই। বিদেশী কোন নাবিককেও যেদ্দার রাস্তায় মাতাল অবস্থায় দেখা গেলে তৎক্ষণাৎ তাহাকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়।

চুরির শাস্তি হস্ত কর্তন। প্রকাশ্যে উহার—প্রদর্শনও হইয়া থাকে। পাশ্চাত্যের দৃষ্টিতে উহা বর্বরতার পরিচায়ক। কিন্তু এই কঠোর ব্যবস্থার ফলে খুব অল্প হস্তই কর্তিত হইয়াছে কিন্তু চুরি ও ফাঁকিবাজি বন্ধ হইয়া গিয়াছে। কোন দোকান—সপ্তাহব্যাপী বিনা পাহাড়ায় খুলিয়া রাখিলেও, দিনের পর দিন কোন গাড়ী তালাবদ্ধ না রাখিলেও উহার একটী জিনিষও খোয়া যাইবে না।

উপরে ছউদী আরবের ধর্মীয় উন্নতি এবং বিশেষ করিয়া বৈষয়িক অগ্রগতি সম্বন্ধে যাহা বর্ণিত হইল তাহা উন্নতির পথে দ্রুত ধাবমান ছউদী আরবের একটি মোটামুটি চিত্রও নহে, উহা অগ্রগতির কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের দিকে পাঠকবর্গের দৃষ্টি আকর্ষিত করার একটা ক্ষুদ্র প্রচেষ্টামাত্র। বস্তুতঃ এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে আধুনিক ছউদী আরবের অনেক কথাই অকথিত রহিয়া গেল। *

* ছউদী আরবের বৈষয়িক উন্নতি সম্পর্কে উদ্ধৃত তথ্য সমূহ বর্তমান সালের মে সংখ্যা ইছলামিক রিভিউ এবং অন্যান্য সাময়িকী ও সংবাদপত্র হইতে সংগৃহীত হইয়াছে—লেখক।

শয়খ আবুল হাছান খারকানী সকাশে গাজী ছুলতান মাহ্‌মুদ

মোহাম্মদ আবদুর রহমান

গযনীর ছুলতান মাহমুদ একজন ধর্মভীরু বাদশাহ ছিলেন। ইছলামের প্রতি আন্তরিক অনুরাগ এবং ধর্মীয় কাজে তাঁর প্রবল উৎসাহ উদ্দীপনার বহু নযির ইতিহাসের পৃষ্ঠায় বিদ্যমান আছে। তিনি বিদ্বানগণের সাহচর্য যেমন ভালবাসতেন, বুযর্গ ওলি দরবেশদের খেদমতেও তেমনি হাযের হ'তে পছন্দ করতেন।

একদিনের ঘটনা ঃ

প্রসিদ্ধ বুযর্গ শয়খ আবুল হাছান খারকানীর যেয়ারত লাভের জন্য ছুলতান মাহমুদ ব্যস্ত হয়ে উঠলেন এবং অবশেষে খারকান অভিমুখে রওয়ানা হলেন। খারকানের কোন এক নির্দিষ্ট স্থানে ছাউনী ফেলে শয়খের নিকট এই পয়গাম পাঠালেন ঃ "আমি আপনার সাক্ষাৎ লাভের উদ্দেশ্যে গযনী থেকে খারকান পর্য্যন্ত এসেছি। ভদ্রতা এবং সৌজন্যের খাতেরে আপনি এখানে শুভ পদার্পণ ক'রে এই সাক্ষাৎলাভের সুযোগ দেবেন এটা আমি আশা করছি।" সুলতান সঙ্গে সঙ্গে কাছেদকে একথা বুঝিয়ে দিলেন যে, যদি শয়খজী খানকাহ থেকে বাইরে আসতে অস্বীকার করেন, তাহলে কোরআন মজীদের এই পবিত্র আয়ত তাঁকে শুনিয়ে দেবে ঃ

يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول و اولى الامر منكم -

হে মোমিন মুছলমানগণ, তোমরা আল্লাহকে মান ও আর্ রছুলকে মান এবং তোমাদের শাসনকর্তাকেও (মান)।

কাছেদ শয়খের খানকায় পৌঁছে যথারীতি ছুলতানের পয়গাম দরবেশের নিকট পৌঁছিয়ে দিল। শয়খ তাঁর অসুবিধার হেতু এবং আপত্তি জানালেন। তখন কাছেদ ছুলতানের ঈংগিত মোতাবেক নির্দিষ্ট আয়ত পড়লেন।

শয়খ বললেন, তুমি ছুলতানের নিকট ফিরে গিয়ে এই গোযারেশ পেশ করবে যে, আমি اطيعوا الله—আল্লাহর হুকুম প্রতিপালনে এত বেশী ব্যস্ত যে اطيعوا الرسول—রছুলের (দঃ) হুকুম তা'মীলের ব্যাপারেই খুব শরমেন্দাহ আছি।"

কাছেদের মুখে ছুলতান সব কথা শুনলেন। কথা গুলো তাঁর অন্তরে প্রবেশ ক'রে একটা অভিনব ভাবাবেগের সৃষ্টি করল এবং তিনি শয়খের সঙ্গে তাঁর খানকাহ্‌তেই দেখা করতে মনস্থ করলেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একটা দুষ্ট বুদ্ধি তার মনে জাগল। তিনি শয়খকে পরীক্ষা করার জন্য নিজের শাহী পোষাক তাঁর গোলাম আয়াযকে পরালেন এবং নিজে গোলাম আয়াযের পরিচ্ছদ-পরিধান করলেন। আর কতিপয় দাসীকে দাসের পোষাকে সজ্জিত ক'রে সঙ্গে নিলেন। যখন শাহী দল খানকায় পৌঁছে গেলেন, শয়খ তখন নির্বিকার ভাবে আপন জায়গায় বসে রইলেন, ছুলতানের তা'যীমের জন্য নিয়ম-মাফিক দাঁড়াবার প্রয়োজন বোধ করলেন না। তিনি মাহমুদের পোষাকে সজ্জিত আয়াযের দিকে ফিরেও তাকালেন না, আয়াযের পোষাকধারী মাহমুদের দিকে দৃষ্টি ফিরালেন।

আয়াযরূপী মাহমুদ বললেন, "আপনি কেন ছুলতান—যিল্লুল্লাহর তা'যীম করলেন না?

শয়খ উত্তর করলেন, হাঁ, কিন্তু তোমার ছড়ান জালে এ ফকীরকে জড়াতে পারবে না। তুমি কেন এগিয়ে আসছ না, তুমিই কি এই নিক্ষিপ্ত জালের বহুত্তম শীকার নও?

ছুলতান স্পষ্ট বুঝতে পারলেন শয়খজী তার স্বাভাবিক বুদ্ধির সাহায্যেই প্রকৃত অবস্থা বুঝে নিয়েছেন। তখন তিনি বা-আদব শয়খের ছামনে গিয়ে উপবেশন করলেন এবং এই আরয পেশ করলেন, "হযরত, দয়া করে কিঞ্চিৎ এরশাদ ফরমান।"

শয়খ গোলাম রূপী দাসীদের দিকে ইশারা করে বললেন, "আগে এই মুহরিমদেরকে মজলিছ থেকে দূরে সরান হোক।" যথা হুকুম তথা কাজ। অতঃপর ছুলতান—আরয করলেন,

"হুযুর, বায়েযীদ বোস্তামী সম্বন্ধে কিছু শুনতে ইচ্ছুক।"

শয়খ বললেন,

বায়েযীদ রোস্তামী এরশাদ ফরমিয়েছেন, "আমাকে যে একবার দেখেছে সে অসন্তোষ ও বদ্‌বখ্‌তির সমস্ত

অকল্যাণ থেকে মুক্ত হয়েছে।

ছুলতান বললেন, এ কথা তো মস্তিষ্কে কিছুতেই ঢুকচে না, কারণ বায়েযীদের পদ মর্তবা জাঁহযরতের (দঃ) চাইতে অধিক হতেই পারে না। সকলেই জানে হুযুরকে (দঃ) আবু লহব, আবু জেহল এবং আরও কত হতভাগ্য কাফের দীর্ঘ দিন দেখবার সুযোগ পেয়েও সৌভাগ্য অর্জন করতে পারেনি। কাজেই বায়েযীদের (রহঃ) সাক্ষাৎকারী প্রত্যেক বদবখত কী করে সৌভাগ্যের অধিকারী হতে পারে?"

শয়খ উত্তর করলেন, "তোমার চিন্তা ও বুদ্ধির দৌড় যে পর্যন্ত গতিমান, এটা তারও উর্ধ জগতের কথা। রছুলুল্লাহকে (দঃ) তাঁর বুযর্গ ছাহাবাগণ ছাড়া প্রকৃত অর্থে আর কেও দেখতেই পায়নি। তুমি কি কোরআন মজীদের এই আয়ত শুননি?

و تراهم ينظرون اليك و هم لايبصرون –

[illegible] ধারণা করছেন, যে তারা আপনাকে দেখছে কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তারা আপনাকে দেখতে পাচ্ছেনা।

"প্রকৃতই যদি তাঁরা রছুলুল্লাহকে (দঃ) দর্শন করত তা হলে নিশ্চয়ই তারা দুর্ভাগ্যের প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারত"

শয়খের উপরোক্ত উত্তর ছুলতান খুব পছন্দ করলেন এবং আরও কিছু উপদেশের আবেদন— জানালেন।

শয়খ বললেন, "চারটি জিনিষ তোমার উপর অবশ্যকর্তব্য মনেকরবে। সেগুলো এই : ১। পরহেযগারী, ২। নামায বা-জামাআত, ৩। দানশীলতা এবং ৪। আল্লাহর সৃষ্ট জীবের উপর দয়া ও রহম।"

ছুলতান শয়খের নিকট নিজের জন্য দোওয়া প্রার্থনা করলেন। শয়খ উত্তর করলেন, "আমি প্রত্যেক নামাযের পর হামেশা এই দোওয়া ক'রে থাকি,

اللهم اغفر للمومنين والمومنات –

"হে আল্লাহ, প্রত্যেক মোমেন ও মোমেনাকে মার্জনা কর।"

ছুলতান বললেন, "এ'তো আ'ম দোওয়া হ'ল, আমার জন্য খাছ দোওয়া করুন।" শয়খ বললেন, "আল্লাহ তোমার পরিণামকে প্রশংসার যোগ্য করুন!"

ছুলতান বিদায় কালে শয়খের ছামনে নযরানা স্বরূপ স্বর্ণমুদ্রের একটী থলে পেশ করলেন। শয়খ তাঁর সম্মুখস্থ শুখনো রুটী ছুলতানকে খেতে দিলেন। ছুলতান তবাররুকান এক টুকরা ছিঁড়ে নিয়ে— মুখে পুরলেন কিন্তু সেটা গলায় আটকে গেল। শয়খ তাই দেখে বললেন, "এ কী, গলায় আটকে গেল?" "জী হাঁ," ছুলতান উত্তর করলেন।

শয়খ বললেন, "এই শুখনো রুটী যেভাবে তোমার গলায় বেঁধে গেল, ঠিক তেমনি তোমার এই মহামূল্য নযরানাও আমার গলায় আটকে যাবে, আমার সম্মুখ থেকে স্বর্ণমুদ্রার থলে দূর কর।"

ছুলতান যখন বিদায়ের জন্য দণ্ডায়মান হলেন, শয়খ সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ালেন। এই দেখে ছুলতান তৎক্ষণাৎ জিজ্ঞাসা করলেন, "আমি যখন এলাম, তখন আপনি আমার দিকে ফিরেও তাকালেন না আর যখন বিদায় নিচ্ছি তখন আমার সম্মানার্থে দাঁড়িয়ে গেলেন, এর হেতু কী?

শয়খ বললেন, এর কারণ এইযে, তুমি যখন এখানে পদার্পণ করলে তখন শাহানশাহী পদগরিমার জাঁকজমকে গর্ব অনুভব করছিলে। আর যখন ফিরে যাচ্ছ তখন দেখতে পেলাম বিনয় নম্রতার নিদর্শন প্রকাশ পাচ্ছে তোমার চেহারায়, তোমার কথাবার্তায়, তোমার আচরণে।

— তারীখে ফেরেশতা, আল্-মু'তাযরের মাধ্যমে।

দশই মোহর্‌রম

আবু আহ্‌মদ মাহ্‌বুবর রহমান

১০ই মোহর্‌রম বা আ'শুরা সমাগত প্রায়। আ'শুরা আমাদের আনন্দ পর্ব নহে, উহা একদিকে যেমন ব্যথা ও বেদনা, আফছোছ ও অনুতাপ, শোক ও দুঃখের বিষাদ-ঘন মাতম দিবস, তেমনি অন্য-দিকে ত্যাগের জলন্ত নিদর্শন ও আত্ম বিসর্জন এবং অনুপম আদর্শের স্মৃতি বাহক এক পুণ্য দিবস। মুছলমান যুগে যুগে দেশে দেশে আল্লাহর রাহে দ্বীনের জন্য, সত্যের জন্য প্রাণের মায়া, ধনের লোভ, আত্মীয় পরিজনের আকর্ষণ পরিত্যাগ করিয়া কেমন করিয়া ধনমান জান প্রাণ বিসর্জন করিবে, আ'শুরা তাহার পথ প্রদর্শক ও দিক্ দিশারী গৌরব স্মৃতি।

এই দিবস আর এক পুণ্যস্মৃতি—ফেরাউনী জুলুম-শাহীর শৃঙ্খল ও পরাধীনতার অভিশপ্ত নিগড় হইতে বণি ইছরাইলদের মুক্তির পয়গাম এবং জালেম বাদশাহ ও তাহার অনুচরবৃন্দের নীল সাগরের সলিল সমাধি প্রাপ্তির সংবাদ বহন করিয়া আনে। হযরত মুছা বণি-ইসরাইলদের বিপদ-মুক্তির জন্য মুক্তিদাতা আল্লাহর কৃতজ্ঞতা স্বরূপ এই দিবস রোযা রাখেন এবং বণি-ইছরাইলদিগকে রোজা রাখার নির্দেশ দেন। তদবধি ইয়াহুদীগণ এই দিবস রোযা রাখিয়া আসিতেছে।

আ'শুরার এই ত্যাগে জ্জ্বল দিবসে—অন্যায় হইতে মুক্তির স্মৃতি-ধারক এই পুণ্য দিনে আমাদের করনীয় কি আর আমরা করিয়া আসিতেছি কি তাহা নূতন করিয়া আমাদের ভাবিয়া দেখা প্রয়োজন।

এতদিন বাঙলা তথা পাক-ভারতের অজ্ঞ মুছলিম সমাজ এই ত্যাগের দিনে—নাযাত দিবসে তাযিয়া গড়িয়া, ছকিনার কাল্পনিক বিবাহ উৎসব পালন করিয়া, হায় হুছায়ন! হায় হুছায়ন! রবে বুক চাপড়াইয়া, বাস্তভাণ্ড সহ মরছিয়া গাহিয়া এবং লাঠি, ছুরি ও অগ্নিখেলার কৃত্রিম কসরৎ দেখাইয়া এই পুণ্য-স্মৃতির প্রতি নিষ্ঠুর অবমাননা এবং ইছলামের শুভ্র সমুজ্জল ললাটে দুরপনেয় কলঙ্ক কালিমা লেপন করিয়া আসিয়াছে। আর আমাদের শিক্ষিতের দল এবং ছাত্র সমাজের এক বিরাট অংশ তাসখেলিয়া, ক্লাবে রেস্তোরায় আড্ডা জমাইয়া, সিনেমা থিয়েটারে অর্থের অপচয় করিয়া অথবা নিদ্রার কোলে ঢলিয়া পড়িয়া মোহরমের সরকারী ছুটি দিবসের (Holyday) সদ্ব্যবহার করিয়াছেন।

অথচ যে পুণ্য আদর্শের জন্য ছাইয়েদাতুন্নেছা হযরত ফাতেমা যোহরার নয়নতারা, হযরত আলী মুরতযার প্রাণপ্রিয় পুত্র এবং রছুলে করিমের (দঃ) বক্ষের ধন হযরত ইমাম হুছায়ন প্রাণ বিসর্জন দিয়াছেন, এক বিন্দু পানির অভাবে নবী পরিবারের ভাগ্যাহত নারী-পুরুষ, সন্তান সন্ততি—এমন কি দুগ্ধ-পায়ী শিশুগণ দারুণ পিপাসায় কাতর হইয়া তিলে তিলে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করিয়া ছটফট করিতে করিতে মরণবরণ করিয়াছেন তাঁহাদের আত্মার মাগ্‌ফেরাত্ কামনা, তাঁহাদের উদ্দেশ্যে আমাদের ভক্তি-উদ্বেলিত ছালাম এবং আন্তরিক ছালাত প্রেরণ এবং সঙ্গে সঙ্গে সেই আদর্শকে স্মরণ করিয়া সত্যের জন্য, ন্যায়ের জন্য, ইছলামের জন্য, কোরআন ও হাদীছী শিক্ষার মর্যাদা রক্ষার জন্য হুকুমতে ইলাহিয়ার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে সর্বপ্রকার সাধ্যসাধনার আশ্রয় গ্রহণের প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করা উচিত। মুছলমান হিসাবে ইহাই আমাদের জাতীয় কর্তব্য।

এতদ্ব্যতীত এই দিবসে আমাদের কতিপয় শর্‌য়ী কর্তব্যও রহিয়াছে।

বুখারী ও মুছলিম শরীফে হযরত ইবনে আব্বাছ হইতে বর্ণিত হইয়াছে : আঁহযরত (দঃ) মদীনা শরীফে পদার্পণ করিয়া জানিতে পারিলেন, ইয়াহুদীরা মোহররমের আ'শুরা দিবসে রোযা রাখে। রছুলুল্লাহ

(দঃ) উক্ত দিবসে রোযা রাখার তাৎপর্য তাহাদের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন, আল্লাহ এই দিবস পরাধীন বণি-ইছরাইলদিগকে এবং তাহাদের পরিচালক মুছা (আঃ) কে ফেরআউনের অত্যাচার এবং দাসত্ব হইতে মুক্তি দেন এবং ফেরআউন ও তাহার কউমকে সলিলসাগরে সমাধিস্থ করেন। মুছা (আঃ) কৃতজ্ঞতা স্বরূপ এইদিন রোযা রাখিতেন—ইয়াহুদীরা তাঁহারই অনুসরণ করিয়া আসিতেছে। তখন রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, আমরা হযরত মুছার (আঃ) ছুন্নত প্রতিপালনের অধিক এবং উত্তম হকদার। অতঃপর তিনি নিজে রোযা রাখিলেন এবং সকল মুছলমানকে রোযা রাখার নির্দেশ দিলেন।

মুছলিম শরীফে আবু হুরায়রা হইতে বর্ণিত হইয়াছে, রছুলুল্লাহ (দঃ) কে জিজ্ঞাসা করা হইল রমযানের পর কোন্ রোযা শ্রেষ্ঠতম। তিনি বলিলেন, মোহররমের আশুরার রোযাই অতি উত্তম, ফযিলতে শ্রেষ্ঠতম।

ইয়াহুদী ও নাছারাগণ কর্তৃক ১০ই মোহররম রোযা প্রতিপালনের কথা ছাহাবাগণ কর্তৃক উত্থাপন প্রসঙ্গে রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, যদি আগামী বৎসর জীবিত থাকি তবে ৯ই তারীখেও রোযা রাখিব। দুঃখের বিষয় হুজুর (দঃ) তৎপূর্বেই ইন্তেকাল ফরমান।

আশুরার রোযার পূর্বে একদিন বা পরে একদিন রোযা রাখা উত্তম—ইহাই জমহুর উলামার মত।

বয়হকী শরীফে আশুরার দিবসে পরিবার পরিজনদের প্রতি মুক্তহস্তে ব্যয় করার ফজিলতও বর্ণিত হইয়াছে।

আল্লাহ প্রত্যেক মুছলমানকে তদীয় হবীব মোহাম্মদ মোস্তফার (দঃ) প্রদর্শিত পথের পথিক করুন, তাঁহার ছুন্নতের উপর আমল করার তওফিক দান করুন।

বিশ্ব পরিক্রমা

এই বৎসরের হজ্জ

আরব রাষ্ট্রসমূহ সহ পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত হইতে এই বৎসর ৭ লক্ষ হাজী হজ্জব্রত পালন করেন বলিয়া জানা গিয়াছে। তন্মধ্যে বিশ সহস্রাধিক হাজী পাকিস্তান হইতে পবিত্রধামে গমন করিয়াছিলেন। অন্যান্য দেশের সংখ্যা জানা যায় নাই। ইন্দোনেশিয়ার রাষ্ট্রপতি—প্রেসিডেন্ট সোয়েকার্ণো হজ্জব্রত পালন করিয়া দেশে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন।

হজ্জের পূর্ব সপ্তাহে ২২শে জুলাই সমবেত ৩ লক্ষাধিক হজ্জযাত্রী বাদ জুমা' কাবা শরীফের নিকট কাশ্মীর, ফেলিস্তিন, মগরিব (উত্তর আফ্রিকা) এবং অন্যান্য পরপদানত মুছলিম দেশগুলির আযাদীর জন্য মোনাযাত করেন। বাদশাহ ছউদ উক্ত জুমা'র নামাযে শরীক হন। তিনি হজ্জযাত্রীদের অনুরোধে মগরেবের নামাযে ইমামতী করেন।

২৯শে জুলাই শুক্রবার আরাফার ময়দানে সমবেত লক্ষ লক্ষ হাজী—বাদশাহ-ভিক্ষুক, রাজা-প্রজা, ধনী-দরিদ্র, প্রভু-ভৃত্য মূর্খ-বিদ্বান, শ্বেত-কৃষ্ণ, পীত-লোহিত, প্রভৃতি বর্ণ-ভাষা-দেশ-পাত্র নির্বিশেষে একই ভাবে একই পোষাকে হজ্জের নির্দিষ্ট অনুষ্ঠানাদি পালন করেন। জুমার দিবসে এই অনুষ্ঠান প্রতিপালিত হইয়াছে বলিয়া এইবারের হজ হজ্জে-আকবরের মর্যাদা পাইয়াছে। হাজীগণ আরাফার ময়দানে পুনরায় কাশ্মীর, উত্তর আফ্রিকা এবং অন্যান্য মুছলিম রাষ্ট্র সমূহের জন্য দোওয়া করেন।

এই উপলক্ষে বিভিন্ন রাষ্ট্রের আলেমবৃন্দ যে বক্তৃতা প্রদান করেন তাহার সারমর্ম এই যে, বিশ্বের সমস্ত মুছলমান একই জাতীয়তার অন্তর্ভুক্ত, এক দেশের অধিবাসীবর্গ যখন কোন দুঃখে আপতিত হয় তখন সমগ্র আ'লমে ইছলামই তজ্জন্য ব্যথা ও

বেদনা অনুভব করিয়া থাকে। আলেমগণ কাশ্মীর ও মগবির প্রসঙ্গে বলেন, আমরা উপলব্ধি করিতেছি যে, শুধু কাশ্মীরবাসীগণই নয়, আমরাও যেন ইছলামের দুশমন সেনাবাহিনী কর্তৃক বেষ্টিত হইয়া আছি, শুধু উত্তর আফ্রিকার নির্যাতিত মুছলিমগণই নয়, আমরা সকলেই যেন পরাধীনতার জিঞ্জির পায়ে পরিয়া আছি। আরাফা হইতে প্রচারিত এক বিবৃতিতে শাহ ছউদ পৃথক ভাবে খোদাওয়ান্দে-আলমের নিকট বৈদেশিক শাসন ও জুলমবাজির অভিশাপ হইতে মুছলমানদিগের মুক্তির জন্য এক আকুল প্রার্থনা জানান।

এবারের ঈদে কোরবান

এবার পশ্চিম পাকিস্তানের প্রায় সর্বত্র ৩১শে জুলাই রবিবার এবং পূর্ব পাকিস্তানের অধিকাংশ স্থানে ৩০শে জুলাই শনিবার ঈদুল আয্হা সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। ঢাকার ক'ঈয়াতে হিলাল কমিটীর সর্বশেষ সিদ্ধান্ত এবং ঘোষণা অনুযায়ী পূর্ব নির্ধারিত তারীখ রবিবারের পরিবর্তে অনেক স্থলেই আচম্বিৎ ঈদের তারীখ শনিবারে পরিবর্তিত করিতে হয়। এজন্য এবং বন্যায় হঠাৎ অতিরিক্ত পানিবৃদ্ধির দরুন কোন কোন স্থানে রেলওয়ে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হইয়া যাওয়ায় বহু সরকারী কর্মচারী, ব্যবসায়ী প্রভৃতি—যাত্রীদিগকে পথিমধ্যে ঈদের নামায পড়িতে হয়। চাঁদ উঠার পর পূর্ণ দশদিন সময় পাওয়া সত্ত্বেও ইদুল আয্হার নামাযের তারীখ লইয়া এই বিভ্রাট সত্যই বেদনাদায়ক। এব্যাপারে সরকারের নিষ্ক্রিয় ভূমিকা আরও অধিক দুঃখজনক।

পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে ঈদুল আয্হা উপলক্ষে এবার ৭ লক্ষ হইতে ৮ লক্ষ পশু (উট, গরু, ছাগল, দুম্বা ও ভেড়া) কোরবানী করা হয়। এই সংখ্যার মধ্যে ফেডারেল রাজধানী করাচীতে ৬০ হইতে ৭০ হাজার, লাহোরে ৫৯ হইতে ৬৫ হাজার এবং ঢাকায় ২০ হইতে ৩০ হাজার পশু কোরবানী করা হইয়াছে বলিয়া এ পি পির এক সংবাদে জানা গিয়াছে।

ইন্দোনেশীয়ার দক্ষিণপন্থী নূতন মন্ত্রীসভা

কিছু দিন পূর্বে সরকারের সহিত বিশেষ কারণে সেনাবাহিনীর অসহযোগিতার ফলে ইন্দোনেশিয়ার শাস্ত্রমিয়োযো মন্ত্রীসভার পতন ঘটায়—নূতন মন্ত্রিসভা গঠন এক দুঃসাধ্য সমস্যা হইয়া দাঁড়ায়। এখানে বিভিন্ন পার্টির সংখ্যা শক্তি এই রূপ যে, কোন দলের পক্ষে মন্ত্রীসভা গঠনের দায়িত্ব একক ভাবে গ্রহণ সম্ভবপর নয়—আদর্শের সহিত যথাসম্ভব মিল রক্ষা করিয়া বিভিন্ন পার্টির সংখ্যা গরিষ্ঠ সম্মিলিত দল গঠনও দুঃসাধ্য বিবেচিত হইয়া আসিতেছিল। সম্প্রতি এই সমস্যার সমাধান খুঁজিয়া পাওয়া গিয়াছে এবং সুখের বিষয় ইন্দোনেশিয়ার বৃহত্তম দল দক্ষিণপন্থী মছজুমী (মুছলিম) পার্টি এই মন্ত্রীসভার নেতৃত্ব করার দায়িত্ব পাইয়াছেন। বিগত মন্ত্রীসভা জাতীয়তাবাদী এবং কম্যুনিষ্টদের দ্বারা গঠিত হইয়াছিল এবং ইঁহাদের মারফত মুছলমানদের ধর্মীয় এবং জাতীয় আশা আকাঙ্খা ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়াছিল। বর্তমান মন্ত্রীসভার এই দুই দলকে বাদ দিয়া অপর সকলের দ্বারা গঠিত হইয়াছে। মছজুমী পার্টি উহার জন্ম মুহূর্ত হইতে ইছলামী ভাবধারার বিস্তার এবং ইছলামী নীতির রূপায়ণের জন্য সাধ্য সাধনা করিয়া আসিয়াছেন। দীর্ঘ সাধনার পর তাহাদের প্রোগ্রাম কার্যকরী করার এই সুযোগ-প্রাপ্তিতে বিশ্বের মুছলিম এং ইন্দোনেশিয়ার জনগণ খুশী হইয়াছে।

৩৮ বৎসর বয়স্ক তরুণ ও উৎসাহী দলনায়ক মিঃ বুরহানুদ্দীন হারাহাপ প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত—হইয়াছেন।

তবে এই মন্ত্রীসভা মাত্র অল্প কিছু দিন কাজ করার সুযোগ পাইবেন। আগামী ২৯শে সেপ্টেম্বর ইন্দোনেশিয়ায় সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে। নির্বাচনের পর সংখ্যা শক্তির ভিত্তিতে নূতন মন্ত্রীসভা গঠিত হইবে।

ঘুই কাতল দণ্ডিত

সরকারী আদেশ নিষেধ লঙ্ঘন এবং সরকারী পাওনা ফাঁকি দেওয়ার অপরাধে এত দিন পর্যন্ত কেবল

চুনোপুটির দল দণ্ডিত হইয়া আসিতেছে বলিয়া সরকারকে মাঝে মাঝে যে অপবাদ শুনিতে হয়—করাচীর শুল্ক বিভাগ সক্রিয় দৃষ্টান্ত দ্বারা উহা খণ্ডন করিয়াছেন। শুল্ক বিভাগের এসিস্ট্যাণ্ট কলেক্টর বড়লাটের সামরিক সেক্রেটারী কর্ণেল এস, এম, রায়া এবং বৈষয়িক দফতরের সেক্রেটারী সাঈদ হাছানকে—বিদেশ হইতে আনিত দ্রব্যাদির শুল্ক ফাঁকি দেওয়ার অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করিয়া যথাক্রমে ২ হাজার ও ৮ শত টাকা জরিমানা করিয়াছেন। প্রাপ্ত দ্রব্যাদিও সরকারে বাজেয়াফ্‌ত করা হইয়াছে।

পাকিস্তানের মুদ্রামূল্যহ্রাস ও উহার প্রতিক্রিয়া

পাকিস্তান সরকার গত ৩০শে জুলাই টাকার পূর্ব নির্ধারিত মূল্যমান সংশোধিত করিয়াছেন। এই ব্যবস্থার ফলে ঘোষণার অব্যবহিত পর হইতে একশত পাকিস্তানী টাকা ভারতীয় একশত টাকার সমান হইয়াছে, পূর্বে উহা ভারতীয় ১৪৪৲ টাকার সমান ছিল। এখন হইতে—আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র প্রতি ডলারের পরিবর্তে সাড়ে তিন টাকার স্থলে প্রায় পৌনে পাঁচ টাকা পাইবে এবং বৃটেন পাইবে প্রতি পাউণ্ডের বিনিময়ে প্রায় সাড়ে নয় টাকার স্থলে প্রায় পৌনে চৌদ্দ টাকা।

সরকারী এশতেহারে বিনিময় হার পরিবর্তনের কারণ প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে, নিছক অর্থনৈতিক প্রয়োজনে এই ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে। ১৯৪৯ সালে বৃটেনে স্টার্লিং এবং অন্যত্র অন্যান্য মুদ্রার মূল্যমান হ্রাসের সময় পাকিস্তানী টাকার মূল্যমান অপরিবর্তিত রাখা হয়। ভারত তখনই মুদ্রামান হ্রাস করে। সেই সময় আমাদের রফতানী যোগ্য কাঁচামালের মধ্যে পাট ও তুলাই অধিক গুরুত্বপূর্ণ ছিল এবং সেগুলি বিক্রয়ে বিশেষ প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হইতে হয় নাই। কোরিয়ার যুদ্ধও উহার চাহিদা বর্ধিত রাখিয়াছিল। কিন্তু এখন এইগুলির চাহিদা কমিয়াছে, প্রতিযোগিতাও বাড়িয়াছে। ভারত পাট উৎপাদন বৃদ্ধির কাজে অধিকতর মনোযোগ দিয়াছে। সেই সময় বিদেশ হইতে যন্ত্রপাতি আমদানীর বিশেষ প্রয়োজন ছিল এবং এজন্য পাকিস্তানী মুদ্রার মূল্যমান অপরিবর্তিত রাখায় বিদেশ হইতে যন্ত্রপাতি আমদানীপূর্বক শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি সম্ভব হইয়াছে। এখন পাকিস্তান খাদ্য, মোটা ও মাঝারি শ্রেণীর বস্ত্র, পাটজাত দ্রব্য, সিগারেট, দিয়াশলাই প্রভৃতিতে স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং সিমেণ্ট, কাগজ ও অন্যান কতিপয় দ্রব্যে প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণ হইয়াছে বলিয়া প্রচারিত হইয়াছে।

পাট ও তুলার মূল্য বিশ্বের বাজারে হ্রাস পাওয়ায় পাকিস্তানী মুদ্রার মূল্যমান সমান রাখিলে চাষীরা পাটের ন্যায্য মূল্য হইতে বঞ্চিত হইবে। কিন্তু মূল্য মান হ্রাস করিলে তাহাদের পক্ষে অধিক মূল্য পাওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে। এখন বিদেশে আমাদের শিল্পজাত দ্রব্যের বাজার সৃষ্টিরও প্রয়োজন—ঘটিয়াছে। মুদ্রা মূল্য হ্রাস উহার অনুকূল। কিন্তু এই সিদ্ধান্তের ফলে এখন আমাদিগকে বেশী মূল্যে বৈদেশিক দ্রব্য আমাদানী করিতে হইবে।

বস্তুতঃ মুদ্রা মূল্য হ্রাসের সিদ্ধান্ত ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে পাটের মূল্য মনপ্রতি ৫।৬ টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে। চাষীদের হাতে এখনও অধিকাংশ পাট—থাকায় তাহারা এতদ্বারা উপকৃত হইবে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বিদেশ হইতে আমদানীকৃত, এমন কি দেশে উৎপাদিত নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্যগুলির মূল্য শতকরা ২৫ হইতে ৩৩ ভাগ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। এই রূপ মূল্য বৃদ্ধির ফলে চাষীগণ পাটের বর্ধিত মূল্যের দ্বারা কিছুই লাভবান হইবে না। সরকার অবশ্য দ্রব্য মূল্যের ঊর্ধগতি রোধের জন্য সর্বপ্রকার চেষ্টার আশ্রয় গ্রহণ এবং ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন বলিয়া জানাইয়াছেন।

কিন্তু দেশকে খাদ্য, বস্ত্র এবং অন্যান্য নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যাদির ব্যাপারে আত্মনির্ভশীল কায়েম গড়িয়া তুলিতে নাপারিলে যেমন আমাদের কল্যাণ নাই, তেমনি শুধু পুঁজিপতিদের মধ্যস্থতায় বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠান ও বড় বড় কলকারখানা গড়িয়া তুলিয়াই এ সমস্যার সমাধান সম্ভবপর নয়। জনসাধারণের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ ছোট খাট ম্যাশিন এবং কুটীর শিল্পের মাধ্যমে উৎপাদনের দিকে উৎসাহদান এবং সুবিধা প্রদান করিলে দেশের অর্থ সঙ্কট, নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য হ্রাস এবং সঙ্গে সঙ্গে ক্রমবর্ধমান বেকার সমস্যারও সমাধান আশাকরা যাইতে পারে। এই ভাবেই অপর দেশ এবং জাতির উপর নির্ভর না করিয়া আমাদের দেশ প্রায় সর্ববিষয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং প্রকৃতপ্রস্তাবে স্বাধীন পদবাচ্য হইতে পারে।

Contents

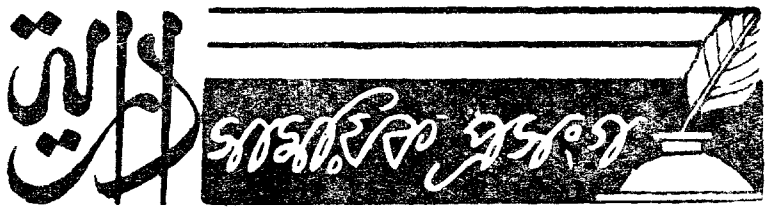

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده ونصلي على رسوله الكريم

আবার বন্যা

গত বৎসরের ভয়াবহ প্লাবনের ব্যাপক ক্ষয় ক্ষতির জের মিটিতে না মিটিতেই এবারও পূর্ব বঙ্গের প্রায় প্রতিটি নদী এবং বিশেষ করিয়া যমুনা ও ব্রহ্মপুত্র এবং উহার শাখা প্রশাখা সমূহে প্রবল পানি স্ফীতির ফলে হতভাগ্য দেশবাসী আবার ব্যাপক আকারে ভীষণ বিপর্যয়ের সম্মুখীন হইয়াছে। ঈদুল আযহার পূর্ব হইতে এই পানি বৃদ্ধি শুরু হইয়া এ পর্যন্ত অনেক স্থলেই গত বৎসরের সর্বোচ্চ রেকর্ডকে অতিক্রম করিয়া গিয়াছে।

এই অস্বাভাবিক বন্যার সর্বনাশকর কবলে শুধু গ্রামবাসীগণই নিপতিত হয় নাই—গত বৎসরের ন্যায় এবারও ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, ফরিদপুর, সিরাজগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ প্রভৃতি সহরের অধিকাংশ স্থান জলমগ্ন হইয়া পড়িয়াছে, পূর্ববঙ্গের প্রায় প্রত্যেক লাইনেই রেল চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ কিম্বা ব্যাহত হইয়াছে এবং রাজধানীর সঙ্গে সমগ্র প্রদেশের স্বাভাবিক যোগাযোগ ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। লোক চলাচল এবং আমদানী রফ্‌তানির ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হইয়া পড়ায় ব্যবসা-বাণিজ্য একরূপ বন্ধ রহিয়াছে। ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, প্রভৃতি সহরের বিভিন্ন ইলাকা সম্পূর্ণ পানিমগ্ন হইয়া পড়ায় তথাকার অধিবাসীদের সরকারী রিলিফ কেন্দ্রে স্থানান্তরিত করার প্রয়োজন ঘটিয়াছে। আমাদের নব নিযুক্ত গবর্ণর জেনারেল ও প্রধান মন্ত্রী এবং অন্যান্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ইহাদের দুরবস্থা সরেজমিনে স্বচক্ষে দেখিয়া স্বহস্তে রিলিফের খাদ্য ও বস্ত্র বিলি করিয়া সহানুভূতির বাণী শুনাইয়া গিয়াছেন।

কিন্তু সহরের তুলনায় অগণিত পল্লীর ধ্বংসলীলা, নগরবাসীদের দুরবস্থা অপেক্ষা গ্রামের অধিবাসীবর্গের দুর্দশা, ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষতির চাইতে কৃষিজাত দ্রব্য ধান, পাট প্রভৃতির যে অপূরণীয় ক্ষতি সাধিত হইয়াছে তাহাতে প্রত্যক্ষভাবে শুধু উৎপাদনকারী—চাষীই নয়, কৃষিভিত্তিক দেশ পাকিস্তানের কৃষকের উপর নির্ভরশীল সমগ্র দেশবাসী এবং কৃষির উপর দণ্ডায়মান সমস্ত ব্যবসা বাণিজ্য, শিল্প কলা, শিক্ষা সংস্কৃতি মায় ওকালতি, মোখতারী, ডাক্তারী, সাংবাদিকতা—কোনটিই এই সর্ববিধ্বংসী বন্যার ব্যাপক ক্ষয় এবং অকল্পনীয় ক্ষতির প্রতিক্রিয়া হইতে নিস্তারলাভ করিতে পারিবেনা।

কিন্তু সেটা পরের কথা। এই মুহূর্তে পূর্ব বঙ্গের ঘনবসতিপূর্ণ ১৮টি যিলার প্রায় দুই কোটি অধিবাসী প্রত্যক্ষভাবে এই ভয়াবহ প্লাবনের ফলে ভীষণ অসুবিধায় পতিত এবং চরমভাবে বিপর্যস্ত। রংপুর, বগুড়া, পাবনা, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, ঢাকা, ত্রিপুরা প্রভৃতি যিলার সহস্র সহস্র গ্রামের লক্ষ লক্ষ বাড়ীর কোন কোনগুলি আজ এক মাস, কোন কোনগুলি পক্ষকাল অবধি পানিতে নিমজ্জিত অথবা ডুবন্ত। এই বিরাট ইলাকার খাদ্যশস্য—আউস ও আমন এবং অর্থফসল—পাটের অকল্পনীয় ক্ষতি এবং উহার ভয়ঙ্কর পরিণতির কথা চিন্তা করিয়া,

দিনের পর দিন নিজেদের এবং স্ত্রী-পুত্র, শিশু সন্তান গরুবাছুর, ছাগলভেড়া, হাসমুরগী, কুকুরবিড়াল প্রভৃতির আহার বিহার এমনকি উঠাবসা ও দাঁড়াইয়া থাকার শত অসুবিধা সম্মুখে লইয়া, পেট সমস্যার বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ চিন্তায় চতুর্দিক অন্ধকার নিরীক্ষণ করিয়া বন্যা কবলিত আর্তমানবতা আজ যে দিশহারা ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় দিন কাটাইতেছে তাহা ভাবিতেও শরীর শিহরিয়া উঠে—সে নিদারুণ দৃশ্য ও সকরুণ ছবি স্বচক্ষে না দেখিলে উহার ভয়াবহতা উপলব্ধির উপায় নাই—উহা অচিন্তনীয়—অকল্পনীয়।

আজ পর্যন্ত পানি-হ্রাসের বিশেষ লক্ষণ দেখা যাইতেছেনা। ইতিমধ্যেই কলেরা, টাইফয়েড প্রভৃতি সংক্রামক রোগের আক্রমণ শুরু হইয়া গিয়াছে; কোন কোন স্থানে উহা ব্যাপক আকারেও প্রকাশ পাইয়াছে। অবিলম্বে উপযুক্ত প্রতিষেধক ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে না পারিলে উহা মরার উপর খাড়ার ঘা স্বরূপ বন্যা-দুঃস্থ দুর্বল-স্বাস্থ্য ব্যক্তিদের উপর প্রলয়ঙ্করী আকারে ছড়াইয়া পড়িয়া ব্যাপক জীবন নাশের কারণ ঘটাইতে পারে।

পরিস্থিতির এই ভীষণতায় ও দুরবস্থার এই ব্যাপকতায় সাহায্য ও ত্রাণ-ব্যবস্থার সর্বাত্মক আয়োজন এবং খাদ্য, পথ্য, দুগ্ধ, বার্লি, ঔষধ ও ইনজেকশনের আশু সরবরাহ এবং দুর্গতদের হস্তে উহা সুষ্ঠু ভাবে পৌছান যে কত বেশী প্রয়োজন তা বলাই বাহুল্য। পূর্ব পাক-সরকার একা পরিস্থিতির মোকাবেলা করিতে সক্ষম নন, তাই কেন্দ্রীয় সরকার সাহায্যের প্রসারিত হস্তে আগাইয়া আসিয়াছেন। এ পর্যন্ত তাঁহারা ২ দফায় এক কোটি টাকা মনযুর করিয়াছেন এবং প্রয়োজনের ভিত্তিতে প্রাদেশিক সরকারের চাহিদা মাফিক অর্থ সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। মাদারে মিল্লত ৩ লক্ষ টাকা এবং পাঞ্জাব সরকার ১ লক্ষ টাকা বন্যা সাহায্যের জন্য মনযুর করিয়াছেন। প্রদেশেও রাজধানী ও বিভিন্ন বিলায় স্থানীয় বন্যার্তত্রাণ সমিতি গঠিত হইয়াছে। আমাদের ছাত্র সমাজও মানবতার সেবায় আগাইয়া আসিয়াছেন। বিলা ও মহকুমা কর্তৃপক্ষ বন্যা সাহায্য সমিতি ও গণপ্রতিষ্ঠানগুলির সহায়তা গ্রহণে ইচ্ছুক বলিয়া শুনা যাইতেছে। কিন্তু তবু একথা না বলিয়া উপায় নাই যে, প্রয়োজনের তুলনায় এ ব্যবস্থা নেহায়েত অকিঞ্চিৎকর। বস্তুতঃ সাহায্যের পরিমাণ আরও দশগুণ বর্ধিত করিলে এবং বিতরণ ব্যবস্থার উৎকর্ষতা বিধানে বিশেষ রকম যত্নবান হইলে সমস্যার মুকাবিলা কথঞ্চিৎ সম্ভবপর।

পানি বর্তমানে প্রায় সর্বত্রই স্থিতিমান রহিয়াছে, কোন কোন স্থানে দুই এক ইঞ্চি করিয়া মাত্র কমিতেছে। দ্রুত পানি না কমিলে বিপন্ন ও আতঙ্কগ্রস্ত মানুষের দুর্দশার আর অন্ত থাকিবেনা। এই ব্যাপারে আপাততঃ মানুষের করার কিছুই নাই। মানুষের শ্রেষ্ঠতম আশ্রয়কেন্দ্র, করুণার উৎস, একমাত্র বিপত্তারণ ও সত্যিকার উদ্ধারকর্তা আল্লাহ রব্বুল আ'লামীনের নিকট আমাদিগকে কাঁদাকাটি করিতে হইবে—সাহায্য চাহিতে হইবে, ভিক্ষা যাচ্ঞা করিতে হইবে। রহমানুর রহীমের দরগাহে আমাদিগকে প্রতি মছজিদে প্রত্যেক জুমা'বাদে সম্মিলিত ভাবে এবং প্রত্যেক নামাযে একত্রে কিম্বা নিরালায় এককভাবে স্বীয় কৃতকর্মের জন্য মার্জনা চাহিয়া তাঁহার অনন্ত রহম এবং করমের আকাঙ্ক্ষা করিয়া সর্বগ্রাসী পানির দ্রুত অপসারণ, দুর্দশার কবল হইতে আশুমুক্তি এবং আশঙ্কিত মহামারীর দুরন্ত আক্রমণ হইতে পরিত্রাণ লাভের জন্য আকুল প্রার্থনা জানাইতে হইবে।

গত বৎসর তুরস্ক, বর্মা, ভারতবর্ষ, অন্তর্জাতিক সেবা প্রতিষ্ঠান ও স্বাস্থ্য সংস্থা এবং বিশেষ করিয়া ইউনাইটেড স্টেট্স অব অ্যামেরিকা আর্তমানবতার ক্রন্দনরোল থামাইবার এবং দুর্দশা লাঘবের জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন। এবার বাহির হইতে কোন সাহায্য-প্রাপ্তির সংবাদ আসে নাই! অবশ্য প্রতি বৎসর অপরের দয়ার উপর নির্ভর করিয়া থাকা উচিত নয়—শোভনীয়ও নয়। নিজের পায়ের উপর দণ্ডায়মান হওয়ার চেষ্টা আমাদিগকে করিতেই হইবে।

গত বৎসরের অস্বাভাবিক বন্যাকে অনেকেই একটা আকস্মিক ব্যাপার বলিয়া মনে করিয়াছিল—কিন্তু এবারের বন্যা প্রমাণ করিয়া দিয়াছে—কোন অনাবিষ্কৃত প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের দরুনই ইহা সংঘটিত হইতেছে এবং ভবিষ্যতে আরও ভয়াবহ আকারে প্রকাশ পাইতে পারে। উপযুক্ত তদন্তের সাহায্যে প্রকৃত কার্যকারণের আবিষ্কার ও তথ্য-উদ্ঘাটন এবং প্রয়োজন ঘটিলে ও সম্ভব হইলে অপর ভুক্তভোগী ভারত সরকারের সহযোগিতায় দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়া যত শীঘ্র সম্ভব কার্য ক্ষেত্রে

অবতীর্ণ হওয়া প্রয়োজন। আমরা শুনিয়া আশ্বস্ত হইলাম যে নবনিযুক্ত প্রধান-মন্ত্রী সরেজমীনে অবস্থা দর্শনের পর তাঁহার সরকারের এই আকাঙ্ক্ষাই প্রকাশ করিয়াছেন।

আযাদীর নবম বর্ষ

দেখিতে দেখিতে আমাদের আযাদীর ৮ বৎসর অতিক্রান্ত হইয়া গেল। গত ১৪ই আগস্ট অন্যান্য বৎসরের ন্যায় স্বাধীনতার আনন্দ উৎসব পাকিস্তানের সর্বত্র জাঁকজমকের সহিত সম্পন্ন হইয়া গেল। বিগত আট বৎসরে আমরা কি লাভ করিয়াছি, কি হারাইয়াছি, কি পাইয়াছি, কি পাই নাই, কতদূর আগাইয়াছি, কি পরিমাণ পিছাইয়াছি তাহা এই দিবসে নূতন করিয়া আমাদের সকলের ভাবিয়া দেখা কর্তব্য। সব কথার সেরা কথা,—সব দুঃখের বড় দুঃখ—আমরা আজ পর্যন্ত আমাদের নিজস্ব শাসনতন্ত্র প্রস্তুত করিতে পারি নাই।

শাসনতন্ত্র ও নূতন গণপরিষদ

পাকিস্তানের গদ্দিনশীন শাসন কর্তৃপক্ষ একের পর একটা করিয়া পর্বত-প্রমাণ ভুলের দ্বারা দেশে শাসনতান্ত্রিক অব্যবস্থা, রাজনৈতিক, হতাশা এবং গঠনতান্ত্রিক শূন্যতার সৃষ্টি করিয়া জনমনে গনতন্ত্রের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যে সীমাহীন নৈরাশ্য এবং অবসাদের এবং বহির্বিশ্বে পাক-নেতৃত্বের দেউলিয়ত্ব সম্বন্ধে যে ধারণার সৃষ্টি করিয়াছিলেন, আমাদের সর্বোচ্চ—আদালত তাহাদের বুদ্ধিদীপ্ত বিচার বিবেচনা এবং সামঞ্জস্যমূলক রায়ের সাহায্যে তাহার সুসমধানের ব্যবস্থা করিয়া দেশকে আসন্ন সামরিক শাসন অথবা স্বৈরাচারী নেতৃত্বের অভিশাপ হইতে রক্ষা করেন এবং বিশ্বে ও দেশে সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখেন। ফলে পূর্ব-পরিকল্পিত শাসনতান্ত্রিক কন্‌ভেশনের পরিবর্তে পুরাতন গণপরিষদে ন্যায় শাসনতন্ত্র রচনা এবং আইন প্রস্তুত—এই উভয়বিধ দায়িত্ব ও ক্ষমতা সহ নূতন গণপরিষদ গঠিত হয়।

পট পরিবর্তন

পরিষদের করাচী বৈঠকের পূর্বেই রাজনৈতিক চিত্রপটে নাটকীয় পরিবর্তন সংঘটিত হয়। বড় লাট মিঃ গোলাম মোহাম্মদ চিকিৎসার পর ইউরোপ হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়াই অসুস্থতার কারণে ২ মাসের ছুটী গ্রহণ করেন এবং ম্যাজর জেনারেল ইছকন্দর মির্যা অস্থায়ী বড় লাট নিযুক্ত হন।

অতঃপর নয়া উজীরসভা গঠনের তোড়জোড় শুরু হইয়া যায়। হঠাৎ প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর স্থলে চৌধুরী মোহাম্মদ আলী লীগদলের নেতা নির্বাচিত হওয়ায় মিঃ মোহাম্মদ আলী নূতন মন্ত্রিসভার নেতৃত্ব লাভের সকল আশায় জলাঞ্জলী দিয়া একেবারে রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চ হইতে বিদায় নিতে বাধ্য হন। তিনি দলবিশেষের উদ্দেশ্য-সিদ্ধির যন্ত্ররূপে রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে যেভাবে আমদানীকৃত হইয়াছিলেন তেমনি প্রয়োজন শেষে নিষ্করুণ ভাবে দূরে নিক্ষিপ্ত হইলেন। তাঁহার আকস্মিক আবির্ভাবে কেহই যেমন আনন্দে উৎফুল্ল হয় নাই, তাঁহার অভাবিত অন্তর্ধানেও কেহই দুঃখে নীরবেও অশ্রুপাত করেনাই।

মোহাম্মদ আলীর বিদায়ের পর তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী মিঃ এইচ, এস, ছহ্‌রোওয়ার্দীর নয়া-মন্ত্রী সভায় নেতৃত্ব লাভ অনেকেই সুনিশ্চিত ধরিয়া লইয়াছিলেন, কিন্তু ধরি ধরি করিয়াও শেষ পর্যন্ত সংখ্যায় সর্বনিম্নদলের নেতা মিঃ ছহ্‌রোওয়ার্দীর একরূপ হাতের মুঠা হইতেই প্রধান-মন্ত্রিত্ব যুক্তফ্রন্টের কারসাজিতে তাঁহাদের সমর্থনপুষ্ট লীগনেতা চৌধুরী মোহাম্মদ আলীর বরাতে চলিয়া যায়।

রাজনৈতিক দাবাখেলায় এই ভাবে হারিয়া গিয়া আঙুরের টকত্বের যুক্তিতে মিঃ ছহ্‌রোওয়ার্দী এবং তাঁহার আওয়ামী লীগ মন্ত্রিত্ব গ্রহণ না করার নানারূপ মুখরোচক কৈফিয়ত শুনাইয়া একই সঙ্গে তাঁহাদের হতাশ সমর্থকবৃন্দকে আশ্বস্ত এবং দলের পিছনে জনসমর্থন আদায়ের চেষ্টা করিতেছেন। অপর পক্ষে যুক্তফ্রন্ট নিছক জনসেবার মহৎ প্রেরণায় উদ্বোধিত হইয়াই যে মন্ত্রিত্বের কঠোরদায়িত্ব কাঁধে লইতে রাযি হইয়াছেন এবং ২১ দফার পরিপূরণে ব্যর্থ হইলে এই বোঝাকে দূরে নিক্ষেপ করিতেও দ্বিধাবোধ করিবেননা, একথা জোরগলায় প্রচার করিয়া চলিয়াছেন। এই ব্যাপারে সাবেক যুক্তফ্রন্টের দ্বিধাবিভক্ত দুই দল পারস্পরিক দোষারোপ এবং কাঁদা ছুঁড়াছুঁড়িতে যেরূপ মাতিয়া উঠিয়াছেন তাহাতে তাঁহাদের নির্বাচকমণ্ডলী বিস্ময়ে হতবাক হইয়া গিয়াছে।

অবশ্য জনসাধারণ ব্যক্তি বা দল বিশেষের প্রধান মন্ত্রিত্ব লাভ কিম্বা ক্ষমতা দখলে অথবা পূর্ব পশ্চিমে ক্ষমতার অল্পাধিক অ-সম ভাগবণ্টনে খুব বেশী বিচলিত নয়। তাহারা চায় কাজ—সত্যিকারের কাজ। পশ্চিম পাঞ্জাবের মরহুম লিয়াকৎ আলী খাঁ, পূর্ববঙ্গবাসীর নিকট নাজিমুদ্দীন অথবা মোহাম্মদ আলী অপেক্ষা অধিক প্রিয় ও শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। আজ যদি চৌধুরী মোহাম্মদ আলী জাতির আশা আকাঙ্ক্ষার রূপায়ণে ও অসমাধ্য সমস্যার সমাধানে কৃতিত্ব দেখাইতে সমর্থ হন, তাহা হইলে পূর্ব পশ্চিম নির্বিশেষ সমস্ত পাকিস্তানবাসীর অন্তরে শ্রদ্ধার আসনে সমাসীন হইতে পারিবেন।